বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

মো: শাহাব উদ্দিন, এম.পি
মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম ও সাফল্যের তথ্য সমৃদ্ধ এ প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে সমাদৃত হবে বলে মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে 'ওয়াটার পলুশন কন্ট্রোল অর্ডিন্যান্স' জারি পূর্বক পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ করে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা করেন । দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় তিনি বৃক্ষরোপণ, হাওড়, নদী ও অন্যান্য জলাভূমির উন্নয়ন, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃজনসহ বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সরকার রূপকল্প-২০২১ এর ধারাবাহিকতায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষা বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে ২০১৮-'১৯ অর্থবছরে পাচ হাজার ছেষট্টি টি প্রতিষ্ঠান/স্থাপনা/ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে দুইশত উননব্বই কোটি সত্তর লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়েছে। এ সময় প্রায় একশত তিরাশি টন পলিথিন ও পলিথিন প্রস্তুতের কাঁচামাল জব্দ করা হয়। পানিদূষণ রোধে ইতোমধ্যে সকল বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন নিশ্চিত করা হয়েছে। দেশের প্রায় বাহাত্তর শতাংশ ইটভাটা তুলনামূলকভাবে পরিবেশ সম্মত এবং জ্বালানী সাশ্রয়ী প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। একশত বারোটি প্রতিষ্ঠানে জিরো ডিসচার্জ প্যান্ট স্থাপন নিশ্চিত করা হয়েছে। বায়ুদূষণ রোধে 'নির্মল বায়ু আইন' প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব উদ্যোগে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় রাজস্ব বাজেট হতে গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে একশত বারো টি সরকারি প্রকল্পে দুইশত সত্তর কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিতকরণ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী উদ্যোগ 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন' বিষয়ে প্রণীত ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু বাস এর কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের বর্তমান সরকারের সফলতায় দেশের মোট আয়তনের বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ ২২.৩৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উদযাপন উপলক্ষে সারাদেশে এক কোটি বৃক্ষরোপণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যা পরিবেশ সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী যারা নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশের পরিবেশ সুরক্ষা, বনায়ন কার্যক্রম ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অবদান রাখছেন তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ । বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(মোঃ শাহাব উদ্দিন, এম পি)

হাবিবুন নাহার
উপমন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার পরিবেশ সুরক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সংবিধানে ১৮ (ক) অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং উন্নয়নকে সাংবিধানিক অধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রনালয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বনভূমি সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে সর্বাত্মক প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনে এ মন্ত্রণালয় থেকে লাগসই এবং জলবায়ু সাহিষ্ণু উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশের কৌশলগত উদ্যোগ ও কার্যক্রম আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের অনন্য ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেছে। বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত প্রয়াশসমূহ বাংলাদেশকে এনে দিয়েছে বিরল স্বীকৃতি।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কার্যক্রমের বিবরণ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রকাশিত প্রতিবদেনের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সর্ম্পকে জনগন বিস্তারিতভাবে অবহিত হতে পারবে এবং নিজেকে পরিবেশ সংরক্ষনণে সম্পৃক্ত করতে পারবে বলে আমি আশা রাখি।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ঠ সকলের প্রতি রইল আমর আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

(হাবিবুন নাহার)

জিয়াউল হাসান এনডিসি
সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় পরিবেশ ও বনভূমি রক্ষার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে পরিবেশ সুরক্ষায় বাংলাদেশের গৃহীত বিভিন্ন কৌশলগত উদ্যোগ ও কার্যক্রম সর্বজন প্রশংসিত হয়েছে, এসেছে বৈশ্বিক স্বীকৃতি। ওজোন্যস্তর সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ভিয়েনা কনভেনশনের ১১তম পার্টি সভায় এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যুরো সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। বাংলাদেশ ওজোন্যস্তর রক্ষা তথা বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধে মন্ট্রিল প্রটোকলের কিগালী সংশোধনী অনুস্বাক্ষর কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় অভিযোজন কার্যক্রম জোরদার করণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল এডাপটেশন প্যান তৈরির কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়নের সমষ্ঠিগত প্রয়াশকে এগিয়ে নিতে জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রনকল্পে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ সংশোধনপূর্বক ইট ভাটা হতে নিসৃত নিঃসরণ মান মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৯ সালে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রন) আইন, ২০১৩ সংশোধনক্রমে মাটির অবক্ষয় ও গুনাগুন রক্ষার্থে সরকারি বিভিন্ন নির্মান কাজে ২০২৫ সালের মধ্যে ১০০% ব্যাক ব্যবহারের লক্ষমাত্রা নির্ধারণপূর্বক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা জারী করা হয়েছে। পাশাপাশি আধুনিক জীবন যাপনের অন্যতম অনুষঙ্গ ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী হতে সৃষ্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আইনগত পরিকাঠামো নির্মানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিপজ্জনক বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৯ চুড়ান্ত করা হয়েছে। এছাড়াও সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা আনয়নের জন্য বিপজ্জনক বর্জ্য (কঠিন বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা প্রনয়নের কার্যক্রম চলমান আছে।

স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ অন্যতম। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে বিবেচ্য সময়ে সম্পন্ন ও চলমান কার্যাবলী উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে এ মন্ত্রণালয়ের সাথে একযোগে কাজ করছে এরূপ মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/ সংস্থা এবং বিভিন্ন অংশীজন এ প্রতিবেদনের তথ্য ব্যবহার করতে পারবেন। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিতেও এ প্রতিবেদন সহায়ক হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

১০/০৯/২০২০

(**জিয়াউল হাসান** এনডিসি)

সূচিপত্র

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	
ভূমিকা	২
পরিচিতি	২
ভিশন	২
মিশন	২
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২
কর্মপরিধি	২
সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	৩
বাজেট	৪
মানবসম্পদ উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৫
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভাগ/দপ্তরসমূহ	৫
জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৫
পরিবেশ সংরক্ষণে গৃহীত কার্যক্রম	৭
বনায়ন কার্যক্রম	১০
ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নয়ন	১০
জনসচেতনেতা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম এবং বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন	১০
গবেষণা	১২
প্রশাসনিক কার্যক্রম ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন	১২
প্রকাশনা	১৩
গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের বিবরণ	১৩
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত অধিদপ্তর ও সংস্থা	
পরিবেশ অধিদপ্তর	১৫
বন অধিদপ্তর	৩২
বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	৬২
বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন	৬৭
বাংলাদেশ বন গবেষনা ইনস্টিটিউট	৭৬
বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম	৮৭
বাংলাদেশ রাবার বোর্ড	৯৭

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

১.১ ভূমিকা

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি বিশেষায়িত মন্ত্রণালয়। দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে প্রতিনিয়ত চাপ পড়ছে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান এবং সংকটাপন্ন হচ্ছে প্রতিবেশগত ভারসাম্য। বাংলাদেশ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পরিবেশ সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর। রাষ্ট্র রিচালনার মূলনীতি হিসেবে সরকার সংবিধানে ১৮(ক) অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উন্নয়নকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। উক্ত অনুচ্ছেদ মতে রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে। জীব বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির নিরাপত্তা বিধান করবে। শুধু তাই নয়, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি ও গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১.২ পরিচিতি

১৯৭৩ সালে Water Pollution Control Ordinance জারির মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্প গ্রহণ করে পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রথম শুরু হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিভাগ এবং বন বিভাগ নামে দুটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে ০৩ আগস্ট ১৯৮৯ সালে তৎকালীন স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে পরিবেশ অধিদপ্তর নামকরণ করে বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর সমন্বয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১.৩ ভিশন

টেকসই পরিবেশ ও বনের আচ্ছাদন।

১.৪ মিশন

প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা, গবেষণা, উদ্ভিদ জরিপ এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ ও বন নিশ্চিতকরণ।

১.৫ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিজ্ঞানভিত্তিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বসবাস উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে মোট বনভূমির পরিমাণ সম্প্রসারণ, বন ও বনজ সম্পদের উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সনাক্তকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ দূষণরোধ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং টেকসই পরিবেশ উন্নয়নই পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে।

১.৬ কর্মপরিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুলস অব বিজনেস এর এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি নিম্নরূপ:

- Environment and Ecology;
- Matters relating to environment pollution control;
- Conservation of forests and development of forest resources (Government and Private), forest inventory, grading and quality control of forest products;
- Afforestation and regeneration of forest extraction of forest produce;
- Plantation of exotic cinchona and rubber;
- Botanical gardens and Botanical surveys;
- Tree plantation;
- Planning Cell Preparation of schemes and coordination in respect of forest;
- Research and training in Forestry;
- Mechanised forestry operations;
- Protection of wild birds and animals and establishment of sanctuaries;
- Matters relating to marketing of forest product;

- Administration of BCS (Forest) Cadre;
- Liaison with International Organizations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry;
- All laws on subjects allotted to this Ministry;
- Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry এবং
- Fees in respect of any of the subjects allotted to this Ministry except fees taken in courts.

চিত্র ১.১: বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৯ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৯ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১.৭ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

সাংগঠনিক কাঠামো: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন মন্ত্রী এবং একজন উপমন্ত্রী। রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রীদ্বয় মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে রয়েছেন সচিব। তিনি মন্ত্রণালয়ের প্রিন্সিপাল এ্যাকাউন্টিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রণালয়ের ০৫টি অনুবিভাগ রয়েছে।

জনবল: অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল ১৮৪ জন। কর্মরত জনবল ১১১ জন। শূন্য পদ ৭৩টি।

সারণি ১.১: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের জনবল

ক্রমিক নম্বর	শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূণ্যপদ
১.	প্রথম শ্রেণি	৫৩	৩৮	১৫
২.	দ্বিতীয় শ্রেণি	৪২	১৯	২৩
৩.	তৃতীয় শ্রেণি	৪১	২০	২১
৪.	চতুর্থ শ্রেণি	৪৮	৩৪	১৪
	মোট =	১৮৪	১১১	৭৩

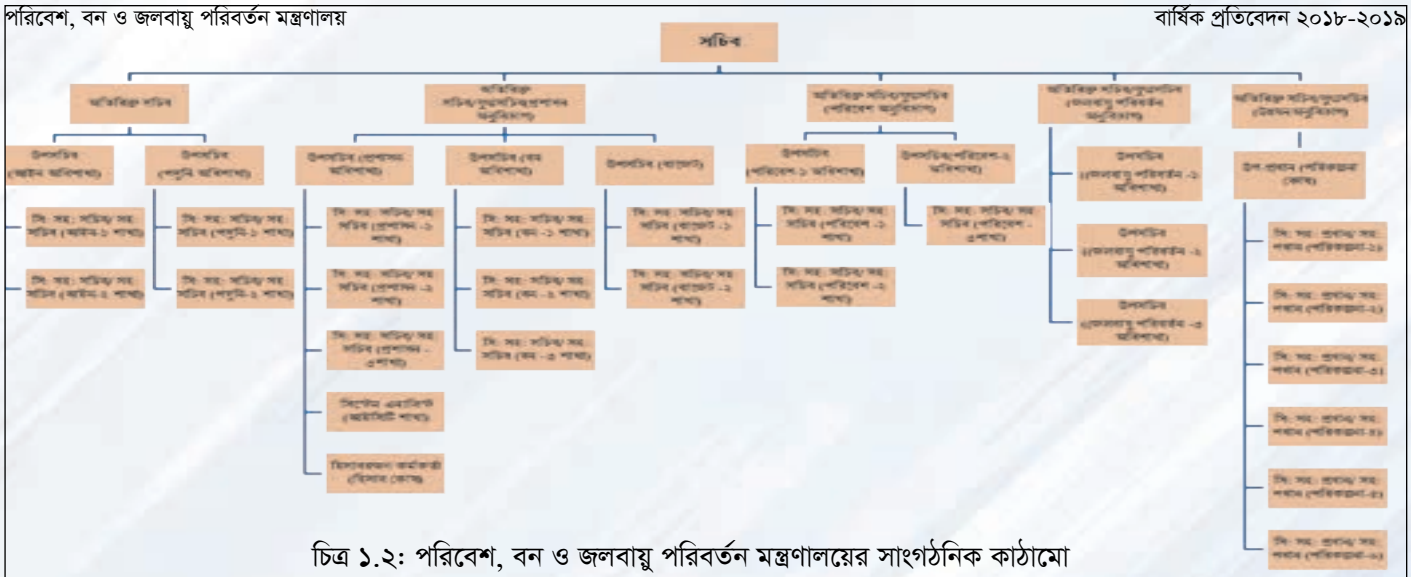

চিত্র ১.২: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

চিত্র ১.৩: জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৯ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বৃক্ষমেলা পরিদর্শন

১.৮ বাজেট

মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ১৩৪০৪২.০৭ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ১৩১৬০৩.৩৭ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯৮% এবং অব্যয়িত অর্থ ২৪৩৮.০৭ লক্ষ টাকা।

সারণি ১.২: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এর ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)			২০১৮-১৯ অর্থবছরের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)			২০১৮-১৯ অর্থবছরের অব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকা)		
অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট
৮২০৩৪.০৭	৫২০০৮.০০	১৩৪০৪২.০৭	৭৯৭৮৮.৮৯	৫১৮৫৮.৪৮	১৩১৬০৩.৩৭	২২৮৯.১৮	১৪৯.৫২	২৪৩৮.৭
-	-	-	৯৭%	৯৯.%	৯৮%	২.৭%	০.২৮%	১.৮১%

১.৯ মানবসম্পদ উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

অভ্যন্তরীণ: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৫টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/ সেমিনার/ ওয়ার্কশপ আয়োজন করে যেখানে মোট ৫৬২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

বৈদেশিক: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মোট ২১৫ জন কর্মকর্তা ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিদেশে সেমিনার/কর্মশালা/সিম্পোজিয়াম/শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/সভায় অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র ১.৪: টাংগুয়ার হাওড়

১.১০ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভাগ/দপ্তরসমূহ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ০৭টি বিভাগ/দপ্তর রয়েছে যা নিম্নরূপ:

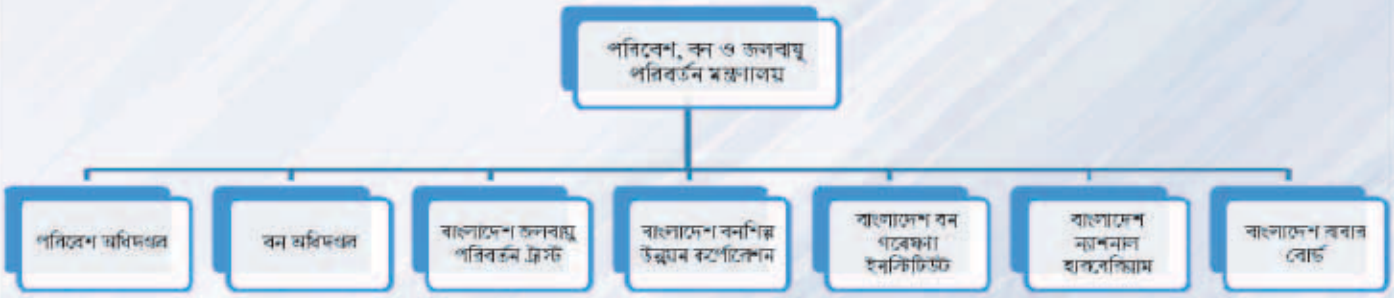

চিত্র ১.৫: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ বিভাগ/দপ্তরসমূহ

১.১১ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির মধ্যে থাকা দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কাজ করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরের ক্ষতিসমূহ এবং তা মোকাবেলার সম্ভাব্য পন্থা আন্তর্জাতিক ফোরামে যথাযথভাবে তুলে ধরছে এ মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের এ দায়িত্ব বিবেচনায় ২০১৮ সালে মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় নামকরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইতোমধ্যে "বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে জলবায়ু পরিবর্তন নামে একটি অনুবিভাগ সৃজন করা হয়েছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় প্রধানত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডের সমন্বয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যাকরণ ও স্বার্থ সংরক্ষণ, এ সংক্রান্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের বাংলাদেশে বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদন ও পরিবীক্ষণ এবং বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। বিগত ২০১৮-২০১৯ সময় পর্যন্ত উল্লিখিত বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন রয়েছে; নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো:

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনাঃ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় Bangladesh Country Investment Plan প্রস্তুত করেছে যা পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে বাংলাদেশের বিনিয়োগের একটি সমন্বিত পরিকল্পনা। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে গৃহীত প্যারিস চুক্তির অধীনে বাংলাদেশের Nationally Determined Contributions বা NDC বাস্তবায়ন রোডম্যাপ ও অ্যাকশন প্ল্যান এর খসড়া প্রস্তুত পূর্বক UNFCCC তে দাখিল করা হয়েছে।

বাংলাদেশের National Adaptation Plan (NAP) প্রস্তুতির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক Bangladesh Climate Change Strategic Action Plan এর হালনাগাদকরণ কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে । এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের ঝুঁকির বিষয়টি নিরূপণের লক্ষ্যে Nationwide Climate Vulnerability Assessment কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চিত্র ১.৬: জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে নদী ভাঙ্গনরোধে নদীর তীর রক্ষা বাধ নির্মাণ

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে প্রকল্পঃ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত ৩২৬৪.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭২০ টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে ৩৭৫ টি প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে ২০১৮-১৯ সাল পর্যন্ত সমাপ্ত কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৬.৪ কি:মি: উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, ৯৫২৯ টি সাইক্লোন সহিষ্ণু ঘর নির্মাণ, ৩৫২.১২ কি:মি: বাঁধ নির্মাণ, ৮৭২.১৮৬ কি:মি: খাল খনন, ৪০.৪৭১ কি:মি: ড্রেন নির্মাণ, ২৮৪৯টি গভীর নলকূপ স্থাপন, ১২০০০ ভাসমান সবজি বাগান নির্মাণ এবং একটি কমিউনিটি রেডিও স্টেশন নির্মাণ অন্যতম। এছাড়াও এই ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বিভিন্ন অভিযোজন ও প্রশমন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমঃ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বন অধিদপ্তর কর্তৃক Climate Resilient Participatory Afforastation and Reforestation প্রকল্পের অধীনে বনায়ন বৃদ্ধি এবং forest degradation রোধে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও 'Community Based Adaptation to Climate Change Through Coastal Afforastation of Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে উপকূলীয় এলাকায় জনগণকে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। UN-REDD কর্মসূচীর অধীনে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বনভূমির উপর ঝুঁকি হ্রাসে কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমঃ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। চরাঞ্চলের মানুষের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক 'Adaptation Initiative for Climate Vulnerable Off Shore Small Islands and Riverine Char Lands in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য Adaptation Fund Board-এ প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও জলবায়ু সহিষ্ণু টেকনোলজি প্রাপ্তির লক্ষ্যে Climate Technology Centre & Network (CTCN) বরাবরে ০৫ (পাঁচ)টি প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে যা বর্তমানে বিবেচনাধীন। Joint Crediting Mechanism (JCM) এর অধীন ইতোমধ্যে ০৪ (চার)টি energy efficient technology বাংলাদেশে হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ Short Lived Climate Pollutants (SLCP) এর সদস্য। এর অধীনে অ্যাকশন প্ল্যান তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বঃ জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে বিভিন্ন কনফারেন্স, সেমিনার, সভা ও কর্মশালায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের ঝুঁকির বিষয়টি উপস্থাপন ও জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৮ সালে UNFCCC এর অধীনে COP-24 সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে দেশের স্বার্থ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও LDC গ্রুপ এবং G-৭৭ গ্রুপে বাংলাদেশের নেতৃত্ব ও অবস্থান সমুন্নত রাখা হয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় Adaptation Fund Board, Executive Committee on Loss and Damage-1 Consultative Group of Experts শীর্ষক বোর্ড/কমিটির সভায় বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করছে।

১.১২ পরিবেশ সংরক্ষণে গৃহীত কার্যক্রম

১.১২.১ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

বায়ুদূষণ জনিত সমস্যা নিরসনে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে :

ইট ভাটা হতে সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ : 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩' ০১ জুলাই ২০১৪ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ইটভাটা সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবৈধ ইটভাটা পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে ৩৪৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ০৮.১৬ কোটি টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। আইনের অধিকতর এবং যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকল্পে "ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (২০১৯ সংসধোন)" জারি করা হয়েছে।

চিত্র ১.৭: অবৈধ ইটভাটা পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

যানবাহন হতে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রন : ২০১৮-১৯ সনে সারাদেশে মোট ০৮ টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে পেট্রোল ও ডিজেল চালিত মোটরবাইক, কার, মাইক্রোবাস, মিনিবাস, বাস, ট্রাক, মিনিট্রাক এবং অটোরিক্সার নিঃসৃত ধোঁয়া পরিবীক্ষণ ও ফলাফল বিশ্লেষণপূর্বক ৩১টি মামলার বিপরীতে ৫৩,৯০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বায়ু দূষণ মনিটরিং : বায়ু দূষণ রোধের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ৪৮৬.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ "Clean Air and Sustainable Environment" শীর্ষক প্রকল্প পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। জুন ২০১৯ মাসে সমাপ্ত এ প্রকল্পের অধীনে বায়ুদূষণ মাত্রা পরিমাপের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর, নরসিংদী, ময়মনসিংহ, সিলেট এবং বরিশালে মোট ১৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরীবীক্ষণ স্টেশন (Continuous Air Monitoring Station, CAMS) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জেলা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আরও ১৫টি Compact Continuous Air Monitoring Station (C-CAMS) স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নিয়মিত বিভিন্ন স্থানের বায়ুমান পরিবীক্ষণের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

১.১২.২ পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীসহ অন্যান্য ভূউপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির মান নিয়মিত মনিটরিং করে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নদীসহ বিভিন্ন উৎস হতে সর্বমোট ২৫৫৮ টি ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর বর্তমানে ২৭টি নদীর ৬৩টি স্থানে পানির গুণগত মান নিয়মিত মনিটরিং করছে।

১.১২.৩ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ (এনফোর্সমেন্ট) কার্যক্রম

এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৮৭৫ জন পরিবেশ দূষণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ১৯.৬৭ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করে বকেয়াসহ ১১.৩৮ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিনের বিরুদ্ধে ২৩৭ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৪৪৮ টি মামলা দায়ের করা হয়। ৬৬.৬১ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়সহ ১৮২.৯৬ টন পলিথিন ও পলিথিন তৈরির দানা জব্দ করা হয়।

১.১৩ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জীব নিরাপত্তা বিধানে গৃহীত কার্যক্রম

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১৩টি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। কো-ম্যানেজমেন্ট কমিটির মাধ্যমে প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকাসমূহে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

চিত্র ১.৮: টাংগুয়ার হাওর

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংক্রান্ত তথ্যঃ

সারণি ১.৩ : প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নম্বর	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার নাম	প্রতিবেশের ধরন	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার বছর
১	সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টের চতুর্দিকে ১০ কিমি বিস্তৃত এলাকা	উপকূলীয় এলাকা	সাতক্ষিরা, বাগেরহাট, খুলনা, বরগুনা, পিরোজপুর	২৯২,৯২৬	১৯৯৯
২	কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত	উপকূলীয় এলাকা	কক্সবাজার	২০,৩৭৩	১৯৯৯
৩	সেন্টমার্টিন দ্বীপ	কোরালসহ সামুদ্রিক দ্বীপ	টেকনাফ উপজেলা, কক্সবাজার	১,২১৪	১৯৯৯
৪	সোনাদিয়া দ্বীপ কক্সবাজার	ম্যানগ্রোভ, খাড়ি ও বালিয়াড়িসহ উপকূলীয় দ্বীপ	কক্সবাজার	১০,২৯৮	১৯৯৯
৫	হাকালুকি হাওর	হাওর এলাকা	সিলেট-মৌলভীবাজার	৪০,৪৬৬	১৯৯৯
৬	টাংগুয়ার হাওর	হাওর এলাকা	তাহিরপুর ও ধর্মপাশা উপজেলা সুনামগঞ্জ	৯,৭২৭	১৯৯৯
৭	মারজাত বাওড়	অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ	কালিগঞ্জ উপজেলা, ঝিনাইদহ চৌগাছা উপজেলা, যশোর	৩২৫	১৯৯৯
৮	গুলশান-বারিধারা লেক	নগর-জলাভূমি	ঢাকা মহানগর	১০১	২০০১
৯	বুড়িগঙ্গা নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	১৩৩৬	২০০৯
১০	তুরাগ নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	১১৮৪	২০০৯
১১	বালু নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	১৩১৫	২০০৯
১২	শীতলক্ষ্যা নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	৩৭৭১	২০০৯
১৩	জাফলং-ডাউকি নদী	উভয় তীরে ৫০০ মিটার প্রস্থের এলাকাসহ নদী	সিলেট	১৪৯৩	২০১৫

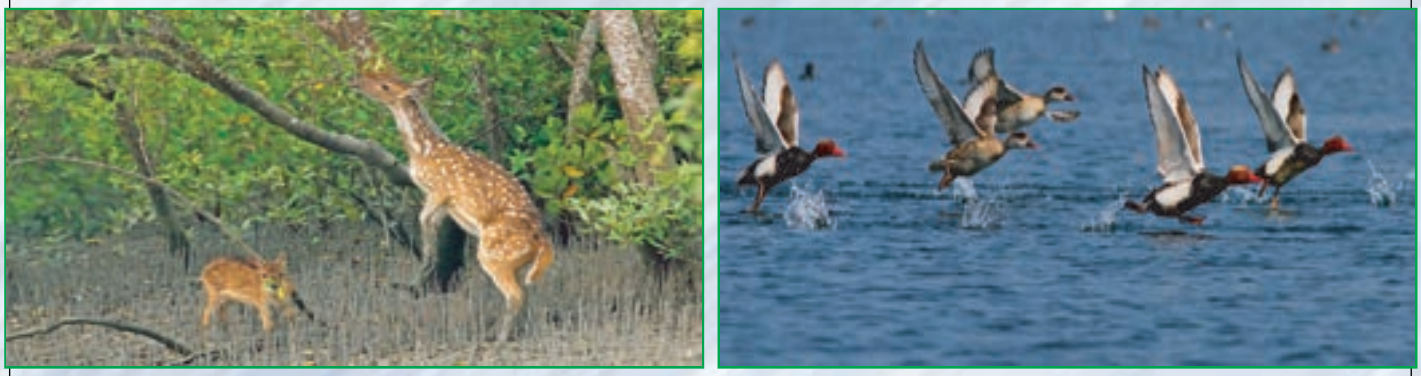

চিত্র ১.৯: সুন্দরবনের বন্যপ্রাণী ও টাংগুয়ার হাওড়ের অতিথি পাখি

১.১৪ বনায়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশে বর্তমানে বনভূমির আয়তন প্রায় ২৬,০০,০০০ (ছাব্বিশ লক্ষ) হেক্টর। দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৭.৬২% সামাজিক বনায়নসহ বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৬,০০,০০০ (ষোলো লক্ষ) হেক্টর যা দেশের আয়তনের প্রায় ১০.৮৪%। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সামাজিক বনায়নকৃত এলাকার সৃজিত বাগানের আয়তন ৪,১৮৭.৫৮ হেক্টর ও ১,৭৬৭.৩৬ কিলোমিটার। উপকারভোগীর সংখ্যা মহিলা ৫,৯৫৫ জনসহ মোট ২২,৪১৯ জন। বিতরণকৃত লভ্যাংশের পরিমান ২১,১৪,১২,৫০৪.২৫ টাকা। বিক্রয় ও বিতরণের মাধ্যমে ৪৮,৫৯,৮৮০ টি চারা রোপণ করা হয়েছে।

চিত্র ১.১০ : রাতারগুল সোয়াম্প ফরেস্ট

১.১৫ ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নয়ন

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তি উন্নয়নে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি ই-ফাইলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। জানুয়ারী, ২০১৮ হতে মন্ত্রণালয়ে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে ।
- সকল কর্মকর্তাদের দপ্তরের নিজস্ব ডোমেইনে ইমেইল অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হয়েছে। এতে সকল কর্মকর্তা ইমেইল ব্যবহার এর সুযোগ পাচ্ছে।
- ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ফেইসবুক পেজ চালু করা হয়েছে। ফেইসবুকে মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিয়মিতভাবে ছবিসহ সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হচ্ছে।

১.১৬ জনসচেতনেতা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম এবং বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপনঃ প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ৫ জুন তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপিত হয়। জাতীয় পর্যায়ে ২০ জুন ২০১৯ তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এ বছর জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি কর্তৃক বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল "Air Pollution" যার ভাবানুবাদ করা হয়েছে "বায়ুদূষণ" এবং স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছিল 'আসুন বায়ুদূষণ রোধ করি'। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৯ শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৯ : বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষায় যাঁরা নিবেদিতভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁদের জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রবর্তন করা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ (প্রাতিষ্ঠানিক) ক্যাটাগরিতে এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড, জামিরদিয়া, ভালুকা, ময়মনসিংহ, পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রচার (ব্যক্তিগত) ক্যাটাগরিতে যৌথভাবে প্রফেসর আইনুন নিশাত, ফ্ল্যাট-৪, বাড়ি-১৫৯, রাস্তা-৩, মহাখালী ডিওএইচএস, ঢাকা এবং ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, চেয়ারম্যান, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), আগারগাঁও, ঢাকা এবং পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন (ব্যক্তিগত) ক্যাটাগরিতে ড. মোবারক আহমদ খান, বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা, বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন, পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন (প্রতিষ্ঠানিক) ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) -কে জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৯ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক পদক প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার হিসাবে ২২ ক্যারেট মানের ২ (দুই) তোলা ওজনের স্বর্ণের বাজার মূল্যের সমপরিমাণ নগদ অর্থ ও ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকার চেক, ক্রেস্ট এবং সনদপত্র প্রদান করা হয়।

ভূ-গর্ভস্থ পানি পরিশোধন প্যান্টের মাধ্যমে পরিশোধন করে বিভিন্ন প্রসেসে ব্যবহারের পরেও কিছু পানি রিকভারীর মাধ্যমে পুনরায় উক্ত প্রসেসে ব্যবহার করে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষাসহ পরিবেশ সংরক্ষণে অবদান রাখায় এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেড, জামিরদিয়া, ভালুকা, ময়মনিসিংহ -কে জাতীয় পরিবেশ পদক, ২০১৯ প্রদান করা হয়।

প্রফেসর ড. আইনুন নিশাত এবং ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বনামধন্য হয়েও পরিবেশ বিষয়ে উজ্জল অবদান রেখে চলেছেন। স্থানীয় ও আর্ন্তজাতিক জার্নালে লেখা প্রকাশের পাশাপাশি পরিবেশের বিভিন্ন ইস্যূতে খবরের কাগজে তাঁরা নিয়মিত কলাম লেখেন ও টেলিভিশনে পরিবেশ বিষয়ে আলাপ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছেন। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে তাঁরা নিয়মিতভাবে পরিবেশ সংরক্ষণ, টেকসই উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পানি ব্যবস্থাপনা ও জলাভূমি সংরক্ষণ বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সহকারে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। প্রয়োজনে সংবাদকর্মীদের পরিবেশ বিষয়ে সঠিক প্রতিবেদন প্রকাশে সহায়তা করে থাকেন। পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে তাঁদের সার্বিক অবদানের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে যুগ্মভাবে প্রফেসর ড. আইনুন নিশাত, ফ্ল্যাট-৪, বাড়ি-১৫৯, রাস্তা-৩, মহাখালী ডিওএইচএস, ঢাকা এবং ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, সভাপতি, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), আগারগাঁও, ঢাকা -কে জাতীয় পরিবেশ পদক, ২০১৯ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশর টেকসই উন্নতিকল্পে ড. মোবারক আহমদ খান এর গবেষণা ও আবিষ্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পাট থেকে পলিথিনের বিকল্প হিসাবে পচনশীল পলিব্যাগ উৎপাদন। সেসুলোজ থেকে পচনশীল পলিমারের তৈরী এই ব্যাগের বৈশিষ্ট হলো: পানিতে প্রায় ৫ ঘন্টা পর্যন্ত টিকে থাকে ও তারপর ধীরে ধীরে গলতে শুরু করে। এটি সম্পূর্ণরূপে পচনশীল ও পরিবেশ বান্ধব, ৫-৬ মাসের মধ্যে পঁচে সার হিসেবে মাটিতে মিশে যায় এবং মাটিতে থাকা অণুজীবও একে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। বাজারে প্রচলিত পলিথিন ব্যাগের চেয়ে এই ব্যাগ প্রায় দেড়গুণ ভার বহন করেত পারে। এই ব্যাগ প্রচলিত পলিব্যাগের মতই স্বচ্ছ এবং একে বিভিন্ন রঙেরও উৎপাদন করা যায়। তাই প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল হিসেবে এর বহুল ব্যবহার করা সম্ভব (বিশেষ করে তৈরী পোশাকের মোড়ক হিসেবে) এবং খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে ব্যবহার করা যায়। ইতোমধ্যে ১২ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী পাট থেকে পলিব্যাগ উৎপাদনের শুভ উদ্বোধন করেন, যা বর্তমানে লতিফ বাওয়ানি জুট মিল, ডেমরা, নারায়নগঞ্জে পাইলট স্কেলে উৎপাদিত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ব্যাগের নামকরণ করেন "সোনালী ব্যাগ"। এছাড়া ড. মোবারক আহমদ খান এর পরিবেশ গবেষণামূলক মৌলিক প্রকাশনার সংখ্যা ৬৪৪টি। এ সকল বিষয়াদি বিবেচনায় এনে ড. মোবারক আহ্মেদ খান, বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা, বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন -কে জাতীয় পরিবেশ পদক, ২০১৯ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) দেশের বন গবেষণা বিষয়ক একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে "ফরেস্ট প্রোডাক্টস ল্যাবরেটরী" নামে চট্টগ্রামে এ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির প্রেক্ষিতে বনজ সম্পদ গবেষণার পাশাপাশি বন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করে ১৯৬৮ সালে বিএফআরআই -কে বন বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়। বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশের উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকি মোকাবেলায় বিশেষ অবদান বিবেচনায় বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ষোলশহর, চট্টগ্রাম -কে জাতীয় পরিবেশ পদক, ২০১৯ প্রদান করা হয়।

জাতীয় পরিবেশ মেলা ২০১৯ আয়োজন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০১৯ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের পাশে বাণিজ্য মেলার মাঠে ০৭দিন ব্যাপী পরিবেশ মেলা আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত মেলা শুভ উদ্বোধন করেন। দেশী-বিদেশী অনেক প্রতিষ্ঠান মেলায় পরিবেশ বান্ধব পণ্য ও প্রযুক্তি প্রদর্শন করে।

বৃক্ষমেলা: সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃক্ষরোপন অভিযানকে একটি স্থায়ী চলমান স্বতঃস্ফুর্ত কার্যক্রমে পরিণত করা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুপ্রাণিত ও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রতিবছর জাতীয়ভাবে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হয়। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের পাশে বাণিজ্য মেলার মাঠে জুলাই ২০১৯ এ মাস ব্যাপী বৃক্ষমেলা আয়োজন করা হয়। জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৯ শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়া বৃক্ষরোপণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে বৃক্ষরোপনে যারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তাদেরকে "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার" প্রদান করা হয়। ১৯৯৩ সাল থেকে প্রতি বছর এ পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯ সালে যথারীতি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত বৃক্ষরোপন কর্মকান্ডকে মোট ১০টি শ্রেণিতে বিভক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণিতে ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে ।

বিশ্ব বাঘ দিবস: সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশে ২৯ জুলাই, ২০১৯ তারিখে বিশ্ব বাঘ দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বাগেরহাটে র‍্যালি এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া খুলনার দাকোপ এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতিতে জরিপ করে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ১১৪টি পাওয়া গিয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বাঘ সংরক্ষণে Bangladesh Tiger Action Plan এবং USAID এর সহায়তায় The Bengal Tiger Conservation Plan (BAGH) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

১.১৭ গবেষণা

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট: বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৫৩ টি গবেষণা স্টাডি পরিচালিত হয়েছে। এর মধ্যে ১২ টি স্টাডি সমাপ্ত হয়েছে এবং নতুন ০৮ টি স্টাডি গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সংখ্যা ০৩ টি। আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় জার্নালে ৩২ টি গবেষণা প্রবন্ধ/ পপুলার আর্টিকেল/ বুলেটিন/ প্রসেডিংস প্রকাশিত হয়েছে। যার মধ্যে বিএফআরআই এর প্রকাশিত নিউজ লেটারের সংখ্যা ০৭ টি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ বন গবষেণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নীলফামারী জেলার ডোমার উপলোয় "আঞ্চলিক বাঁশ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আরবিআরটিসি) স্থাপন প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাশেঁর চাষ, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ বিষয়ক গবেষণা এবং বাঁশের মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী তৈরী এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ২৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় মাঠ পর্যায়ে ০৮টি জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। ১৪৪০টি উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং ১৪৩৬টি উদ্ভিদ নমুনার এক্সসেশন নম্বর প্রদান করা হয়। এছাড়া ১১০০টি উদ্ভিদের নমুনার ডাটাবেইজ তৈরি এবং ল্যাবরেটরিতে ০২টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

১.১৮ প্রশাসনিক কার্যক্রম ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

সরকারি কাজের ক্ষেত্রে গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের ধারাবাহিকতার সূত্রে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির সফল বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ছয়টি দপ্তর/সংস্থা যথাক্রমে পরিবেশ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রণিত ক্যালেন্ডার মোতাবেক বাস্তবায়ন করেছে। ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ২০৩০ ও মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতি-পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইড লাইন মোতাবেক ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া একই অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ০৬টি দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন মনিটরিং করা হয়েছে। অধিকন্তু ২০১৯-২০ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ে এবং অধিদপ্তরসমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারণ করা হয়েছে। জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের সহজলভ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ যথাযথ বাস্তবয়নের জন্য তথ্য কমিশনের বিবেচনায় ২০১৮ সালে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্তণালয় ২য় স্থান অধিকার করে।

ইনোভেশন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণিত প্রজ্ঞাপন মোতাবেক পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে ০৯ সদস্য বিশিষ্ট ইনোভেশন টিম কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের প্রণিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইনোভেশন কমিটির সদস্যগণ নিয়মিত মনিটরিং করেন। এছাড়া ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ইনোভেশন সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

আইন/বিধিমালা/নীতিমালা/গাইড লাইন প্রণয়ন

জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.১৯ প্রকাশনা

- বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সুদৃশ্য ও তথ্য সমৃদ্ধ একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
- জাতীয় পরিবেশ পদক, ২০১৯ এর পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
- সর্বসাধারণের অবগতি এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেসরকারী বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের প্রধান প্রধান সংবাদের বিরতিতে টিভি স্পট/স্ক্রল সমপ্রচার করা হয়েছে।
- জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সর্বসাধারণের অবগতি এবং গণসচেতনতামূলক ৬২টি বিজ্ঞপ্তি/গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮ প্রকাশ করা হয়েছে।
- বর্তমান সরকারের ১০ বছরের উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

১.২০ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের বিবরণ

সারণি ১.৪: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প সংক্রান্ত বিবরণী

ক্রমিক নম্বর	অধিদপ্তর/ সংস্থার নাম	প্রকল্প সংখ্যা		মোট বরাদ্দ জিওবি প্রকল্প সাহায্য		জুন পর্যন্ত অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	
		এডিপি	আরএডিপি	এডিপি	আরএডিপি	অবমুক্তি	ব্যয়
১	বন অধিদপ্তর	১৫টি	২১টি	১৬৯৯৮.০০ ১৩৮৫৫.০০ ৩১৪৩.০০	২৯১৯৮.০০ ১৭২২৭.০০ ১১৯৭১.০০	২৯১৯৮.০০ (১০০%)	২৭৫৬০.১৬ (৯৪.৩৯%)
২	পরিবেশ অধিদপ্তর	৬টি প্রকল্প	৮টি প্রকল্প	১০২৪৫.০০ ১২৬৩.০০ ৮৯৮২.০০	১০৪৯২.০০ ৮৩৩.০০ ৯৬৫৯.০০	১০৩৪৩.৮৭ (৯৮.৫৮%)	৯৮৭৮.৬৮ (৯৪.১৫%)
৩	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	২টি এবং কেস প্রকল্পের ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও মন্ত্রণালয় অংগ	২টি এবং কেস প্রকল্পের ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও মন্ত্রণালয় অংগ	১২৯৬২.০০ ২৬৬.০০ ১২৬৯৬.০০	১১০৫৯.০০ ১৬০.০০ ১০৮৯৯.০০	১১০৫৭.৬১ (৯৯.৮৮%)	৯১০২.৮১ (৮২.৩১%)
৪	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	২টি প্রকল্প	২টি প্রকল্প	৭০০.০০ ৭০০.০০ ০০০.০০	১২৫৯.০০ ১২৫৯.০০ ০০০০.০০	১২৫৯.০০ (১০০%)	১২৫০.৬৯ (৯৯.৩৩%)
সর্বমোট		**২৫টি প্রকল্প ও কেস**	**৩৩ টি প্রকল্প ও কেস প্রকল্পের**	**৪০৯০৫.০০ ১৬০৮৪.০০ ২৪৮২১.০**	**৫২০০৮.০০ ১৯৪৭৯.০০ ৩২৯২৯.০০**	**৫১৪৫৪.৪৮ (৯৯.৭১%)**	**৪৭৭৩৪.৭৯ (৯১.৮৯%)**

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত গুরুত্বপর্ণ প্রকল্পের তালিকা:

সারণি ১.৫: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপর্ণ প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) (জিওবি/দাতা সংস্থা)	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)
১	Climate Finance Governance (CFG) Project (জানুয়ারি ২০১৩ ডিসেম্বর ২০১৮)	৪৩০০.০০ (এওত)	২৪৮.০০	৯৫%
২	Community Based Sustainable Mangementof Tanguar Haour (Bridging Phase)সেপ্টেম্বর ২০১৬- ডিসেম্বর ২০১৮)	৩৪৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	৬৮.০০	৮০%
৩	কেস প্রকল্পের ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও মন্ত্রণালয় অংগ জুলাই ২০০৯ - জুন ২০১৯	৪৬০৯৪.২০ (জিওবি ও বিশ্বব্যাংক)	১১০৫৯.০০	৮৩%

চিত্র ১.১১: সুন্দরবন

পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ অধিদপ্তর

www.doe.gov.bd

২.১ পরিচিতি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে Water Pollution Control Ordinance জারিকরণপূর্বক জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা করেন। পরবর্তীকালে সরকার ১৯৭৭ সালে পরিবেশ দূষণ অধ্যাদেশ জারি করে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন করে। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেলের কার্যক্রম মনিটর করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্যের নেতৃত্বে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করা হয়। সরকার ১৯৮৯ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (বর্তমানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়) নামে পৃথক একটি মন্ত্রণালয় গঠন করে এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেলের নাম পরিবর্তন করে পরিবেশ অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর বর্তমানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করে। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো বিভাগীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল এবং জনবল ছিল মাত্র ১৭৩ জন। পরবর্তীকালে সরকার ২০১০ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠোমো ২১টি জেলায় সম্প্রসারণ করে এবং জনবল ৭৩৫ জনে উন্নীত করে। দেশের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান কাজ।

২.২ পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যাবলী

- পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ;
- শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দূষণ জরিপ, দূষণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণসহ দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধ/বাধ্য করা এবং প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং বিধি লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা ও
- পরিবেশ আদালতে মামলা দায়েরের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পরিবেশ দূষণকারীদের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ ধার্যপূর্বক আদায় করা ;
- নতুন স্থাপিতব্য বা বিদ্যমান শিল্পকারখানার/প্রকল্পের আবেদনের ভিত্তিতে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সন্তোষজনক পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন, চুক্তি ও প্রটোকলের দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ; ওজনস্তর সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক সহায়তায় স্থানীয়ভাবে কার্যক্রম গ্রহণ, গণসচেতনতা ও অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন ;
- দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জীবনিরাপত্তার ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ;
- বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের আমদানি, পরিবহন, ব্যবহার, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
- প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় জনগণের অংশগ্রহণে টেকসই জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

২.৩ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

২.৩.১ পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল: বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদিত জনবল ৯০৪ জন। কর্মরত জনবল ৪৭৫ জন এবং শূন্য পদ ৪২৯ জন।

সারণি ২.১ : পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল

ক্রমিক নং	শ্রেণী	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	পূরণকৃত পদসংখ্যা	শূন্যপদ
১.	১ম শ্রেণী	২৬১	১২৭	১৩৪
২.	২য় শ্রেণী	১৮৫	৬৪	১২১
৩.	৩য় শ্রেণী	২৮৪	২০৬	৭৮
৪.	৪র্থ শ্রেণী	১৭৪	৭৯	৯৫
	মোট	৯০৪	৪৭৬	৪২৮

২.৩.২. পরিবেশ অধিদপ্তরের মাঠ কার্যালয়

পরিবেশ অধিদপ্তর বর্তমানে সদর দপ্তরসহ ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা মহানগর, ঢাকা গবেষণাগার, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম মহানগর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয় এবং ২১টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সারা দেশে পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। দেশে দ্রুত শিল্পায়ন, নগরায়ন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অনুষঙ্গ হিসেবে পরিবেশগত সমস্যা দিন দিন প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। পরিবেশের সমস্যা মোকাবেলায় বর্তমান সরকার সাম্প্রতিক সময়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন ও ৪৩টি জেলায় জেলা কার্যালয় স্থাপনের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির মোট ১৮৪টি পদ সৃজনের সরকারি আদেশ(জিও)জারি করা হয়েছে। তন্মধ্যে ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় কার্যালয় এবং ১২টি জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

২.৩.৩. পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট স্থাপন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে বিগত ০৪/০৮/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিবেশ কমিটির ৪র্থ সভায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট স্থাপনের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট স্থাপনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

২.৩.৪. নিজস্ব অফিস ভবন সম্প্রসারণ

পরিবেশ অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত "নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১২ তলা বিশিষ্ট পরিবেশ বান্ধব ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত পরিবেশ অধিদপ্তরের নতুন ভবন নির্মিত হয়েছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ জুন ২০১৯ তারিখ শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর, বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয় ও গাজীপুর জেলা কার্যালয়ের ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে "পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়ন, গবেষণাগার স্থাপন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি-১ম পর্ব" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত ৩১/০১/২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ৩৫.৬৩৭৪১ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয় অনুমোদন করা হয় এবং ১৯/০২/২০১৯ তারিখ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়। গত ১০/০৩/২০১৯ তারিখ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়। বর্তমানে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন আছে।

চিত্র ২.১: মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব আবদুল্লাহ আল জ্যাকব এবং সম্মানিত সচিব জনাব আব্দুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী কর্তৃক পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্মাণাধীন প্রশাসনিক ভবন পরিদর্শন।

২.৩.৫. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন

পরিবেশ অধিদপ্তরের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে সাধারণ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে ২৪টি কর্মসম্পাদন সূচক রয়েছে। বিভিন্ন লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে পরিবেশ অধিদপ্তর ৮২.৫০ সূচক অর্জন করেছে। উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) পূর্ববর্তী সময়ে ২৭টি চালু করা হয় এবং নতুন করে ২টি SIP (এনফোর্সমেন্ট শাখায় আগত উদ্যোক্তাদের জন্য টেলিভিশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং অভ্যর্থনা কক্ষে লস্ট এন্ড ফাউন্ড ডেস্ক চালু করা হয়েছে।

২.৪ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রম

"Adaptation Initiative for Climate Vulnerable Offshore Small Islands and Riverine Charland in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পটি Adaptation Fund (AF) Board এ দাখিল করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রায় ৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি রংপুর জেলার গঙ্গাছড়া উপজেলার, লক্ষিতারি ইউনিয়নে (নদী বিধৌত চর) এবং ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার মুজিবনগর ইউনিয়নে (সমুদ্র উপকূলবর্তী চর) বাস্তবায়ন করা হবে।

২.৪.১ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় জাতীয় সক্ষমতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে Bangladesh Climate Change Strategy ang Action Plan (BCCSAP) ২০০৯ প্রণয়ন করেছে যা বর্তমানে যুগোপযোগী করার কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

চিত্র ২.২: পোল্যান্ড এর ক্যাটোভিস নগরীতে অনুষ্ঠিত ২৪তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন COP২৪-এ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রনালয়ের অংশগ্রহণ

২.৪.২ জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের নির্দোষ শিকার। Global Climate Risk Index (GCRI) 2010- এর তথ্যানুসারে ১৯৯০ হতে ২০০৮ সাল সময়ে গড়ে প্রতিবছর ৮২৪১ জন লোক নিহত হয়েছে, বছরে ১.২ বিলিয়ন সমমূল্যের সম্পদ নষ্ট হয়েছে এবং ১.৮১ শতাংশ হারে জিডিপি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। 'জার্মান ওয়াচ' কর্তৃক প্রকাশিত 'বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক ২০১৬' অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের সর্বোচ্চ ঝুঁকি সূচকে ৬ নম্বরে বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নাজুক অর্থনীতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিক নির্ভরশীলতা এ বিপন্নতা বাড়িয়ে দিয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) কর্তৃক জুন ২০১৪-এ প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে যে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বিশ্ব সম্প্রদায় যদি কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ এবং ২১০০ সাল নাগাদ প্রায় ৯.৪ শতাংশ ক্ষতি হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ঝুঁকিসমূহ ও বিপন্নতা অভিযোজন এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ব্যাপারে সমীক্ষা ও মূল্যায়নের ফলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বাংলাদেশ হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সারা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বিপন্ন ও ঝুঁকিপন্ন দেশগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নাজুক অর্থনীতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিক নির্ভরশীলতা এ বিপন্নতা বাড়িয়ে দিয়েছে। বন্যা, খরা, সাইক্লোন, লবনাক্ততা এবং সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

২.৪.৩ জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু অভিযোজন এবং প্রশমন প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক কার্যক্রম

Climate Technology Centre and Network (CTCN): উন্নত দেশগুলো হতে উন্নয়নশীল দেশসমূহে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজন এবং প্রশমনসংক্রান্ত প্রযুক্তি হস্তান্তর ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে UNFCCC-এর অধীনে Climate Technology Centre and Network (CTCN) -এর আওতায় প্রাথমিকভাবে -জমাদানকৃত ০৫টি প্রকল্পের মধ্যে ইতোমধ্যে ০৩টি প্রকল্পের আওতায় CTCN হতে জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু অভিযোজন ও প্রশমন প্রযুক্তি হস্তান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.৪.৪ Joint Crediting Mechanism (JCM): Joint Credit Mechanism (JCM) এর আওতায় ইতোমধ্যে ৪টি প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে (JCM) এর আওতায় দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যুত সাশ্রয়ী Transmission Line স্থাপনের প্রকল্প গৃহীত হয়েছে।

২.৪.৫ Intended Nationally Determined Contributions (INDC) প্রণয়ন: বাংলাদেশ UNFCCC-এর সদস্য হিসাবে Intended Nationally Determined Contributions (INDC) প্রণয়নকরে তা UNFCCC সেক্রেটারিয়েটে দাখিল করেছে। উক্ত INDC বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক NDC Implementation Road Map প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে একই সাথে বিদ্যুৎ, শিল্প ও যোগাযোগ প্রতিটি সেক্টরে NDC Sectoral Mitigation Action Plan ও প্রণয়ন করা হবে।

২.৪.৬ National Adaptation Plan (NAP) প্রণয়ন: সরকার জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে National Adaptation Plan (NAP) প্রনয়ণের লক্ষ্যে GCF এ প্রকল্প দাখিল করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক নেগোসিয়েশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ UNFCCC-এর আওতায় গঠিত Executive Committee of warsaw International Mechanism on Loss & Damage, Adaptation Fund Board (AFB), এবং Consultative Group of Experts (CGE) -এর সদস্য হিসাবে কাজ করছে।

২.৫.১ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রাজস্ব খাতে সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রম :

প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ও সিইজিআইএস এর মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তর নিম্নোক্ত গবেষণা/স্টাডি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে:

A Study on Pollution Remediation of Dhaka Hazaribagh Tannery Area, A Study on preparing River Health Cards of Some Rivers of Bangladesh

A Study on Identification of Causes and effects of Degradation, Deforestation and Erosion of Jhau Plantations and Its impact on Coastal Morphology Development along Cox's Bazar"

২.৫.২ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপণ এবং কৃষি, পানিসম্পদ ও অবকাঠামোর উপর এর প্রভাব নিরূপণ :

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত Assessment of Sea Level Rise on Bangladesh Coast Through Trend Analysis প্রকল্পের ফলোআপ প্রকল্প হিসাবে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট-এরঅর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক"Projection of Sea Level Rise and Assessmenঃ of its Sectoral (Agriculture, Water and Infrastructure) Impacts" বা "বাংলাদেশের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপণ এবং কৃষি, পানিসম্পদ ও অবকাঠামোর উপর এর প্রভাব নিরূপণ" শীর্ষক একটি গবেষণামূলক প্রকল্প কার্যক্রম চলমান রয়েছে।।

২.৬ গবেষণাগার কার্যক্রম

২.৬.১ শিল্প বর্জ্যের নমুনা বিশ্লেষণ: পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশগত বিভিন্ন গুণগত মান বিশ্লেষণের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামে পরিবেশ অধিদপ্তরের স্বয়ংসম্পূর্ণ দুটি গবেষণাগার রয়েছে। এছাড়াও প্রত্যেক বিভাগীয় কার্যালয়ের সাথে একটি করে গবেষণাগার সংযুক্ত রয়েছে। এ সকল গবেষণাগারে নিয়মিত ভাবে পরিবেশগত বিভিন্ন মান মনিটরিং-এর পাশাপাশি শিল্পোদ্যোক্তাগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের তরল বর্জ্য, বায়ুবীয় বর্জ্য ও শব্দ দূষণের মানমাত্রা বিশ্লেষণপূর্বক ফলাফল প্রদান করা হয়ে থাকে।

২.৬.২ নদীর পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ : পরিবেশ অধিদপ্তর ১৯৭৩ সাল থেকে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির মান পরিবীক্ষণ করে আসছে। পরিবেশ অধিদপ্তর ২৭টি নদীর ৬৩টি স্থানে পানির গুণগত মান নিয়মিতভাবে মনিটরিং করে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নদীসহ বিভিন্ন উৎস হতে সর্বমোট ২৫৫৮ টি ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

২.৭ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেশের ব্যবস্থাপনা

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার এ দেশে নগরায়ন, শিল্পায়নসহ মানুষের নানাবিধ প্রাত্যহিক কর্মকার ফলে আমাদের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য নানান ধরনের হুমকির সম্মুখীন। এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নকে বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি অধ্যায়ে ১৮(ক) অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, "রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন"। জীববৈচিত্র্য এবং প্রতিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বিধিবিধান ও তা বাস্তবায়নে নানাবিধ কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

২.৭.১ জীববৈচিত্র্য ও জীবনিরাপত্তা বিধিবিধান প্রণয়ন :

ক) জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮: পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে দেশের সামগ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের পূর্ণ মন্ত্রিসভা বিগত ৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে। নতুনভাবে গৃহীত জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮-তে পূর্বের ১৫টি খাতসহ আরও ৯টি খাত/ক্ষেত্রের মধ্যে পাহাড় প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং জীবনিরাপত্তা, প্রতিবেশবান্ধব পর্যটন, ইত্যাদি খাতসমূহকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮-এ বিধৃত ২৪টি খাতে অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহকে চিহ্নিত করা হয়েছে যা স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সমূহ বাস্তবায়ন করবে।

খ) জীববৈচিত্র্য সনদের ষষ্ঠ জাতীয় প্রতিবেদন: জীববৈচিত্র্য সনদের অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সিবিডি সেক্রেটারিয়েটে প্রতি চার বছর পরপর বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জাতীয় প্রতিবেদন দাখিল করে থাকে। বিগত ২০১৫ সালে জীববৈচিত্র্য সনদের ৫ম জাতীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সিবিডি সচিবালয়ে দাখিল করা হয়। উহার ধারাবাহিকতায় ৬ষ্ঠ জাতীয় প্রতিবেদনের খসড়া সিবিডি সচিবালয়ে দাখিল করা হয়েছে।

গ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (NBSAP) ২০১৬-২১২১ : জাতিসংঘ ঘোষিত জীববৈচিত্র্য কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১১-২০২০-এর আলোকে জাতীয় পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২১ (**NBSAP**) প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.৭.২ জীবনিরাপত্তা (Biosafety):

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সনদের কার্টাহেনা প্রোটোকল অন বায়োসেফটির সদস্য দেশ হিসেবে জীবনিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০)-এর আওতায় জীব নিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২, ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক ২০০৬, বায়োসেফটি গাইডলাইনস ২০০৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। জীবনিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি অত্যাধুনিক GMO Dictation Lab প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

২.৭.৩ ব্লু- ইকোনোমি বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম : পরিবেশ অধিদপ্তর ও সমুদ্র প্রতিবেশ সংরক্ষণ, সমুদ্রদূষণরোধ, সমুদ্রসম্পদ আহরণে ও সমুদ্রসম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ব্লু-ইকোনোমি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং পরিকল্পনামাফিক কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

(১) সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ।
(২) উপকূলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
(৩) উপকূলীয় ও সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ।
(৪) উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
(৫) সমুদ্র দূষণ নিয়ন্ত্রণে আইনগত কাঠামো শক্তিশালী করা।
(৬) সমুদ্র পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পরিবীক্ষণ করা।

২.৭.৪ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ECA) ব্যবস্থাপনায় গৃহীত কার্যক্রম :

দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর আওতায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রাকৃতিক বন ও গাছপালা কর্তন বা আহরণ, সকল প্রকার শিকার ও বন্যপ্রাণী হত্যা, ঝিনুক, কোরাল, কচ্ছপ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী ধরা বা সংগ্রহ, প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংসকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ ইত্যাদি কর্মকান্ডকে নিষিদ্ধ করে সরকার ইতিমধ্যে ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন (Ecologically Critical Area, ECA) হিসেবে ঘোষণা করেছে। যার মধ্যে ২০০৯-২০১৭ সময়ে সরকার ৫টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area, ECA) হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশের একমাত্র কার্প জাতীয় মাছের প্রজননক্ষেত্র হালদা নদীর জলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থা অবক্ষয় তা সংরক্ষণের জন্য স্বাদুপানির মৎস্য প্রজনন স্থান হিসেবে দেশের একমাত্র নদী হালদাকে সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

টাঙ্গুয়ার হাওরের প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণে ২০০৬-২০১৬ মেয়াদকালে "Community-based Sustainable Management of Tanguar Haor" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

বাংলাদেশের একমাত্র কোরাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনের জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে 'প্রতিবেশগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের জীববৈচিত্র্যর উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দ্বীপের ইকো-ট্যুরিজম ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে এবং সেন্ট মার্টিন দ্বীপের কোরাল এবং ফ্লোরা ও ফনা বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে এগুলোর যথাযথ/উপযুক্ত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব ।

২.৭.৫ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যাবলী :

(১) পাখি শুমারী করা হয়েছে;
(২) সেন্টমার্টিনে বনায়ন কার্যক্রম করা হয়েছে;
(৩) কচ্ছপের হেচারি স্থাপন করা হয়েছে;
(৪) সেন্টমার্টিন দ্বীপের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে;
(৫) মেরিন পার্কের স্থাপনাসমূহ সংস্কার করা হয়েছে;
(৬) দ্বীপে আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা ও প্রাকৃতিক সম্পদ সমীক্ষা পরিচালনার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে;
(৭) সেন্টমার্টিন দ্বীপের উপর সচেতনতামূলক ডকুমেন্টারি নির্মাণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে।

২.৮ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যক্রম :

২.৮.১ বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যক্রম : সরকার দেশের বিভাগীয় ও শিল্পঘন শহরগুলোতে সার্বক্ষণিক বায়ুদূষণ মনিটরিংয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় "নির্মল বায়ু এবং টেকসই পরিবেশ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য বিভাগীয় ও শিল্পঘন শহরগুলোতে সার্বক্ষণিক বায়ু মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বায়ুদূষণ মনিটরিং, ইটভাটা ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে যানজট নিরসন, বাসরুট নেটওয়ার্ক যুক্তিযুক্তকরণ এবং পরিবহণ খাতের দক্ষতা উন্নয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের উদ্যেশ্যে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত "নির্মল বায়ু এবং টেকসই পরিবেশ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন কাযক্রম পরিচালিত হয়েছে।

এ প্রকল্পের অধীন বায়ুদূষণ মনিটরিং, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ, গবেষণা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ের অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বায়ুদূষণ মাত্রা পরিমাপ করার নিমিত্তে এই প্রকল্পের আওতায় ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় ও শিল্পগন শহরগুলোতে মোট ১৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ ষ্টেশন (CAMS) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন জেলা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থনে আরও ১৫)পনের)টি কমপ্যাক্ট সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ ষ্টেশন (C-CAMS) স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বর্তমানে সর্বমোট ৩১টি CAMS ও C-CAMS-এর মাধ্যমে নিয়মিত বিভিন্ন স্থানের বায়ুমান পরিবীক্ষণের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

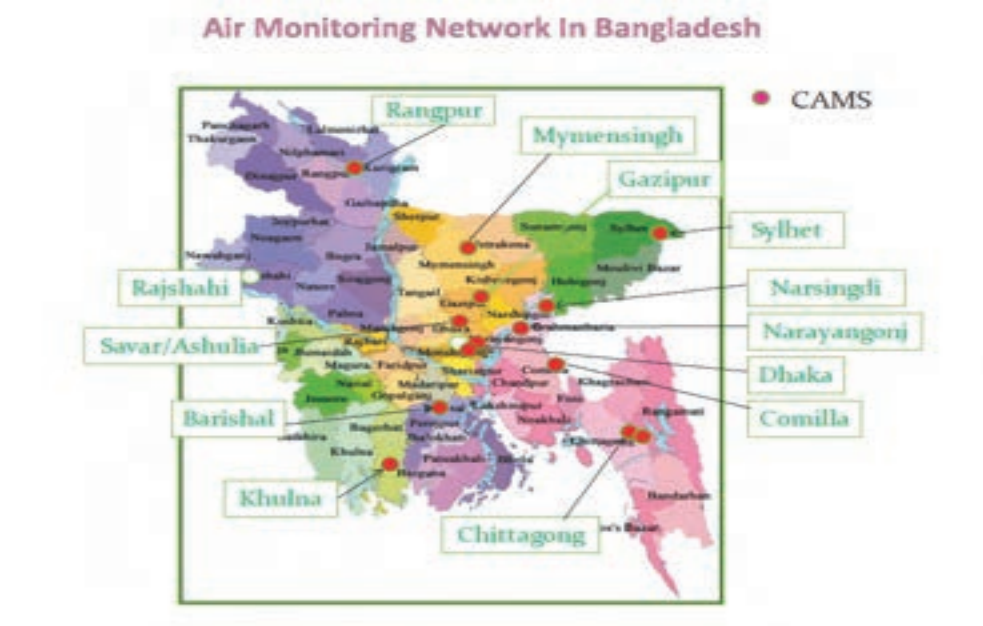

চিত্র ২.৩: সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং স্টেশন (CAMS)

ইটভাটার আধুনিকীকরণ : ইটনির্মাণ শিল্পকে পরিবেশসম্মতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে "ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন আইন (নিয়ন্ত্রণ),২০১৩ (সংশোধন ২০১৯)" জারী ও কার্যকর হওয়ার পর থেকে পরিবেশ অধিদপ্তর দেশে বিদ্যমান ইটভাটাসমূহকে জ্বালানী সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইটভাটা (প্রায় ৭১.৬৪%) তুলনামূলকভাবে পরিবেশসম্মত এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

২.৮.৩ ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধন ২০১৯)-এর প্রয়োগ: বায়ুদূষণ হ্রাস এবং মাটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কমানোর লক্ষে "ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধন ২০১৯) " এর আলোকে সনাতন প্রযুক্তির বায়ুদূষণকারী ইটভাটার কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বন্ধ করে উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরী ছিদ্রযুক্ত ইট ও মাটির বিকল্প উপাদানে তৈরী বিভিন্ন ব্লক উৎপাদন ও ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার খসড়া রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া রোড ম্যাপ অনুযায়ী সরকারি নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজে পোড়ানো ইটের ব্যবহার শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) এর ৩ক ধারা অনুযায়ী সরকারি কাজে ব্লক ব্যবহার বাধাতামূলক করে প্রজ্ঞাপন জারি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৮.৪ ক্লিন এয়ার আইন প্রণয়ন: সার্বিক বায়ুদূষণকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসের লক্ষ্যে "নির্মল বায়ু আইন, ২০১৯" এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে

২.৯.১ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান: বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ১২(১) ধারা মোতাবেক যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামুলক। শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তর আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সকল প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পকে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণে বাধ্য করছে। শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তর জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯ সময় পর্যন্ত মোট ৬,৩৫০ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ছাড়পত্র প্রদান করেছে।

২.৯.২ ইটিপি স্থাপন : শিল্প প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট তরল বর্জ্য পানি দূষণের একটি প্রধান উৎস। তাই পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী এ ধরণের সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (Effluent Treatment Plant-ETP) স্থাপন বাধ্যতামূলক। পরিবেশ অধিদপ্তর তরল বর্জ্য সৃষ্টিকারী সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত ডেটাবেইজ প্রণয়নপূর্বক ইটিপিবিহীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে ইটিপি স্থাপনে বাধ্য করছে। ইতোমধ্যে সকল বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন নিশ্চিত করা হয়েছে। শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তর জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯ সময় পর্যন্ত মোট ৮৪ টি প্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন নিশ্চিত করেছে।

২.৯.৩ জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপরেখা অনুসারে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক তরল বর্জ্য নির্গমণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যার আওতায় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপন্ন তরল বর্জ্য প্রকৃতিতে নির্গমণ না করে পরিশোধনপূর্বক পুনব্যবহার করছে। ফলে মূল্যবান পানি সম্পদের অপব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাসসহ ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমছে। শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তর জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯ সময় পর্যন্ত মোট ১১২ টি প্রতিষ্ঠানে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান্ট স্থাপন নিশ্চিত করেছে।

২.১০ দূষণ নিয়ন্ত্রণে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম

পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং দূষণের সাথে জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ আরোপসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিয়মিত শিল্প প্রতিষ্ঠান মনিটরিং কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। সারা দেশে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে একটি স্বতন্ত্র এনফোর্সমেন্ট শাখা রয়েছে। এর পাশাপাশি চট্টগ্রাম মহানগর ও চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয়ের পরিচালকগণ তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন।

চিত্র ২.৪: মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট টিম কর্তৃক ইটিপি পরিদর্শন এবং নমুনা সংগ্রহ

২.১০.১ জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০১৯ সময়ে পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের তথ্য চিত্র :

অভিযানের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান/স্থাপনা/ব্যক্তির মোট সংখ্যা: ৫০৬৬ টি (সমগ্র বাংলাদেশ)
ক্ষতিপূরণ ধার্য: ২৮৯.৭০ কোটি টাকা
ক্ষতিপূরণ আদায় : ১৭৭.৩৫ কোটি টাকা

সমগ্র বাংলাদেশে পরিবেশ আইন অমান্যকারী এবং দূষণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে নিয়মিত এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫(সংশোধিত ২০১০)এর ৭ ধারা প্রয়োগ করে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধনের জন্য জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/শিল্প কলকারখানা/প্রকল্প-এর নিকট হতে জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের আওতাভূক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮৭৫ (আটশত পচাঁত্তর) টি। এই সকল প্রতিষ্ঠানকে ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমান ১৯.৬৭ কোটি টাকা এবং আদায়কৃত ক্ষতিপূরণের পরিমান ১১.৩৮ কোটি টাকা।
অভিযানের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান/স্থাপনা/ব্যক্তির মোট সংখ্যা : ৮৭৫ টি (সমগ্র বাংলাদেশ)
ক্ষতিপূরণ ধার্য: ১৯.৬৭ কোটি টাকা
ক্ষতিপূরণ আদায় : ১১.৩৮ কোটি টাকা

২.১০.২ পলিথিন : সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরও সমগ্র দেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত অবৈধ পলিথিন উৎপাদন, বাজারজাত,মজুত এবং বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে পরিবেশ অধিদপ্তরে পদায়নকৃত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর পাশাপাশি বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর সাহায্যে এই মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়ে থাকে। জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত সারা দেশে অবৈধ নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিনের বিরুদ্ধে মোট ২৩৭ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৪৪৮ টি মামলা দায়ের করা হয়। এর মাধ্যমে মোট ৬৬.৬১ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। একই সাথে পরিচালিত অভিযান থেকে মোট ১৮২.৯৬ টন পলিথিন এবং পলিথিন তৈরির দানা জব্দ করা হয়।

চিত্র ২.৫: বিভিন্ন বাজার এবং ফ্যাক্টরিতে অবৈধ পলিথিনের উপর মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিনের বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল
কোর্টের অভিযানের সংখ্যা : ২৩৭ টি (সমগ্র বাংলাদেশ)
নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিনের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টের মামলার সংখ্যা: ৪৪৮ টি (সমগ্র বাংলাদেশ)
জরিমানা আদায় : ৬৬.৬১ লক্ষ টাকা
জব্দকৃত পলিথিনের পরিমান : ১৮২.৯৬ টন পলিথিন ও পলিথিন তৈরির দানা

২.১০.৩ ইটভাটা : সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরও সমগ্র দেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত অবৈধ ইটভাটা এবং এর মালিকদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানার আওতায় আনা হয় এবং তাৎক্ষণিক সেই জরিমানা আদায় করা হয়। তবে জরিমানা অনাদায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন মেয়াদে জেলও প্রদান করা হয়। জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত সারা দেশে অবৈধ নিষিদ্ধ ঘোষিত ইটভাটা এবং এর মালিকদের বিরুদ্ধে মোট ৩৪৪ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৫৪০ টি মামলা দায়ের করা হয়। এর মাধ্যমে মোট ০৮.১৬ কোটি টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। একই সাথে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় ৮৯ (উননব্বই) টি ইটভাটা উচ্ছেদ এবং ৮৫ (পঁচাশি) টি ইটভাটা আংশিকভাবে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

চিত্র ২.৬: অবৈধ ইটভাটার উপর মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের অভিযানের সংখ্যা : ৩৪৪ টি (সমগ্র বাংলাদেশ)
ইটভাটার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টের মামলার সংখ্যা : ৫৪০ টি (সংমগ্র বাংলাদেশ)
জরিমানা আদায় : ০৮.১৬ কোটি টাকা

২.১০.৪ পাহাড় কর্তন রোধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ

সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরও সমগ্র দেশে অবৈধ পাহাড় কর্তনের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানার আওতায় আনা হয় এবং তাৎক্ষণিক সেই জরিমানা আদায় করা হয়। তবে জরিমানা অনাদায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন মেয়াদে জেলও প্রদান করা হয়। জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত সারা দেশে অবৈধ পাহাড় কর্তনের বিরুদ্ধে মোট ৬৪ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৫৭ টি মামলা দায়ের করা হয়। এর মাধ্যমে মোট ০৬.৭৬ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

চিত্র ২.৭: অবৈধ পাহাড় কাটার উপর মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

পাহাড় কর্তনের বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের অভিযানের সংখ্যা: ৬৪ টি (সংমগ্র বাংলাদেশ)
পাহাড় কর্তনের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টের মামলার সংখ্যা: ৫৭ টি (সংমগ্র বাংলাদেশ)
জরিমানা আদায় : ০৬.৭৬ লক্ষ টাকা

২.১০.৫ যানবাহন থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া

সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরও সমগ্র দেশে যানবাহনের থেকে নির্গত কালো ধোয়া বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত সারা দেশে যানবাহনের থেকে নির্গত কালো ধোয়া মোট ০৮ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৩১ টি মামলা দায়ের করা হয়। এর মাধ্যমে মোট ৫৩.৯ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

পরিচালিত মোবাইল কোর্টের অভিযানের সংখ্যা: ০৮ টি (সংমগ্র বাংলাদেশ)
মোবাইল কোর্টের মামলার সংখ্যা: ৩১ টি (সংমগ্র বাংলাদেশ)
জরিমানা আদায় : ৫৩.৯ হাজার টাকা

২.১০.৬ জলাশয়/পুকুর ভরাট

সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরও সমগ্র দেশে অবৈধভাবে জলাশয়/পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত সারা দেশে অবৈধভাবে জলাশয়/পুকুর ভরাটের মোট ০৪ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ০৪ টি মামলা দায়ের করা হয়। এর মাধ্যমে মোট ৬০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

জলাশয়/পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের অভিযানের সংখ্যা : ০৪ টি (সংমগ্র বাংলাদেশ)
জলাশয়/পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টের মামলার সংখ্যা : ০৪ টি (সংমগ্র বাংলাদেশ)
জরিমানা আদায় : ৬০ হাজার টাকা

২.১০.৭ সমুদ্রিক দূষণ মনিটরিং: উপকূল ও সমুদ্র এলাকার সামুদ্রিক পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্যকে পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম কর্তৃক (কর্ণফুলি মোহনা, পতেঙ্গা সী-বীচ থেকে ১ কিলোমিটার সোজা সমুদ্র অভিমুখী, পতেঙ্গাচরপাড়া, সিইপিজেড থেকে ১ কিলোমিটার সোজা সমুদ্র অভিমুখী) নিয়মিত সমুদ্রের পানির গুণাগুণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। পরিবীক্ষণ ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯ এর মধ্যে pH এর মান ৭.০-৮.৬। EQS (Environment Quality Standard) অনুযায়ী মৎস্য চাষে ব্যবহারে গ্রহণযোগ্য পানির pH মান ৬.৫-৮.৫। নভেম্বর ২০১৮ এ পতেঙ্গা চরপাড়া পয়েন্টে সর্বাধিক DO ৮.৫ মি:গ্রা:/লি:এবং জুন ২০১৯ এ সর্বনিম্ন DO ৭.০ মি:গ্রা:/লি: সিইপিজেড থেকে ১ কিলোমিটার সোজা সমুদ্র অভিমুখী। অন্যদিকে সার্বিক দ্রবীভূত বস্তুকণা (TDS) এর পরিমাণ সর্বোচ্চ ১৯১৩০মি:গ্রা:/লি: এবং সর্বনিম্ন TDS এর পরিমাণ ৪০৩০মি:গ্রা:/লি: যেখানে শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য মাত্রা/ EQS ২১০০ মি:গ্রা:/লি:।

২.১১ মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম

২.১১.১ স্থানীয় প্রশিক্ষণ: পরিবেশ অধিদপ্তর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ, সামুদ্রিক ইকোসিস্টেমের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও এসিডিফিকেশন মনিটরিং, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, অর্থ ব্যবস্থাপনা, মামলা পরিচালনা, গবেষণাগার যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার এবং নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি, পরিদর্শন পদ্ধতি ও প্রতিবেদন প্রণয়ন, ই-ফাইলিং ও ই-জিপি বিষয়ে বিভিন্ন মেয়াদের প্রশিক্ষণ আয়োজনের করেছে। এছাড়াও পরিবেশ অধিদপ্তরের ৪০ জন কর্মকর্তাকে আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে ৬ষ্ঠ বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে।

২.১১.২ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ: ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কেস প্রকল্প এবং বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে আয়োজিত ৬২ টি বৈদেশিক সভা, সেমিনার, কর্মশালা বা প্রশিক্ষণে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের ১৮২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

২.১২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন

২.১২.১ ই-ফাইলিং কার্যক্রম: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, জনগণকে ডিজিটাল সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে অফিসের কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পাদনের নিমিত্ত ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর দৈনন্দিন অফিসের কার্যক্রম দক্ষতার সাথে সম্পাদন করছে। পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর গত ০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে ৪,৩১৬টি ডাক নিস্পন্ন, স্ব-উদ্যোগে নোট ৯২৩টি, আগত ডাক থেকে সৃজিত নোট ৫৬৪ টি এবং আন্তঃসিস্টেম পত্রজারিতে নিস্পন্ন নোট ৫৯৫টি ও ইমেইল ও অন্যান্যতে ৩৩টি মোট ৬২৮টি পত্রজারিতে নিস্পন্ন করা হয়েছে। অধিদপ্তর (মধ্যম ক্যাটাগরীর ১৭টি দপ্তরের মধ্যে) এর ই-নথি কার্যক্রমের রিপোর্টে পরিবেশ অধিদপ্তরের জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত প্রতিমাসের অবস্থান নিম্নে দেখানো হলো ঃ

মাসের নাম	অবস্থান	মাসের নাম	অবস্থান
জুলাই, ২০১৮	৬ষ্ঠ	জানুয়ারি, ২০১৯	৯ম
আগস্ট, ২০১৮	৮ম	ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	৯ম
সেপ্টেম্বর, ২০১৮	৭ম	মার্চ, ২০১৯	৭ম
অক্টোবর, ২০১৮	৭ম	এপ্রিল, ২০১৯	১৩ তম
নভেম্বর, ২০১৮	৯ম	মে, ২০১৯	১৪ তম
ডিসেম্বর, ২০১৮	১২তম	জুন, ২০১৯	১১ তম

২.১২.২ ই-গবেষণাগার রিপোর্ট:

সরকারি সেবা সহজিকরণ ও দ্রুত জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে অনলাইনে গবেষণাগারের আবেদন গ্রহণ ও ফলাফল প্রদানের উদ্দেশ্যে 'ই-গবেষণাগার রিপোর্ট' সফটওয়্যার নির্মাণের উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়। ২২ জুলাই, ২০১৮ থেকে ঢাকা গবেষণাগারে সফটওয়্যারটি পাইলটিং শুরু হয়। ২০ অক্টোবর ২০১৮ থেকে ঢাকা গবেষণাগারে বাধ্যতামূলকভাবে গবেষণাগার রিপোর্টের জন্য অনলাইন আবেদন শুরু করা হয়।

জনাব মো: শাহাব উদ্দিন, মাননীয় মন্ত্রী এবং জনাব হাবিবুন নাহার, মাননীয় উপমন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে ই-গবেষণাগার রিপোর্ট সফটওয়্যারটির দেশব্যাপী শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। ই-গবেষণাগার রিপোর্ট সফটওয়্যার ব্যবহারের ফলে অধিদপ্তরের সেবা প্রদানের সময় যেমন কমে এসেছে অন্যদিকে জনদূর্ভোগও হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া অধিদপ্তরের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সহজ হয়েছে।

২.১২.৩ অটোমেশন সফটওয়্যারের মোবাইল অ্যাপ:

এটুআই প্রকল্পের কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতায় অটোমেশন সফটওয়্যারের এন্ড্রোয়েড মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে অ্যাপটির সংশোধন/পরিমার্জন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.১২.৪ কেন্দ্রীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন:

অধিদপ্তরের নতুন ভবনে Central Data Center স্থাপন করা হয়েছে। Virtual Private Network (VPN) এর মাধ্যমে সদর দপ্তরের সাথে বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহের নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা হবে। ফলে পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল কার্যালয় সদর দপ্তরের নেটওয়ার্ক সার্ভিস ও ওয়েব সার্ভিস ব্যবহারের সুযোগ পাবে।

২.১৩ জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম:

পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরনের জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি নির্ধারিত প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্যাপন করা হয়। প্রতি বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে পরিবেশ মেলা আয়োজন করা হয়। মেলায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে থাকে। এ-ছাড়া বিশ্ব জলাভূমি দিবস, আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস, বিশ্ব মরুময়তা প্রতিরোধ দিবস, আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস, আর্ন্তজাতিক নারী দিবস এবং জাতীয় পাবলিক সার্ভিস ডেসহ পরিবেশ বিষয়ক অন্যান্য দিবসও উদযাপন করা হয়।

পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরনের জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। জাতিসংঘ পরিবেশ (UN Environment) নির্ধারিত প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। প্রতি বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে পরিবেশ মেলা আয়োজন করা হয়। মেলায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে থাকে। এ-ছাড়া বিশ্ব জলাভূমি দিবস, আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস, বিশ্ব মরুময়তা প্রতিরোধ দিবস, আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস, আন্তর্জাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস, আর্ন্তজাতিক নারী দিবস এবং জাতীয় পাবলিক সার্ভিস ডেসহ পরিবেশ বিষয়ক অন্যান্য দিবসও উদযাপন করা হয়।

চিত্র ২.৮: আন্তর্জাতিক শব্দসচেতনতা দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এম.পি এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯ উপলক্ষে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতার চুড়ান্ত পর্বের রেকর্ডিং।

২.১৪ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯:

UN Environment কর্তৃক এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে: Air Pollution যার ভাবার্থ করা হয়েছে 'বায়ুদূষণ' এবং দিবসটির স্লোগান Beat Air Pollution যার ভাবার্থ 'আসুন বায়ুদূষণ রোধ করি'। প্রতিপাদ্য অনুযায়ী বায়ুদূষণের বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানা আয়োজনে দেশব্যাপি ব্যাপক আকারে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বিভাগ ও জেলা পর্যায়সহ জাতীয় পর্যায়ে বায়ূদূষণ রোধে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আলোচনা সভা আয়োজনসহ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ৩টি ক্যাটাগরিতে মোট ৫টি 'জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৯' প্রদান করা হয়েছে এবং সাত দিন ব্যাপী পরিবেশ মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

এছাড়াও দিবসটি উপলক্ষে শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, আন্তঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা, গোলটেবিল বৈঠক, ক্রোড়পত্র প্রকাশ, টিভি স্ক্রল সম্প্রচার ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের মাঝে পরিবেশ ভাবনা জাগিয়ে তোলার প্রত্যয়ে প্রতিটি জেলায় ২টি করে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (মোট ১২৮টি) এবং ঢাকা মহানগরীর ১০০টি স্কুলে বায়ুদূষণসহ পরিবেশের বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্র ২.৯: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০১৯ এর অনুষ্ঠানে 'জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৯' প্রদান করছেন এবং পরিবেশ মেলা ২০১৯-এর শুভ উদ্বোধন করছেন।

২.১৫ প্রকাশনা :

(১) পরিবেশ আইন সংকলন।
(২) বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে সুদৃশ্য ও তথ্য সমৃদ্ধ একটি স্মরনিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
(৩) জাতীয় পরিবেশ পদক, ২০১৯ এর পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
(৪) জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং সর্বসাধারণের অবগতির লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেসরকারী বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের প্রধান প্রধান সংবাদের বিরতিতে টিভি স্পট ও স্ক্রল সম্প্রচার করা হয়েছে।

২.১৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাবলি

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা ৬টি এবং আরএডিপিতে ৮টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। যার মধ্যে ২টি বিনিয়োগ ও ৬টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। এ প্রকল্পসমূহের বিপরীতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১০৪৯২.০০ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের ৮৩৩.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৯৬৫৯.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকল্পসমূহের

ক্রম	অধিদপ্তর/ সংস্থার নাম	প্রকল্প সংখ্যা		মোট বরাদ্দ (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য		জুলাই, ২০১৮- জুন, ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	
		এডিপি	আরএডিপি	এডিপি	আরএডিপি	অবমুক্তি	ব্যয়
১	পরিবেশ অধিদপ্তর	৬টি	৮টি	১০২৪৫.০০ ১২৬৩.০০ ৮৯৮২.০০	১০৪৯২.০০ ৮৩৩.০০ ৯৬৫৯.০০	১০৩৪৭.৭৯ (৯৮.৬৩%)	৯৮৮২.৬০ (৯৪.১৯%

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)ভুক্ত প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ:

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) অর্থায়নের উৎস	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
১.	নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ(পরিবেশ অধিদপ্তর) মেয়াদ: জুলাই/২০০৯ হতে জুন/১৯	২৮৪৭৯.০০ *(আইডিএ ও জিওবি)*	
২.	প্রতিবেশগত ব্যবস্তাপনার মাধ্যমে সেন্টমার্টিন দ্বীপের জীববৈচিত্র্য উন্নয়ন, ব্যবস্তাপনা ও সংরক্ষণ । মেয়াদ: জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২০	১৫৮৪.৭৮ (জিওবি)	
৩.	রিনিউয়াল অব ইনস্টিটিউশন্যাল স্ট্রেংদেনিং ফর দি ফেজ আউট অব ওজোন ডিপ্লেটিং সাবস্টেনসেস মেয়াদ: ফেব্রুয়ারি/১৮ হতে ডিসেম্বর/১৯	১৬৩.০০	
৪.	ইমপ্লিমেন্টেশনঅব এইচ সিএফসি ফেজ আউট ম্যানেজমেন্ট প্লান (এইচপিএম)-ইউএনইপি)-ইউএনইপি কম্পোনেন্ট। মেয়াদ: জানুয়ারি/১৪ হতে জুন/১৯	২৯৮.৮০ (ইউএনইপি)	
৫.	স্ট্রেনদেনিং মনিটরিং এ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট ইন দি মেঘনা রিভার ফর ঢাকাস সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই। মেয়াদ: জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৮	১১৬১.৩০ (এডিবি ও জিওবি)	
৬.	ন্যশনালক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ফর ইমপ্লিমেন্টেশন রিওকনভেনশন থ্রু এনভয়রনমেন্ট গর্ভন্যান্স। মেয়াদ: জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯	৬৭০.৮০ GEF-UNDP	
৭.	ইস্টাবলিশিং ন্যাশনাল ল্যান্ড ইউজ এন্ড ল্যান্ড ডিগ্রেডেশন প্রোফাইল টুওয়ার্ডস মেইন স্ট্রিমিং এসএলএম প্র্যাক্টিস ইন সেক্টও পলিসিস মেয়াদ: জুলাই/১৭ হতে জুন/২০	৫৬৯.৮৬ GEF	
৮.	এনভায়রনমেন্টালি সাউন্ডডেভেলপমেন্ট অব দ্য পাওয়ার সেক্টর উইথ দি ফাইনাল ডিসপোজাল অব পলিকোরিনেটেড বাই-ফিনাইল(পিসিবি) প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি/১৮ হতে ডিসেম্বর/২১	২৪০০.০০ GEF	

প্রকল্প ওয়ারী সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) অর্থায়নের উৎস	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (পূর্ণ প্রকল্প ব্যয়ের %)
১.	গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহর বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন(থ্রি আর)পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন (ফেজ-১) মেয়াদ: ডিসেম্বর/২০১০ হতে জুন/২০২০	২১৮৩.১৩ (বিসিসিটি)	১১৮৫.৯৩ (৫৪.৩২%)
২.	সমগ্র বাংলাদেশের শহরগুলোর (পৌরসভা/ মিউনিসিপ্যালিটি) জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে "প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম" প্রথমপর্ব। মেয়াদ: এপ্রিল/২০১০ হতে জুন/২০১৯	১৩৯১.৫৮ (বিসিসিটি)	১২৩১.৬৮৯ (৮৮.৫১%)
৩.	সমগ্র শহরগুলোর (পৌরসভা/মিউনিসিপ্যালিটি) জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে "প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম" দ্বিতীয় পর্ব। মেয়াদ: জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২০	৫০০.০০ (বিসিসিটি)	৫৭.৯৮৪ (১১.৬%)
৪.	বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা, অভিযোজন প্রক্রিয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনকে মেইনস্ট্রীম করা । মেয়াদ: ফেব্রুয়ারী/২০১৬ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত	১০০.০০ (বিসিসিটি)	৫৫.৮৭ (৫৫.৮৭%)
৫.	কমিউনিটি বেইসড অ্যাডাপটেশন ইন দি ইকোলোজিক্যাল এরিয়াস থ্রু বায়োডা-ইভারসিটি কনজারভেশন অ্যান্ড সোশাল প্রটেকশন প্রজেক্ট মেয়াদ: জুলাই/২০১৬ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত	৫০০.০০(বিসিসিটি) ২২৬.০০(নেদারল্যান্ড)	৪৫৮.৯০ (৬৩.২১%)
৬.	বাংলাদেশের সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপণ এবং কৃষি, পানিসম্পদ ও অবকাঠামোর উপর এর প্রভাব নিরূপণ। মেয়াদ: জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত	১০০.০০ (বিসিসিটি)	২০.২০ (২০.২০%)
৭.	FAL-এ ইট উৎপাদন প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণ।	৭২.১২ (বিসিসিটি)	০

২.১৭ ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা

ক্রম	কর্ম-পরিকল্পনার বিবরণ	বাস্তবায়নের সময় কাল
১.	'Ecosystem-based Approaches to Adaptation (EbA) in the Drought-prone Barind Tract and Haor Wetland Area' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২২
২.	'শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২
৩.	Bangladesh Environmental Sustainability & Transformation (BEST) Project শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৬
৪.	Pesticide Risk Reduction in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২২
৫.	Bangladesh: Biennial Update Report(BUR1) to the UNFCCC শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২
৬.	Strengthening Capacity for Monitoring Environmental Emissions under the Paris Agreement in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২
৭.	HCFC Phase-out Management Plan (Stage-II) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২
৮.	রিনিউয়াল অব ইনস্টিটিউশন্যাল স্ট্রেংদেনিং ফর দি ফেজ আউট অব ওজোন ডিপ্লেটিং সাবস্টেনসেস (ফেজ-৯) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২
৯.	Implementing ecosystem-based management in Ecologically Critical Areas in	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২
১০.	Integrated Approach towards Sustainable Plastics Use and (Marine) Litter Prevention in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২
১১.	Promoting Low Carbon Urban Development in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২
১২.	Integrating climate change adaptation into sustainable development pathways of Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২
১৩.	Community-based Adaptation in Agro-ecosystems for Climate Resilient Agriculture শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২
১৪.	Assessment of Coastal and Marine Biodiversity Resources and Ecosystems to Implement the Blue Economy Action Plan শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২
১৫.	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) ব্যবহস্তাপনা শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২
১৬.	পরিবেশ সংরক্ষণে মডেল শহর প্রতিষ্ঠা শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২
১৭.	সাসটেইনাবল টাংগুয়ার হাওড় ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২

বন অধিদপ্তর

বন অধিদপ্তর

বন অধিদপ্তর

www.bforest.gov.bd

৩.১ পরিচিতি

বন অধিদপ্তর ১৮৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির আগে বাংলাদেশের বনাঞ্চল বেঙ্গল ও আসাম বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে ছিল। প্রথমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল এই অধিদপ্তর। ১৯৮৯ সালে এ অধিদপ্তরকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়) অধীনে ন্যস্ত করা হয়। বাংলাদেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গ কি.মি. এবং বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ২২.৩৭%, সরকার নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২৩ লক্ষ হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৫.৫৮%। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৬ লক্ষ হেক্টর যা দেশের আয়তনের প্রায় ১০.৭৪%। ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর তারতম্যের কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের বনাঞ্চল রয়েছে। যেমন-পাহাড়ী বন, প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, সৃজিত উপকূলীয় বন, শালবন, জলাভূমির বন ইত্যাদি। বন অধিদপ্তর বন ব্যবস্থাপনাসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৩.২ উদ্দেশ্য

- পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা;
- বন ও সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
- বন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠির অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ; উপকূলীয় এবং জলজ জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন;
- ইকোট্যুরিজম সম্প্রসারণ;
- কার্বন সিকুয়েসট্রেশন এবং কার্বন ট্রেডিং;
- জলবায়ু স্থিতিস্থাপক বনায়ন, নতুন বন সৃজন, বনজ সম্পদ আহরণ ও সরবরাহ;
- প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়;
- অভয়ারণ্য, ন্যাশনাল পার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, ইকোপার্ক, সাফারি পার্কসহ সকল সংরক্ষিত এলাকার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা; বন, জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন, চুক্তি ও প্রটোকলের বিধিবিধান অনুসরণ ও বাস্তবায়ন; এবং
- প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রশমন।

৩.৩ গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

বনজ সম্পদের সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ :

সংরক্ষিত ও রক্ষিত বনাঞ্চলসমুহের জন্য বিভিন্ন সময়ে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা হয়ে থাকে এবং বন্যপ্রাণী বনজ সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থপনার জন্য তা অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

বনভূমিসহ বনজ সম্পদের ব্যবস্থাপনা :

বন অধিদপ্তর তার নিয়ন্ত্রণাধীন বনভূমি ও বিদ্যমান বনজ সম্পদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত। এছাড়া ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বিভিন্ন সংস্থার মালিকানাধীন বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা কাজে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

বন্যপ্রাণি ব্যবস্থাপনা :

দেশের বন্যপ্রাণি সংরক্ষণে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে সরকার সারা দেশে সর্বমোট ৪৫টি সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করেছে। তার মধ্যে ১৯টি জাতীয় উদ্যান, ২০টি বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য, ০২টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা, ০১টি মেরিন প্রোটেকটেড এরিয়া ও ০১টি জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান রয়েছে। তাছাড়া শকুন সংরক্ষনের জন্য ২টি শকুন নিরাপদ এলাকা (ভালচার সেফ জোন) ঘোষণা করা হয়েছে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও ইকোট্যুরিজম সম্প্রসারণ :

বর্তমানে বিশ্বে প্রকৃতি পর্যটন একটি বিশাল সম্ভাবনার নাম। পৃথিবীর অনেক দেশে প্রকৃতি পর্যটন তাদের দেশীয় উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সুজলা-সুফলা শষ্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশেও রয়েছে প্রকৃতি পর্যটনের অপার সম্ভাবনা। আদিকাল থেকে বহু বিখ্যাত পর্যটক এই প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে এদেশে ভ্রমণে এসেছিলেন। এদেশে রয়েছে অসংখ্য পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওর এবং বিশাল সমুদ্র। প্রকৃতি পর্যটনে জনগণের অংশীদারিত্ব থাকে এবং জনগণ প্রকৃতি পর্যটন থেকে উপকৃত হয়।

দেশের প্রাকৃতিক ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন :

সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে ক্ষয়িষ্ণু ও বৃক্ষহীন বনভুমি/প্রাকৃতিক ভূমিতে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে তা বৃক্ষাচ্ছাদিত করা হয়। ফলে তা পরিবেশ ও প্রতিবেশের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন :

সামাজিক বনায়নের নীতিমালা অনুযায়ী ভূমিহীন, দরিদ্র এবং স্থানীয় জনগণকে সামাজিক বনায়নের অংশীদার করা হয়। তারা সামাজিক বনায়নের লভ্যাংশ পেয়ে থাকে। এছাড়া বাগান সৃজনের পর থেকে ৩ বৎসর কাল পর্যন্ত তারা সেখানে কৃষি ফসলও উৎপাদন করে থাকে। যা তাদের দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রাখে। নার্সারী সৃজন, প্রান্তিক ও পতিত ভূমিতে বৃক্ষরোপণ করে বনজ সম্পদ সৃষ্টি, মরুময়তা রোধ, ক্ষয়িষ্ণু বনাঞ্চল রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ উন্নয়নে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব সৃষ্টি এবং সর্বোপরি কর্মসংস্থান ও দারিদ্রতা নিরসনে সামাজিক বনায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

জনগণের মাঝে স্বল্প কিংবা বিনামূল্যে বিক্রয় ও বিতরণের লক্ষ্যে উন্নতজাতের ও মানের চারা উত্তোলন :

সামাজিক বন বিভাগ গুলিতে Social Forestry Nursery and Training Centre (SFNTC) ও Social Forestry Plantation Centre (SFPC) এর মাধ্যমে প্রতি বছর উন্নত মানের বিভিন্ন প্রজাতির চারা উৎপাদন করা হয়ে থাকে। এগুলি স্বল্পমূল্যে কিংবা বিনামূল্যে জনগণের মাঝে বিতরণ করা হয়।

বন নির্ভরশীল স্থানীয় জনগণের বিকল্প জীবিকায়ণ :

সামাজিক বনায়নের আওতায় বাগান সৃজনের পর ৩ বৎসর পর্যন্ত অংশীদারগণ কৃষি ফসল উৎপাদন করে থাকে। ফলে জীবিকার জন্য তাদের বন নির্ভরশীলতা কমে। এছাড়া লভ্যাংশ প্রাপ্তির পর তারা ঐ টাকা বিনিয়োগ করে নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে।

বনজদ্রব্য বিক্রয় এবং বিক্রিত বনজদ্রব্যের চলাচল নিয়ন্ত্রণ :

Forest Manual Part-II এর Article ৩১ এর আলোকে বনজদ্রব্য বিক্রয় করা হয় এবং বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালার আলোকে পার্বত্য জেলা ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ এবং পাবর্ত্য জেলা বনজদ্রব্য চলাচল বিধিমালা এর আলোকে পাবর্ত্য জেলা সমুহে বনজদ্রব্য চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন মহাল ইজারা প্রদান :

বন অধিদপ্তরের কোন বিশেষ এলাকায় যেমন সিলেট বন বিভাগে বাঁশ মহাল, ছন মহাল, জলমহাল সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী তালিকাভূক্ত বিভিন্ন মহালদারদের নিকট ইজারা প্রদান করা হয়ে থাকে এবং এতে সরকারে প্রচুর রাজস্ব আয় হয়ে থাকে।

ব্যক্তি মালিকাধীন বনজ সম্পদের পারমিট প্রদান :

বনজদ্রব্য চলাচল বিধিমালা এবং পাবর্ত্য জেলা বনজদ্রব্য চলাচল বিধিমালা অনুসরণ করে ব্যক্তি মালিকানাধীন পারমিট ইস্যু করা হয়।

সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ইকোট্যুরিজম এবং পর্যটনের অনুমতি প্রদান :

বর্তমানে বিশ্বে প্রকৃতি পর্যটন একটি বিশাল সম্ভাবনার নাম। পৃথিবীর অনেক দেশে প্রকৃতি পর্যটন তাদের দেশীয় উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সুজলা-সুফলা শষ্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশেও রয়েছে প্রকৃতি পর্যটনের অপার সম্ভাবনা। আদিকাল থেকে বহু বিখ্যাত পর্যটক এই প্রকৃতির অপরূপ দ্রশ্য মুগ্ধ হয়ে এদেশে ভ্রমণে এসেছিলেন। এদেশে রয়েছে অসংখ্য পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওর এবং বিশাল সমুদ্র। প্রকৃতি পর্যটনে জনগণের অংশীদারিত্ব থাকে এবং জনগণ প্রকৃতি পর্যটন থেকে উপকৃত হয়।

শিল্প প্রতিষ্ঠানে বনজ সম্পদ সরবরাহ :

সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্টীজ কর্পোরেশন (কর্ণফুলী পেপার মিলস লিঃ)-কে শিল্পের কাঁচামাল অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গবেষণার অনুমতি প্রদান :

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে বন অধিদপ্তরের আওতাধীন সংরক্ষরিত বনাঞ্চলে গবেষণার অনুমতি বন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদান করা হয়ে থাকে।

বন জরিপ ও বন পরিবীক্ষণ (Forest Survey and Monitoring) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের আর্থিক এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষিসংস্থা এর কারিগরি সহায়তায় বন অধিদপ্তর 'বৃক্ষ ও বন জরিপ' প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পটি ২০১৫-২০১৯ মেয়াদে "বৃক্ষ ও বন জরিপ" বাস্তবায়ন করেছে। পূর্বে পরিচালিত বন জরিপের সকল নকশা এবং মূল বন খাতের অংশীজনদের সাথে পর্যালোচনা করে এ বারের বৃক্ষ ও বন এবং আর্থসামাজিক জরিপ পরিচালনা হয়েছে। দেশব্যাপী বৃক্ষ ও বন জরিপ পরিচালনা করার জন্য পাঁচটি জোন বিবেচনায় নেয়া হয়েছে, যা শাল, পাহাড়ী, সুন্দরবন, উপকূলীয় এবং গ্রামীণ জোনের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। সকল জোনের ব্রক্ষ ও বন জরিপের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্র ৩.১ : বন জরিপ ও বন পরিবীক্ষণ

বন ও বন্যপ্রাণি অপরাধ দমনঃ

বন্যপ্রাণি অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের বন্যপ্রাণি অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট গঠন করা হয়েছে। ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় বন্যপ্রাণি অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিটসহ মাঠ পর্যায়ে মোট চারটি বন্যপ্রাণি অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট গঠন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে ইউনিটগুলো হলো চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং সিলেট। ২০১২ সালে ইউনিট সমূহ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বন অধিদপ্তর সফলতা পেয়ে আসছে। সারা দেশে ইউনিট গুলো বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করে দেশে বন্যপ্রাণি সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বন্যপ্রাণি অপরাধ দমন ইউনিট, ঢাকা মেট্রোপলিটন কর্তৃক ২০১৮-১৯ আর্থিক সনে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনার মাধ্যেমে ২৩৮০টি বন্যপ্রাণি উদ্ধার করা হয়, যা পরবর্তীতে প্রাকৃতিক পরিবেশে অবমুক্ত করা হয়।

সহব্যবস্থাপনা কার্যক্রমঃ

২০০৩ সালে বাংলাদেশ সরকারের বনবিভাগ পাঁচটি রক্ষিত এলাকায় আটটি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর ধারাবাহিকতায়, ২০১৫ পর্যন্ত বনবিভাগ নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প (NSP, ২০০৩-২০০৮), সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (IPAC, ২০০৮-২০১৩) এবং ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস্ এন্ড লাইভলি হুডস্ প্রকল্প (CREL, ২০১৩-২০১৮) এর মাধ্যমে ২২টি রক্ষিত এলাকায় ২৮টি সহ- কমিটি গঠণ করেছে। কিন্তু আর্থিক প্রতিবন্ধকতা, স্থানীয় প্রভাবশালী ও রাজনীতিবিদদের প্রভাব, প্রকল্প নির্ভরতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর দূর্বলতার কারণে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এখনও আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারেনি। সরকার ইতোমধ্যে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৭ অনুমোদন এবং সহ-ব্যবস্থাপনার একটি পূর্নাঙ্গ রূপরেখা প্রনয়ন করেছে, যার সফল বাস্তবায়নে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবন-মানের উন্নয়ন হবে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে চলমান টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প (২০১৯-২০২৩) এর আওতায় সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শক্তিশালী করণ ও নুতন রক্ষিত এলাকায় সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

বন ও বন্যপ্রাণি সম্পর্কিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ঃ

২০১৮-১৯ আর্থিক সনে আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণঃ ১৪০৯ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী। বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ ৮৫জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী। স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণঃ ৭৮৯ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী। সেমিনার/ওয়ার্কশপঃ ৮৫ জন কর্মকর্তায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।
২০১৮- ২০১৯ আর্থিক সনে বন্যপ্রাণি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ২১, ১৬, ১৪ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ, ৩ ব্যাচ (মোট ১৮০ জন) । শেখ কামাল ওয়াল্ড লাইফ সেন্টার, গাজীপুরে বন বিভাগের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বন্যপ্রাণি ব্যবস্থাপনা ও অপরাধ দমন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে ।

উপকূলীয় ও নতুন জেগে উঠা চরে বনায়ন ঃ

বাংলাদেশ বিশ্বে সর্বপ্রথম উপকূলীয় চরাঞ্চলে সফল বনায়নকারী দেশ। বন বিভাগ ষাটের দশক থেকে উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে উঠা চরে বনায়ন শুরু করে। উপকূলীয় চর বনায়ন প্রক্রিয়ায় বনজ সম্পদ সৃষ্টির পাশাপাশি উপকূলবাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা এবং সাগর থেকে ভূমি জেগে উঠার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে। উপকূলীয় বনায়ন বন্যপ্রাণীর অভয়াশ্রম ও মাছের প্রজনন ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

৩.৪ বন অধিদপ্তরের জনবল

সারণি ৩.১ : জনবল

জনবল	শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্য পদ
স্থায়ী জনবল	১ম-৯ম গ্রেড	৩৪২	১৫৯	১৮৩
	১০ম-১৩তম গ্রেড	৫৭৩	১৮৬	৩৮৭
	১৪ থেকে ১৭তম গ্রেড	৫২৯১	৩৬৩৮	১৬৫৩
	১৮তম থেকে ২০তম গ্রেড	৪১০৬	৩২৩৯	৮৬৭
	মোট স্থায়ী জনবলঃ	**১০,৩১২**	৭,২২২	৩০৯০
আউটসোর্সিং	গ্রড ১৪-১৭	৪	৪	০
জনবল	১৮তম থেকে ২০তম গ্রেড	১৫৬	১৩৭	১৯
	মোট আউটসোর্সিং জনবল :	১৬০	১৪১	১৯
	সর্বমোট জনবল (আউটসোর্সিংসহ) :	**১০,৪৭২**	৭,৩৬৩	৩,১০৯

৩.৫ বাংলাদেশের বন

বাংলাদেশে বর্তমানে বন ও বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ প্রায় ৩১ লক্ষ ৪ হাজার হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ২১% । বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৬ লক্ষ হেক্টর, যা দেশের আয়তনের প্রায় ১০.৮৪%। বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রিত বনের মধ্যে ১৪ লক্ষ হেক্টর প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এবং ২ লক্ষ হেক্টর উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে ওঠা চরে বনায়নের মাধ্যমে সৃজিত। সম্প্রতি এক জরিপে দেশের গ্রামাঞ্চল ও অব্যবহৃত পতিত জমির প্রায় ৭.৭ লক্ষ হেক্টর এলাকা বৃক্ষাচ্ছাদিত পাওয়া গেছে। ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর তারতম্যের কারণে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের বনাঞ্চল রয়েছে। এর মধ্যে পাহাড়ি বন, প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, সৃজিত ম্যানগ্রোভ বন, শালবন এবং জলাভূমির বন। বনভূমি ছাড়াও দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রচুর গাছপালা রয়েছে, যা গ্রামীণ বন নামে পরিচিত। বিভিন্ন রকমের বনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

সারণি ৩.২ : বিভিন্ন প্রকার বনভূমি

ক্রম	বনভূমির ধরন	বন ভূমির পরিমাণ (হাজার হেক্টরে)
১	পাহাড়ি বন (Hill Forest)	১,৩৭৭
২	প্রাকৃতিক ম্যানগ্রেভ বন (Natural Mangrove Forest)	৬১০
৩	সৃজিত ম্যানগ্রোভ বন (Planted Mangrove Forest)	২০০
৪	শালবন (Sal Forest)	১২০
৫	জলাভূমির বন (Swamp Forest)	২৩
৬	গ্রামীণ বন (Village Forest)	৭৭৪
	মোট বনাঞ্চল	**৩,১০৪**

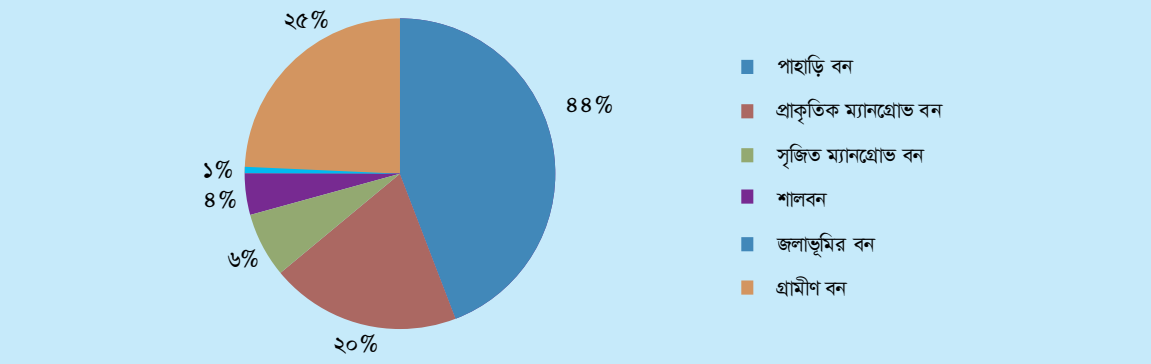

চিত্রঃ ৩.২ : গাজীপুর প্রাকৃতিক বন

চিত্র ৩.৩ : প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, সুন্দরবন

৩.৫.১ প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন

সুন্দরবন বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন। এটি পৃথিবীর একক বৃহত্তম প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে পরিচিত। ৬ লক্ষ ১০ হাজার হেক্টর জুড়ে বিস্তৃত এ বনের আয়তন মোট বনভূমির প্রায় ২০%। সুন্দরী, গেওয়া, বাইন, পশুর, কেওড়া ও গরান এ বনের প্রধান বৃক্ষ। প্রতিদিন দুইবার জোয়ার ভাটায় প্লাবিত হওয়ার কারণে এ বনের ইকোসিস্টেম অন্যান্য বনের চেয়ে ব্যতিক্রম।

সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রধান প্রধান নদী হলো পশুর, শিবসা, বলেশ্বর ও রায়মঙ্গল। এছাড়া শত শত খাল এর মধ্যে ছড়িয়ে আছে। দক্ষিণে আছে বঙ্গোপসাগর। এ বন বনজ ও মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ। সুন্দরবন খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত। বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল এই সুন্দরবন।

চিত্র ৩.৪ : প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন

৩.৫.২ পাহাড়ি বন

চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জের পাহাড়ি এলাকায় এ বন অবস্থিত। গর্জন, চাপালিশ, ঢাকিজাম, সেগুন, গামার, চম্পা, জারুল, সোনালু প্রভৃতি গাছ এ বনে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের বনাঞ্চলের প্রায় ৪৪% পাহাড়ি বন। প্রতি বছর পাহাড়ি বনের খালি জায়গায় নতুন করে বনায়ন করা হয়।

চিত্র ৩.৫ : পাহাড়ি বন চট্টগ্রাম

৩.৫.৩ শালবন

গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলায় এ বন অবস্থিত। দেশের উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর, রংপুর, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায়ও শালবন রয়েছে। আয়তন এক লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর, যা মোট বনভূমির প্রায় ৪%। মূল প্রজাতি শাল, যা গজারী বৃক্ষ নামে পরিচিত। শুষ্ক মৌসুমে (ফেব্রুয়ারী-মার্চ) শাল গাছের পাতা ঝরে যায় বলে একে পত্রঝরা বনও বলা হয়।

চিত্র ৩.৬ : শালবন, মধুপর, টাংগাইল

৩.৫.৪ সৃজিত ম্যানগ্রোভ বন:

দেশের উপকূলীয় জেলা নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের চর, দ্বীপ ও নতুন জেগে উঠা ভূমিতে ১৯৬৫ সাল থেকে এ বন সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় দুই লক্ষ হেক্টর ভূমিতে বনায়ন করা হয়েছে, যা মোট বনভূমির প্রায় ৬%। এ ধরনের বনায়নের মূল প্রজাতি হলো কেওড়া, গেওয়া ও বাইন। এ বন জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত হয়।

চিত্র ৩.৭ : সৃজিত ম্যানগ্রোভ বন, নিঝুমদ্বীপ, নোয়াখালী

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের তীব্রতা হতে উপকূলীয় এলাকার জানমাল রক্ষায় এ বনের গুরুত্ব অপরিসীম।

৩.৫.৫ গ্রামীণ বন

বনভূমি ছাড়াও দেশের গ্রাম অঞ্চলে প্রচুর গাছপালা রয়েছে যা গ্রামীণ বন নামে পরিচিত। বসতভিটা এবং জমির আইলে গ্রামে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কর্তৃক রোপিত বৃক্ষ দেশের বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। যা মোট বন এবং বৃক্ষাচ্ছাদনের প্রায় ২৫% ভাগ।

চিত্র ৩.৮ : বাড়ীর আঙ্গিনায় গ্রামিন বন

৩.৫.৬ জলাভূমির বন:

সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার প্রায় ২৭ হাজার হেক্টর এলাকার হাওড় ও বিল জুড়ে এ বন বিস্তৃত, যা মোট বনভূমির প্রায় ১%। বছরের প্রায় অর্ধেক সময় এ বনের বৃক্ষরাজি পানিতে আংশিক ডুবে থাকে। হিজল, করচ. বরুন, পিটালী এ বনের প্রধান বৃক্ষ । এ সকল বৃক্ষ মাছের আবাসস্থলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাতারগুল ও টাঙ্গুয়ার হাওড় এলাকা এ জলাভূমির আওতাভূক্ত।

চিত্র ৩.৯.১ : জলাভূমির বন (টাঙ্গুয়ার হাওড়)

চিত্র ৩.৯.২ : সিলেটের রাতারগুলের বন (জলাভূমির বন)

৩.৬ সংরক্ষিত এলাকা :

জীববৈচিত্র্যেও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য সরকার ঘোষিত বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা, সকল অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা, সাফারী পার্ক, ইকো-পার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান, জাতীয় ঐতিহ্য ও কুঞ্জবন-এ সকল এলাকা রক্ষিত এলাকার অন্তর্ভূক্ত। দেশে বর্তমানে রক্ষিত এলাকার পরিমাণ ৬,১৮,২৫৩.৪৯ হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের ৪.১৯ শতাংশ।

দেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে সরকার সারাদেশে সর্বমোট ৪৫টি সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করেছে। তারমধ্যে ১৯টি জাতীয় উদ্যান, ২০টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ২টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা এবং ১টি মেরিন প্রোটেকটেড এরিয়া হয়েছে। তাছাড়া শকুন সংরক্ষণের জন্য ০২টি শকুন নিরাপদ এলাকা (ভালচার সেভ জোন) ঘোষণা করা হয়েছে।

৩.৬.১ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

বন্যপ্রাণীর নিরাপদ বংশবিস্তারের লক্ষ্যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন, উদ্ভিদ, মাটি ও পানি সংরক্ষণের নিমিত্তে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের ব্যবস্থাপনা করা হয়। বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে বন্যপ্রাণী ধরা, মারা, গুলি ছোড়া বা ফাঁদ পাতা নিষিদ্ধ। বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের সংখ্যা ২০টি। সর্বমোট আয়তন ২,০৯,৭৮১.৭৮ হেক্টর।

চিত্র ৩.১০ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, ডুলাহাজারা, কক্সবাজার

সারণি ৩.৩ : বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের তালিকা

ক্রম	বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)
১	রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	হবিগঞ্জ	১,৭৯৫.৫৪
২	কুকরি-মুকরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	ভোলা	৪০.০০
৩	সুন্দরবন পূর্ব বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	৩১,২২৬.৯৪
৪	সুন্দরবন পশ্চিম বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	সাতক্ষীরা	৭১,৫০২.১০
৫	সুন্দরবন দক্ষিণ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	খুলনা	৩৬,৯৭০.৪৫
৬	পাবলাখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	পার্বত্য চট্টগ্রাম	৪২,০৬৯.৩৭
৭	চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম	৭,৭৬৩.৯৭
৮	ফাসিয়াখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	কক্সবাজার	১,৩০২.৪২
৯	দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম	৪,৭১৬.৫৭
১০	হাজারীখিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম	১,১৭৭.৫৩
১১	সাঙ্গু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বান্দরবান	২,৩৩১.৯৮
১২	টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য		১১৬১৪.৫৭
১৩	টেংরাগিরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বরগুনা	৪,০৪৮.৫৮
১৪	দুধমুখী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	১৭০.০০
১৫	চাঁদপাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	৫৬০.০০
১৬	ডাইংমারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	৩৪০.০০
১৭	সোনারচর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	পটুয়াখালী	২,০২৬.৪৮
১৮	নাজিরগঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	পাবনা	১৪৬.০০
১৯	শিলন্দা-নাগডারমা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	পাবনা	২৪.১৭
২০	নগরবাড়ী-মোহনগঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	পাবনা	৪০৮.১১
মোট:			২,০৯,৭৮১.৭৮

৩.৬.২ সাফারী পার্ক:

বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় এবং মহাবিপদাপন্ন বন্যপ্রাণীদের সাফারী পার্কের ভেতরে বাহিরে মূল আবাসস্থলে সংরক্ষণ, প্রজনন, বংশবৃদ্ধি; আহত বিপন্ন বন্যপ্রাণীর চিকিৎসা সেবাদান; জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ইকোট্যুরিজম উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত দুটি সাফারী পার্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। পার্ক দুটির মোট আয়তন ২,২৯০ হেক্টর। এ দুটি সাফারী পার্কে দেশি-বিদেশি বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাস ও বিচরণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। পার্ক দুটি পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

চিত্র ৩.১১ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, গাজীপুরে বিচরণরত বন্যপ্রাণী

ক্রম	সাফারি পার্ক	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)
১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক	ডুলাহাজারা, কক্সবাজার	৯০০
২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক	গাজীপুর	১৩৯০
	মোট		২২৯০

সারণি ৩.৪

৩.৬.৩ জাতীয় উদ্যান

জনসাধারণের শিক্ষা, গবেষণা, বিনোদন এবং উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সুন্দর নয়নাভিরাম দৃশ্য সংরক্ষণ করা জাতীয় উদ্যান ঘোষণার উদ্দেশ্য। মনোরম ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর এলাকাকে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশের মোট জাতীয় উদ্যানের সংখ্যা ১৭টি। সর্বমোট আয়তন ৪৫,৭৪৬.৫৩ হেক্টর।

সারণি ৩.৫ : জাতীয় উদ্যানের তালিকা

ক্রম	জাতীয় উদ্যান	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)
১	ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান	গাজীপুর	৫,০২২.২৯
২	মধুপুর জাতীয় উদ্যান	টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ	৮,৪৩৬.১৩
৩	রামসাগর জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	২৭.৭৫
৪	হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান	কক্সবাজার	১,৭২৯.০০
৫	লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান	মৌলভীবাজার	১,২৫০.০০
৬	কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	৫,৪৬৪.৭৮
৭	নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান	নোয়াখালী	১৬,৩৫২.২৩
৮	মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান	কক্সবাজার	৩৯৫.৯২
৯	সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান	হবিগঞ্জ	২৪২.৯১
১০	খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান	সিলেট	৬৭৮.৮০
১১	বাড়ৈয়াঢালা জাতীয় উদ্যান	চট্টগ্রাম	২,৯৩৩.৬১
১২	কাদিগড় জাতীয় উদ্যান	ময়মনসিংহ	৩৪৪.১৩
১৩	সিংড়া জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	৩০৫.৬৯
১৪	নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	৫১৭.৬১
১৫	কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান	পটুয়াখালী	১,৬১৩.০০
১৬	আলতাদিঘী জাতীয় উদ্যান	নওগাঁ	২৬৪.১২
১৭	বীরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	১৬৮.৫৬
মোট:			৪৫,৭৪৬.৫৩

চিত্র ৩.১২ : জাতীয় উদ্যান, হিমছড়ি, কক্সবাজার

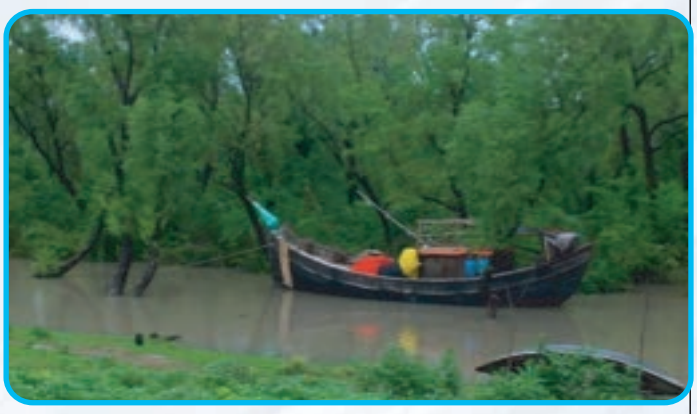

চিত্র ৩.১৩ : জাতীয় উদ্যান, কুয়াকাটা

৩.৬.৪ জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান

জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান বাংলাদেশের উদ্ভিদ প্রজাতি সংরক্ষণ, গবেষণা ও প্রদর্শনের সবচয়ে বড় কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। কেন্দ্রটি ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন নামেও পরিচিত। উদ্যানটি ঢাকার মিরপুরে ঢাকা চিড়িয়াখানার পাশে অবস্থিত। ১৯৬১ সালে প্রায় ২০৮ একর (৮৪ হেক্টর) জায়গা জুড়ে উদ্যানটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

চিত্র ৩.১৪ : জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান/বোটানিক্যাল গার্ডেন, মিরপুর

৩.৬.৫ সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া:

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর আওতায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ডের ১,৭৩৮ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে পাঁচ প্রজাতির বিপন্ন সামুদ্রিক ডলফিন (ইরাবতী, গোলাপি, বোতলনাক, চিত্রা ও ঘুনি), পাখনাহীন শুশুক, তিমি, ফিন তিমি, কুঁজো তিমি, কমন স্পার্ম তিমি, খাটো স্পার্ম তিমি, ঘাতক তিমি, চদ্মঘাতক তিমি, হাতুরী হাঙ্গর, বাঘা হাঙ্গর, বিলাই হাঙ্গর, মইচিয়া হাঙ্গর, কানি হাঙ্গর, চোখা হাঙ্গর, কালা হাঙ্গর, নীল হাঙ্গর, থুট্টি হাঙ্গর, ফৌরি হাঙ্গর ও করাতি হাঙ্গরের সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

চিত্র ৩.১৫ : সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া বঙ্গোপসাগর

৩.৬.৬ ইকোপার্ক

পর্যটকদের চিত্তবিনোদনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক প্রাকৃতিক আবাসস্থল ও নয়নাভিরাম দৃশ্য সম্বলিত এলাকাতে সাধারণত ইকোপার্ক স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশের মোট ইকোপার্কের সংখ্যা ১০টি। সর্বমোট আয়তন ৮,৬৬৮.৯৭ হেক্টর।

চিত্র ৩.১৬ : সীতাকুন্ডু ইকোপার্ক

সারণি ৩.৬ : ইকোপার্কের তালিকা

ক্রম	ইকোপার্ক	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)
১	সীতাকুন্ডু ইকোপার্ক	সীতাকুন্ডু, চট্টগ্রাম	৮০৮.০০
২	মধুটিলা ইকোপার্ক	নালিতাবাড়ী, শেরপুর	১০০.০০
৩	মাধবকুন্ডু ইকোপার্ক	বড়লেখা, মৌলভীবাজার	২৬৬.০০
৪	বাঁশখালী ইকোপার্ক	বাঁশখালী, চট্টগ্রাম	১,২০০.০০
৫	কুয়াকাটা ইকোপার্ক	কলাপাড়া, পটুয়াখালী	৫,৬৬১.০০
৬	টিলাগড় ইকোপার্ক	সিলেট	৪৫.৩৪
৭	বড়শীজোড়া ইকোপার্ক	মৌলভীবাজার	৩২৬.০৭
৮	যমুনা সেতু পশ্চিম পাড় ইকোপার্ক	বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিমপাড় বাঁধ, পাবনা	৫০.০২
৯	পিরোজপুর রিভারভিউ ইকোপার্ক	পিরোজপুর	২.৫৪
১০	শেখ রাসেল অ্যাভিয়ারি অ্যান্ড ইকোপার্ক	রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম	২১০.০০
	মোট:		৮,৬৬৮.৯৭

৩.৭ শকুনের নিরাপদ এলাকা

মহাবিপন্ন বাংলা শকুনের সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর আওতায় পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুটি এলাকাকে শকুনের নিরাপদ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। এ দুটি এলাকার মোট আয়তন ৪৭,৩৮০.৪৪ বর্গ কিলোমিটার। ৩ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে দক্ষিণ এশিয়ায় শকুন সংরক্ষণে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে ৮ম রিজিওলান স্টিয়ারিং কমিটির সভা প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র ৩.১৭ : শকুন সংরক্ষণে সচেতচেতনতামূলক র‌্যালী

রিজিওনাল স্টিয়ারিং কমিটি (RSC) বিশ্বব্যাপী বিপদাপন্ন শকুন সংরক্ষণে কাজ কওর আসছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ডাইক্লোফেনাক এবং ক্ষতিকর (NSAIDS) উৎপাদন ও বিক্রি বন্ধে বিভিন্ন দেশকে উৎসাহিত করা; শকুনের নিরাপদ বাসস্থানের জন্য Vulture Safe Zone ঘোষণা করা; অন্তঃদেশীয় Vulture Safe Zone ব্যাবস্থাপনা; দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ইত্যাদি। ৮ম রিজিওনাল স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থিত সকল দেশ তাদের নিজ নিজ দেশে শকুন সংরক্ষণে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন।

সারণি ৩.৭ : ইকোপার্কের তালিকা

ক্রম	নাম	অবস্থান	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)
১	শকুনের নিরাপদ এলাকা-১	সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, নরসিংদী, কুমিল্লা ও খাগড়াছড়ি	১৯,৬৬৩.১৮
২	শকুনের নিরাপদ এলাকা-২	ফরিদপুর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, মাদারিপুর, যশোর, গোপালগঞ্জ (টুঙ্গীপাড়া ব্যতীত), নড়াইল, শরিয়তপুর, বরিশাল, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর (ভান্ডারিয়া ব্যতিত), ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও বরগুনা	২৭,৭১৭.২৬
	মোট		৪৭,৩৮০.৪৪

৩.৮ সুন্দরবনের বাঘ শুমারী:

USAID এর আর্থিক সহায়তায় Bengal Tiger Conservation Activity (BAGH) প্রকল্পে আওতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে সুন্দরবনের ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে বাঘ গণনার কার্যক্রম শুরু করে । ১লা ডিসেম্বর ২০১৬ সাল থেকে শুরু করে ২৪শে এপ্রিল, ২০১৮সাল পযর্ন্ত চারটি ধাপে সুন্দর বনের সাতক্ষীরা, খুলনা শরণখোলা রেঞ্জের তিনটি ব্লকের ১৬৫৬বর্গ কি.মি. এলাকায় বিশেষ ধরণের ক্যামেরা ব্যবহার করে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় । ২২মে, ২০১৯ তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাবউদ্দিন, এমপি এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত জরিপের ফলাফল প্রকাশ করে । মোট ২৪৯দিন ব্যাপী পরিচালিত এজরিপ কার্যক্রমে ৬৩টি পূর্ণ বয়স্ক বাঘ, ৪টি জুভেনাইল বাঘ এবং ৫টি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাঘের সর্বমোট ২৪৬৬টি ছবি পাওয়া যায় । SERC মডেল তথ্য বিশ্লেষণ করে সুন্দরবনের প্রতি ১০০ বর্গকি.মি. এলাকায় বাঘের আপেক্ষিত ঘনত্ব পাওয়া যায় ২.৫৫ + ০.৩২। সুন্দরবনের বাঘের বিচরণ ক্ষেত্র ৪,৪৬৪ কি.মি. এলাকাকে আপেক্ষিক ঘনত্ব দিয়ে গণণা করে বাঘের সংখ্যা হিসাব করা হয়েছে ১১৪টি । এ হিসাব অনুযায়ী ২০১৮ সালের জরিপে সুন্দর বনের বাঘের সংখ্যা শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্লক অনুযায়ী বাঘের ঘনত্ব বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শরণ খোলা রেঞ্জে বাঘের ঘনত্ব সব চেয়ে বেশী (৩.৩৩বাঘ/১০০বর্গকিঃমিঃ) এবং খুলনা রেঞ্জে বাঘের ঘনত্ব সবচেয়ে কম ১.২১ বাঘ/১০০ বর্গকি.মি.)

২০১৫ সালে সুন্দরবনে ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে প্রথমবারের মত বাঘ গণনার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। সে হিসাব অনুযারী বাঘের ঘনত্ব ছিল প্রতি ১০০ বর্গ কিঃমিঃ এ ২.১৭টি এবং মোট বাঘের সংখ্যা ছিল ১০৬টি ।

৩.৯ ফরেনসিক ল্যাব এর কার্যক্রম:

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণীর নমুনা সংরক্ষণ করা। অবৈধভাবে পাচারের সময় আটককৃত বন্যপ্রাণীর দেহাবশেষ বা ট্রফির প্রজাতি নির্ণয় করা। বন্যপ্রাণী অপরাধের সাথে যুক্ত ব্যক্তি বা অপরাধী সনাক্ত করা। বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত অপরাধের মূল তথ্য উদঘাটন ও বন্যপ্রাণী আইনের সঠিক প্রয়োগে সহায়তা করা। বন্যপ্রাণীর প্রজাতি নির্ণয় করা।

৩.১০ পরিবেশ পর্যটন

অসংখ্য পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওড় এবং বিশাল সমুদ্রবেষ্টিত বাংলাদেশে রয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, মহেশখালী সোনাদিয়া দ্বীপের ম্যানগ্রোভ বন, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, টেকনাফ সমুদ্র সৈকত, কুয়াকাটা ও সোনারচর। সেন্টমার্টিন দ্বীপে রয়েছে সামুদ্রিক বিচিত্র রকমের কাছিমসহ কোরাল, কাঁকড়া এবং আরোবিচিত্র প্রজাতির সামুদ্রিক জীবজন্তু। কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান ও কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উপভোগ করার বিরল সুযোগ বিদ্যমান। এছাড়া সোনারচরের ঝাউবনসমৃদ্ধ সমুদ্র সৈকত এবং নজরকাড়া ম্যানগ্রোভ বন পর্যটকদের আকর্ষণ করে। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক পর্যটন এলাকাসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

চিত্র ৩.১৯ : পর্যটন এলাকা কক্সবাজার

চিত্র ৩.২০ : বিছানাকান্দি সিলেট ও বান্দরবান

৩.১০.১ : সিলেট এলাকা

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, মাধবকুণ্ড ইকোপার্ক, বড়শীজোড়া ইকোপার্ক, টিলাগড় ইকোপার্ক, খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান, জাফলং, হাকালুকী ও টাঙ্গুয়ার হাওড়।

চিত্র ৩.২১ : হাকালুকি হাওড়, সিলেট

চিত্র ৩.২২ : লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, সিলেট

৩.১০.২ : কেন্দ্রীয় এলাকা

ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্ক, গাজীপুর; বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক, গাজীপুর; ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন, ঢাকা; বলধা গার্ডেন, ঢাকা; মধুপুর ন্যাশনাল পার্ক, টাঙ্গাইল; মধুটিলা ইকোপার্ক, শেরপুর ও রাজেশপুর ইকোপার্ক, কুমিল্লা।

চিত্র ৩.২৩ : ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্ক

৩.১০.৩ : চট্টগ্রাম এলাকা

সীতাকুন্ডু বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকোপার্ক, বাঁশখালী ইকোপার্ক, বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক, কক্সবাজার, বাড়ৈয়াঢালা জাতীয় উদ্যান, শেখ রাসেল অ্যাভিয়ারি অ্যান্ড ইকোপার্ক, ফয়েজ লেক, পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, হিমছড়ি, টেকনাফ, মহেশখালী দ্বীপের সোনাদিয়া ম্যানগ্রোভ বন ও সেন্টমার্টিন দ্বীপ।

চিত্র ৩.২৪ : মাহামায়া ইকোপর্কি চট্টগ্রাম

৩.১০.৪ : পার্বত্য এলাকা

কাপ্তাই ন্যাশনাল পার্ক, কাপ্তাই লেক, রামপাহাড়, সীতাপাহাড়, শুভলং ঝরনা, মাথিনের কূপ, আলুটিলা গুহা, বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়, মেঘলা পর্যটন কেন্দ্র ও শৈলপ্রপাত।

চিত্র ৩.২৫ : বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়

চিত্র ৩.২৬ : বান্দরবানের পাহাড়ী বন

৩.১০.৫ : দক্ষিণাঞ্চল

কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান, নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান, পিরোজপুর রিভারভিউ ইকোপার্ক।

রামসাগর জাতীয় উদ্যান, নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান, সিংড়া জাতীয় উদ্যান, বীরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান, বঙ্গবন্ধু সেতু ইকোপার্ক, আলতাদিঘী জাতীয় উদ্যান, দিনাজপুর জেলায়।

চিত্র ৩.২৭ : রামসাগর জাতীয় উদ্যান

চিত্র ৩.২৮ : নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান

বন অধদিপ্তর ২০১৮-১৯ ইং অর্থ বছররে ২৪টি খাতে মোট ১০০ কোটি ২৭ লক্ষ ৫২ হাজার ৯ শত ৯০ টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।

সারণি ৩.৮ : ২০১৮-২০১৯ আর্থিক সনে খাত ভিত্তিক রাজস্ব অর্জনের বিবরনী জুন/১৮ পর্যন্ত

ক্রম	খাতের বিবরণ	হালনাগাদ রাজস্ব প্রাপ্তি
১	জলমহল ও পুকুর ইজারা	২৮২৪৪১২
২	ভাড়া অনাবাসিক	১৮৭৩৩৯৯
৩	ভাড়া আবাসিক	২০৩৬১১৪
৪	অন্যান্য লাইসেন্স ফি	৩৭৬০২২৭
৫	দরপত্র দলিল ফি	১৮৩৬৭৭০৮
৬	সরকারী যানবাহন ব্যবহার ফি	২৩১৬৮৬
৭	মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য বিক্রয়	৩২৬৯৮০৮৯
৮	উদ্ভিদ এবং চারা বিক্রয়	১১২৯৮২৫৬
৯	টিম্বার বিক্রয়	৬৩৩৯৭৮০১৫
১০	ভূ-সম্পত্তি ইজারা	৬৫০৬৬২
১১	জরিমানা	১০৭৬০৯৮০
১২	দন্ড	১৮০০০০
১৩	বাজেয়াপ্তকরণ	৩০৫৪০৮০
১৪	বাজেয়াপ্ত দ্রব্য বিক্রয়	৪৫৩৩৯২০০
১৫	পূর্ববর্তী অর্থবছরের অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ ফেরত	৪৩১৭৭১৯
১৬	অন্যান্য আদায়	১৩৬৩৬৪৪৭০
১৭	আবাসিক ভবন বিক্রয়	১৭৯১০০
১৮	অনাবাসিক ভবন বিক্রয়	২৬০০০০
১৯	প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অনুমতিপত্র	৬১৬১৮৬০
২০	নির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের অনুমতিপত্র	৮৮৪১৭০১৩
	মোট:	১০০,২৭,৫২,৯৯০

৩.১২ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

(১) ফরেস্ট একাডেমী, পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
(২) ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
(৩) ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, বিমান বন্দর সড়ক , সিলেট।
(৪) ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, সপুরা, রাজশাহী।
(৫) বন উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
(৬) শেখ কামাল ওয়াইল্ড লাইফ সেন্টার, গাজীপুর।

৩.১২.১ আভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ : বন অধিদপ্তর পরিচালিত ৬টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ :

বন অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় উল্লেখিত সময়ে ০১ টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। এতে ৮৬ জন কর্মকর্তা/প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

সারণি ৩.৯

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান	কোর্সের মেয়াদ ও কোর্স	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১।	ফরেস্ট একাডেমী, চট্টগ্রাম	স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ : ১০ দিন ব্যাপী ৬০ জন ৫ দিন ব্যাপী ৩০ জন	৯০ জন
২।	ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম	৪ বছর মেয়াদি ফরেস্ট্রি ডিপ্লোমা কোর্স	৯৪ জন
		অফিস স্টাফদের ০৩ দিন ব্যাপী ট্রেনিং	২৬ জন
৩।	ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, সিলেট।	০২ বছর মেয়াদি ফরেস্ট্রি ডিপ্লোমা কোর্স	৪৫ জন
৪।	ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।	০২ বছর মেয়াদি ফরেস্ট্রি ডিপ্লোমা কোর্স	৫০ জন
৫।	বন উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কাপ্তাই	২ দিন ব্যাপী আধুনিক বন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৭৫ জন
		৫ দিন ব্যাপী প্রাকৃতিক বন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৫০ জন
৬।	শেখ কামাল ওয়াইল্ড লাইফ সেন্টার, গাজীপুর	মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে :	
		১. বন্যপ্রাণি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ২১ দিন ব্যাপী	৩০ জন
		২. বন্যপ্রাণি অপরাধ দমন বিষয়ে ১৪ দিন ব্যাপী	৬০ জন
		৩. বন্যপ্রাণি অপরাধ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ১০ দিন ব্যাপী	৯০ জন
৭।	বন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ ৪২ টি ব্যাচে	৬৯৯ জন
	মোট :		১৪০৯ জন

চিত্র ৩.২৯ : শেখ কামাল ওয়াল্ড লাইফ সেন্টার, গাজীপুর

৩.১২.২ বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে (১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত) সময়ে মোট ৮৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বিভিন্ন বিষয়ে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন (সেমিনার, সভা, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ, এক্সপোজার ভিজিট, স্টাডি ভিজিট)।

৩.১৩ বন ও বনজদ্রব্য (Forest and Forest Products)

সারণি ৩.১০ : ২০১৮-২০১৯ সালের প্রধান প্রধান বনজদ্রব্য আহরণের বিবরণী

ক্রম.	বনজ দ্রব্যের বিবরণ	পরিমাণ
১	কাঠ	১,০২,৭৩,২৯২.৫৫ ঘনফুট
২	জ্বালানী	২৫,৬৪,৩৬৭.১৪ ঘনফুট
৩	বল্লী	১১,৯৫,০৫১ টি
৪	বাঁশ	৪,৯৮,৭৫,৯৩৬ টি
৫	মাছ	৭৭,৬৬,৩৯১.৮৭ কেজি
৬	মধু	৩,০২,৯৬৮.৩৩ কেজি
৭	গোলপাতা	৮৭,০২,০১০.০০ কেজি
৮	বেত	৫,২৮,০৭৮.০০ দৈর্ঘ্য ফুট
৯	গেওয়া	৩৯৮.৮৭ ঘনফুট
১০	কয়লা	২,৪০০.০০ কেজি

৩.১৪ সামাজিক বনায়নঃ

বন অধিদপ্তরের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সামাজিক বনায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি:

সামাজিক বনায়নে অর্জিত সাফল্য

★	সামাজিক বনায়নের আওতায় ১৯৮১-১৯৮২ হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত ৯৬ হাজার ৭০৫ হেক্টর এবং ৭১ হাজার ৭৮০ কিলোমিটার বাগান সৃজন করা হয়েছে ।
★	সৃজিত বাগানে ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭৮১ জন উপকারভোগী সম্পৃক্ত রয়েছেন, যাদের মধ্যে মহিলা উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৮৩৫ জন ।

★	সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সৃজিত বাগান সমূহ হতে ৪০ হাজার ৮৭১.৭৩হেক্টর এবং ১৬ হাজার ৬০০.৩৬ কিলো মিটার বাগান কর্তন করা হয়েছে । যার বিক্রয় মূল্য ১১১৫ কোটি ২২ লক্ষ ৯৫ হাজার ৮৩৭ টাকা ।
★	এ যাবৎ ১লক্ষ ৭৬ হাজার ৭৪৪ জন উপকারভোগীর মাঝে ৩৫৯ কোটি ৩৬লক্ষ ৩৩ হাজার ১৬২ টাকা বিতরণ করা হয়েছে ।
★	২০১৭-১৮অর্থ বছর পর্যন্ত পুনঃবনায়নের কাজে বৃক্ষ রোপণ তহবিলে (টিএফএফ) ১১০ কোটি ৭লক্ষ ৬১ হাজার ২২৭ টাকা জমা রয়েছে।
★	সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সরকারের এ যাবৎ রাজস্ব আয়ের পরিমান ৩৯৮ কোটি ৯২ লক্ষ ৫৪ হাজার ২০৩টাকা ।

চিত্র ৩.৩০ : সামাজিক বনায়ন

সামাজিক বনায়ন ও সহ-ব্যবস্থাপনায় নারীর ক্ষমতায়ন:

সামাজিক বনায়নে নার্সারিতে চারা উৎপাদন, পরিচর্যা, বাগান পরিচর্যা ইত্যাদি কার্যক্রমে নারীদের অশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মনির্ভরশীল করা হয়ে থাকে। এছাড়া সামাজিক বনায়ন বিধিমালা (২০০৪) অনুযায়ী ৩০% দুস্থ নারী উপকারভোগী হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকেন। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের অন্ততঃ দুইজন নারী থাকেন। বিধি ৭ এর (১) উপবিধিতে চুক্তির আওতায় উপকারভোগীর দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা এবং সুবিধা স্ত্রী ও স্বামীকে সমান অধিকার অর্পণ করা হয়েছে। সামাজিক বনায়নের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ৫০% নারীকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে। রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা বিধিমালা (২০১৭) অনুযায়ী গ্রাম সংরক্ষণ দল, পিপলস্ ফোরাম, সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ ও নির্বাহী কমিটির প্রতিটি পর্যায়ে এবং দাপ্তরিক পদমর্যদায় নারীর অবস্থানকে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাছাড়া বৃক্ষরোপনে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুযায়ী নারীদের অগ্রাধিকার দিয়ে বৃক্ষরোপনে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে।

চিত্র ৩.৩১ : বৃক্ষরোপণে নারীর ভূমিকা

চিত্র ৩.৩২ : দুঃস্থ নারী উপকারভোগীর মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চেক প্রদান

৩.১৫ : প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য

৩.১৫.১ : ২০১৮-২০১৯ সালের এডিপিভূক্ত প্রকল্পসমূহ

সারণি ৩.১১ : বন অধিদপ্তরের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের চলমান প্রকল্পের বিবরণ:

ক্রম	প্রকল্পের নাম
১	লালমাই পাহাড় এলাকায় উদ্ভিদ উদ্যান স্থাপন
২	বন বিভাগের সকল প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটসমূহের সুবিধাদির উন্নয়ন
৩	বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ইকো-রিস্টোরেশন
৪	বাংলাদেশের পাঁচটি উপকূলীয় জেলায় বনায়ন প্রকল্প
৫	জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান এবং বলধা বাগান, ঢাকা এর সংরক্ষণ ও অধিকতর উন্নয়ন
৬	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুরের এ্যাপ্রোচ সড়ক প্রশস্তকরণ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
৭	বৃহত্তর রংপুর জেলার সামাজিক বনায়নের টেকসই উন্নয়ন
৮	বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন
৯	শেখ রাসেল এ্যাভিয়ারী এ্যান্ড ইকো-পার্ক, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম
১০	বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা নতুন চরসহ উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন
১১	স্থানীয় নৃগোষ্ঠী জনগণের সহায়তায় মধুপুর জাতীয় উদ্যানের ইকোট্যুরিজম উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
১২	প্রতিবেশ উন্নয়ন ও পাল্পউড উৎপাদনের লক্ষ্যে কাপ্তাই পাল্পউড বাগান বিভাগের অধিক্ষেত্রে দেশীয় প্রজাতির স্বল্প মেয়াদী বাগান সৃজন প্রকল্প
১৩	টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প
১৪	জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের মাস্টার প্ল্যান হালনাগাদকরণ এবং বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণসহ অত্যাবশ্যকীয় অবকাঠামো সংস্কার/উন্নয়ন
১৫	কারিগরী প্রকল্প :
১৬	Strengthening National Forest Inventory and Satellite Land Monitoring System in Support of REDD + in Bangladesh
১৭	UN REDD Bangladesh National Programme
১৮	ইন্টিগ্রেটিং কমিউনিটি বেইজড এ্যাডাপটেশন ইন টু এ্যাফোরেস্টেশন এন্ড রিফোরেস্টেশন প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ

১৯	Expanding the Protected Area System to Incorporate Important Aquatic Ecosystem
২০	Support to the DPP Preparation of Sustainable Forests and Livelihoods (SUFAL)
২১	সুন্দরবন ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ হইতে জুন ২০২০)
২২	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (বন অধিদপ্তর অঙ্গ)

৩.১৫.২ : ২০১৮-২০১৯ সালে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ:

সারণি ৩.১২ : বন অধিদপ্তরের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সমাপ্ত প্রকল্পের বিবরণী:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
১	লালমাই পাহাড় এলাকায় উদ্ভিদ উদ্যান স্থাপন
২	বন বিভাগের সকল প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটসমূহের সুবিধাদির উন্নয়ন
	কারিগরী প্রকল্প ঃ
৩	Strengthening National Forest Inventory and Satellite Land Monitoring System in Support of REDD+ in Bangladesh
৪	UN REDD Bangladesh National Programme
৫	Support to the DPP Preparation of Sustainable Forests and Livelihoods (SUFAL)
৬	সুন্দরবন ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ হইতে জুন ২০২০)
৭	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (বন অধিদপ্তর অঙ্গ)

৩.১৫.৩ : সুফল প্রকল্প:

বন অধিদপ্তর বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় "টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল প্রকল্প)" (Sustainable Forest and Livelihood, SUFAL Project)" জুলাই ২০১৭ইং হতে জুন ২০১৮ইং মেয়াদে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা এবং বন নির্ভর মানুষের বিকল্প আয়ের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে বনের উন্নয়ন করা প্রকল্পের উদ্দেশ্য। বন সংরক্ষণে সরকারী খাতের বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং বন সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে জনগণের অংশগ্রহন বৃদ্ধি এবং বন নির্ভর মানুষের বিকল্প আয়ের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে বনের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বন ও বৃক্ষ সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব। এই প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) মোট ১৫০২,৭২.০০ টাকা এর জিওবি ৩২,৭২.০০ টাকা অনুদান এবং বিশ্বব্যাংক ঋণ ১৪৭০,০০.০০ টাকা। প্রকল্প এলাকা দেশের ৮টি বিভাগের (১৭টি বন বিভাগ) ২৮ জেলা। প্রকল্পটি ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটির মোট এডিপি বরাদ্দ ৪০৬৫০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি বরাদ্দ ৬৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং আরপিএ বরাদ্দ ৪০০০০.০০ লক্ষ টাকা)।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ এবং রক্ষিত এলাকার উন্নয়ন;
প্রকল্প এলাকার বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয় বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি;
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ এবং রিপোর্টিং;
প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য কম্পোনেন্ট সমূহ;
কম্পোনেন্ট ১- প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, তথ্য পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণ;
কম্পোনেন্ট ২-বন ও রক্ষিত এলাকায় সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকর;
কম্পোনেন্ট ৩-বন নির্ভর মানুষের জন্য বিকল্প আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি; এবং
কম্পোনেন্ট ৪- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত।

৩.১৫.৪ : ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সুফল প্রকল্পের অর্জন :

বনজ, ফলজ, ওষধিসহ দেশীয় বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মোট ১ কোটি ৯০ লক্ষ চারা উত্তোলন করা হয়েছে। উক্ত চারা দ্বারা ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাগান সৃজন করা হবে।

ইজিপি (Integrated Budget and Accounting System) IBAS++ বিষয়ে ৪৬৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বাগান সৃজনের নিমিত্তে ৭০০০ হেক্টর এলাকায় Site Specific Plan প্রস্তুত করা হয়েছে।

৩.১৬ : বন অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি ও নাগরিক সেবা

বন অধিদপ্তরের কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে উদ্ভাবন পরিকল্পনা -২০১৮-২০১৯ এর আওতায় বন অধিদপ্তরের সেবা সহজীকরণ অথবা সেবায় ইনোভেশন বিষয়ে ৩ (তিন)টি সেবাঃ

(১) অননালইনে সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীদের লভাংশ বিতরণ

(২) বন অধিদপ্তরের ইকোট্যুরিজম সাইট ও নার্সারীর তথ্যাদি সম্বন্ধে এ্যাপস তৈরী এবং

(৩) বন্যপ্রাণী সার্কেলে মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীদের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য মোবাইল ট্রাকিং সিস্টেম চালুকরণের মাধ্যমে সহজীকরণ করা হচ্ছে।

৩.১৭ : ই-নথি (অফিস ব্যবস্থাপনা)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত এটুআই প্রোগ্রামের আওতায় বন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ২০১৭ সাল থেকে ই-নথি (অফিস ব্যবস্থাপনা) কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়ে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। বন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহ এখনও ই-নথি সিস্টেম যুক্ত করা হয়নি। শুধুমাত্র সদর দপ্তরের কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে বন অধিদপ্তর বাংলাদেশের মাধ্যম ক্যাটাগরির ১৮টি দপ্তরের মাধ্যে ১১ তম অবস্থানে উঠে এসেছে। চলতি অর্থ বছরে সদর দপ্তরের ৩৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অদুর ভবিষ্যতে এর কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি পাবে। অধিদপ্তরেরর আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ে দপ্তর সমূহকে ই-নথি সিস্টেমের আওতাভূক্ত করার কার্যক্রম চলছে। বন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তর সমূহকে ই-নথি সিস্টেমের আওতায় আনা হলে বন অধিদপ্তর অপেক্ষাকৃত বড় ক্যাটাগরির অধিদপ্তরের মধ্যে একটা বিশেষ অবস্থানে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

৩.১৮ : উল্লেখযোগ্য অর্জন

বন অধিদপ্তরের আওতায় বর্তমান সরকারের মেয়াদে (২০০৮-০৯ থেকে ২০১৮-১৯) উল্লেখযোগ্য অর্জনের তথ্য

ক্রমিক	অর্জনের বিষয়	অর্জন (২০০৮-০৯ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত)
১	উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচীসমূহ	২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সর্বমোট ৩৪টি প্রকল্প এবং ১২টি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয় যার মধ্যে এডিপি বরাদ্দ ছিল ২০৭৯৪৩.৫০ লক্ষ টাকা এবং কর্মসূচীর বরাদ্দ ৭২১৫.৮৯৯ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পের ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১৯৪০৫৯.৬৬ লক্ষ টাকা এবং কর্মসূচীর ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৬৪৬৫.৪৪২ লক্ষ টাকা। মোট অগ্রগতির শতকরা হার ৯৩.৩০% (প্রকল্পসমূহ) এবং ৮৯.৬০% (কর্মসূচীসমূহ)।
২	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় প্রকল্প সমূহ	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সর্বমোট ৩৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যার বরাদ্দ ছিল ২৩৯৬২.৯১১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়িত অর্থের পরিমান ১৪৬৮২.১০৫ লক্ষ টাকা। মোট অগ্রগতির শতকরা হার ৬১.২৭%।
৩	বনায়ন	জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বৃক্ষমেলা ও বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনাসহ নার্সারী থেকে বিক্রয়-বিতরণের মাধ্যমে চারা সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে বনায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সারাদেশের বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমান নিরূপণের জন্য বৃক্ষ ও বন জরীপের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সামাজিক বনায়নসহ এসব বনায়ন কার্যক্রম ও দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণের ফলে দেশে মোট বৃক্ষ আচ্ছাদিত বনভূমির পরিমাণ ২২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও বনজ সম্পদে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৮-১৯ আর্থিক সালে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচী, জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় সর্বমোট প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার ৭ শত ৪৪ হেক্টর ব্লকবাগান, ২৩ হাজার ১২ কি.মি. স্ট্রীপবাগান এবং বিক্রয় বিতরণসহ অন্যান্য ৯ কোটি ৪০ লক্ষ ৪৭ হাজারটি চারা রোপণ করা হয়েছে।

সারণি ৩.১৩

৪	সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন	বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন গ্রামীণ জনপদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। সেই সাথে সামাজিক বনায়ন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রশমন ও অভিযোজন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন বিভাগ ১৯৬০ এর দশকে বন সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বনায়ন কর্মসূচী বনাঞ্চলের বাইরে জনগণের কাছে নিয়ে যায়। ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৭-১৮ আর্থিক সাল পর্যন্ত সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত মোট ৭৬৯৮৪ জন উপকারভোগীদের মাঝে ৩৪১৮৫৭৪৭৩৫.৮৬ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়েছে এবং সরকারী কোষাগারে ২৬১৫০১৮০৮১.১৭ টাকা জমা করা হয়েছে।
৫	বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত কার্যক্রম	১টি সাফারী পার্ক, ১টি এ্যাভয়ারি পার্ক, ১টি ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার, ৩টি ওয়াইল্ডলাইফ রেসকিউ এ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার, ৩টি বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, বন্যপ্রানী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট এবং বন্যপ্রাণী ফরেনসিক ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাঘ, হাতি ও লোনা পানির কুমির জরিপ করা হয়েছে। এছাড়াও শকুন সংরক্ষণের সিলেট ও খুলনায় ২টি শকুন নিরাপদ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।অনলাইন বন্যপ্রাণী অপরাধ ডাটাবেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
৬	সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা	২,০৬,৭০২.৯৭ একর বন আইনের ২০ ধারায় সংরক্ষিত বন ঘোষিত হয়েছো হয়েছে।
৭	রক্ষিত এলাকা ঘোষণা	সমুদ্রে বসবাসরত বিভিন্ন প্রজাতির ডলফিন, তিমি, হাঙ্গর, মাছ ও অন্যান্য বিপন্ন প্রায় সামুদ্রিক প্রাণী সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে ২০১৪ সালে ১,৭৩,৮০০ হেক্টর এলাকাকে সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও ২টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা (২২১.৫৯ হেক্টর) সহ অন্যান্য ২৭টি রক্ষিত এলাকা (৩,৫৯,০৮২.০৬হেক্টর) অর্থ্যৎ সর্বমোট ৫,৩৩,১০৩.৬৫হেক্টর এলাকাকে রক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও শকুন সংরক্ষণের লক্ষ্যে সিলেট ও খুলনায় ২টি শকুন নিরাপদ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে এবং ৫টি রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ইকো-ট্যুরিজম ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।
৮	উপকূলীয় বনায়ন	উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃন এবং সমুদ্র ও নদী মোহনা এলাকায় জেগে ওঠা নতুন চর স্থায়ী করার লক্ষ্যে বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১৮-১৯ আর্থিক সাল পর্যন্ত ৪৫,৮৪৮ হেক্টর বাগান সৃজন
৯	সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	প্রাকৃতিক বনকে আগামী প্রজন্মের জন্য রক্ষা করা এবং বিদ্যমান জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য ২৩টি সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকায় বন ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় গঠিত কো-ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল এর সদস্য হিসাবে ১৬৯০ জনের মধ্যে ৩৮২ জন মহিলা সম্পৃক্ত আছে। রক্ষিত এলাকাসমূহের প্রবেশ ফি হতে অর্জিত আয়ের ৫০% স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন ও ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়নে বরাদ্দ করা হচ্ছে। দেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত ও প্রাকৃতিক বনাঞ্চল হতে গাছ কাটা ১ জানুয়ারী ২০১৬ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ সাল পর্যন্ত বন্ধ করা হয়েছে।

১০	বৃক্ষরোপণ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ পুরস্কার	বৃক্ষরোপণ আন্দোলনকে একটি স্থায়ী, চলমান স্বতঃফূর্ত কার্যক্রমে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুপ্রাণিত ও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ যারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তাদেরকে বৃক্ষরোপণে ''প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার" প্রদান করা হয় এবং প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবাদী সংস্থা ও ব্যক্তিকে জাতীয়ভাবে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ''বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন" প্রবর্তন করা হয়েছে।
১১	আঞ্চলিক সহযোগীতা	ভারতের সাথে ১টি চুক্তি এবং ১টি প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়াও ১টি দ্বিপাক্ষিক ডায়লগ প্রতিষ্ঠা হয়েছে।
১২	বাঘ সংরক্ষণ	সুন্দরবনের বাঘের বিচরণক্ষেত্র ৪,৪৬৪কি. মি. এলাকাকে আপেক্ষিক ঘনত্ব দিয়ে গুনণা করে বাঘের সংখ্যা হিসাব করা হয়েছে ১১৪টি। এ হিসাব অনুযায়ী ২০১৮ সালের জরিপে সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা শতকরা ৮ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫ সালে সুন্দরবনে ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে প্রথম বারের মত বাঘ গনণায় কার্যক্রম শূরু করা হয়েছিল। সে হিসাব অনুযারী বাঘের ঘনত্ব ছিল প্রতি ১০০ বর্গকিঃমিঃ এ ২.১৭টি এবং মোট বাঘের সংখ্যা ছিল ১০৬টি হয়েছে।
১৩	বন্যপ্রাণী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ প্রদান	বন্যপ্রাণীর আক্রমণে নিহত/পংগু/ঘরবাড়ি ফসলাদি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় ৭৩৫ জন ব্যক্তিকে প্রায় ২ কোটি ৭২ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে।
১৪	আইন/বিধি/নীতিমালা/ Management Plan/ Action Plan প্রণয়ন	১) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও বনজ সম্পদে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে পরবর্তী ২০ বছরের জন্য প্রণীত বন মহাপরিকল্পণা প্রণয়ণ এবং জাতীয় বননীতি (২০১৬-২০৩৫) অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২) দেশের বন কার্যকরভাবে সংরক্ষণের জন্য সংশোধিত বন আইন ১৯২৭ অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। ১৯৭৩ সনের বন্যপ্রাণী আইনকে সংশোধন করে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন-২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন-২০১২ সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২১টি বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে হরিণ ও হাতি লালন পালন বিধিমালা-২০১৭ অনুমোদিত হয়েছে। ৩) এছাড়াও ১৪টি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, ২টি এ্যাকশন প্ল্যান, ২টি ম্যানেজমেন্ট স্ট্রেটেজি ও বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে। ২০টি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, ৩টি এ্যাকশন প্ল্যান, ১টি পটেকটেড এরিয়া ম্যানেজমেন্ট রুলস্ এবং ১টি রামসার সাইট ডেজিগনেশন এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। ৪) দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে বাংলাদশে জাতীয় সংরক্ষণ কৌশলপত্র (২০১৭-২০৩২) চূড়ান্ত করণ প্রক্রিয়াধীন। সুন্দরবন ও অন্যান্য বনাঞ্চলে Smart (Spatial Monitoring ang Reporting Tool) Patrolling প্রবর্তনের মাধ্যমে বন অপরাধ দমন করা হয়েছে।

		৫) বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্যের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ পরিচালনার নিশ্চিতকল্পে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি এবং মানসম্মত গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার লক্ষ্যে ঢাকা বিভাগের অধীন গাজীপুর জেলায় শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয় । এর মোট আয়তন ৬.৮৫ একর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২০ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারটি শুভ উদ্বোধন করেন। এছাড়াও শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ ইনষ্টিটিউট আইন, ২০১৯ অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গাজীপুরে প্রায় ৪ হাজার একর এলাকা জুড়ে ৩২৫.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ''বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক"। এছাড়াও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য ১টি এ্যাভিয়ারি পার্ক, ৩টি ওয়াইল্ডলাইফ রেসকিউ এ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার, ৩টি বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, বন্যপ্রানী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট এবং বন্যপ্রাণী ফরেনসিক ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
১৫	ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন	১.অফিস ব্যবস্থাপনায় ই-নথি কার্যক্রম প্রচলন করা হয়েছে। ২.২০১৫ সালের ধারণকৃত উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের ভুমি ব্যবহার মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। ৩.উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে ২০০০ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিবর্তন পরিমাপ করা হয়েছে। ৪.Crparp প্রকল্পের অধীনে সৃজিত সকল বাগান মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে এবং উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে মনিটরিং। জিপিএস প্রযুক্তির মাধ্যমে সৃজিত বাগান এলাকার পরিমাপ নির্ণয় ও মানচিত্র তৈরিতে মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি। ৫.খুলনায় একটি GIS ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৬.A2I প্রকল্পের আওতায় বন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট তৈরি এবং নিয়মিত ভাবে হালনাগাদ করণ। ৭.National Forest Inventory এর আওতায় সারাদেশে অবস্থিত ১৮৫৮ টি নমুনা প্লটের মধ্যে ১৭৩২ টি প্লটের ডাটা ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাগজের ব্যবহার ছাড়া সংগ্রহ করা হয়েছে। ৮.সমগ্র সুন্দরবন এবং ১৪ টি রক্ষিত এলাকার কার্বন মজুত পরিমাপ করা, ৯.উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে ও মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকাতে আগামী ৭ বছরে বনায়ন যোগ্য এলাকা নিরুপন। ১০.জনগণকে উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের সেবাসমূহ সনাক্ত করে ই-প্রোফাইল এবং প্রসেস ম্যাপ প্রস্তুত এর কাজ চলছে। এছাড়াও সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে করাতকল লাইসেন্স নবায়ন এবং উপকারভোগীদের লভ্যাংশ বিতরণের চেক অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। ১১.বনভূমির গেজেটসমূহ Website এ আপলোডের কাজ চলছে। ১২.ওয়েবভিত্তিক Bangladesh Forest Information System(BFIS) এর কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

১৬	REDD+ কার্যক্রম গ্রহণ	সুন্দরবন সহ ১৫ টি রক্ষিত লাকার র্কাবন মজুদ নির্ণয় করা হয়েছে। কাযক্রমটি চলমান রয়েছে। বন খাত হতে কার্বন নিঃসরণ এবং অপসারণ মাপকাঠি নিরূপন [(Forest Reference Emision Level (FREL)/Forest Reference Level (FRL)] করা হয়েছে, যা ২০১৮ সাল নাগাদ UNFCCC তে দাখিল করা হবে। বন উজার ও অবক্ষয়ের কারণ নির্ণয়পূর্বক তাহা রোধে নীতিমালা ও প্রক্ষেপ (Policy & Measures) বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে।
১৭	Red List	১৬১৯টি প্রজাতির বন্যপ্রাণীর Red List হালনাগাদ করা হয়েছে।
১৮	International Conference	১.বিগত ২০১৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় আন্তর্জাতিক 2nd Global Tiger Stock Conference করা হয়েছে। ২.বিগত ২৪/০৫/২০১৮ তারিখ Regional Workshop on National Forest Monitoring & Assessment in Bangladesh আয়াজন করা হয়েছে।
১৯	আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন	১। ইকুয়েটর পুরস্কার (জাতিসংঘ কর্তৃক প্রদত্ত) ২। ওয়াঙ্গারী মাথাই পুরস্কার (এফ এ ও কর্তৃক প্রদত্ত) ৩। আর্থ কেয়ার পুরস্কার (Indian Times) ৪। ইউএনডিপি কর্তৃক স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ প্রকল্প CBACC ৫। HSBC-Daily Star Climate Award মধুপুরে সফল বন সংরক্ষণ
২০	প্রশিক্ষণ	আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণঃ ৫২৩৫ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী। বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ ৮৬৬ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী। রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণঃ ২৭৯৪ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী। স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণঃ ২০,৬৯৯ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী। সেমিনার/ওয়ার্কশপঃ ১৪৪৩ জন কর্মকর্তা।
২১	মহান মুক্তিযুদ্ধের আত্মোৎসর্গকারী ৩০ লক্ষ শহীদের স্মরণে ৩০ লক্ষ চারা রোপণ	মহান মুক্তিযুদ্ধের আত্মোৎসর্গকারী ৩০ লক্ষ শহীদের স্মরণে বিভিন্ন বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে সারাদেশে একযোগে ৮২,৯৬৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ৩৩,৫৯,৮৮০ টি চারা রোপন করা হয়।
২২	সুফল প্রকল্প :	সুফল প্রকল্পের মাধ্যমে বাগান সৃজনের নিমিত্তে ৭০০০ হেক্টর এলাকায় Site Specific Plan প্রস্তুত করা হয়েছে। :
২৩	বৃহত্তর রংপুর জেলায় টেকসই সামাজিক বনায়ন উন্নয়ন প্রকল্প:	১) বৃহত্তর রংপুর জেলায় টেকসই সামাজিক বনায়ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বনায়নের মাধ্যমে ৭৫০ কি:মি: স্ট্রীপ বাগান সৃজন করা হয়েছে। ২) বৃহত্তর রংপুর জেলায় টেকসই সামাজিক বনায়ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৮০০ জন উপকারভোগীকে টেকসই বন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২৪	বন অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান:	বন অধিদপ্তরের কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধ এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে উদ্ভাবন পরিকল্পনা -২০১৮-২০১৯ এর আওতায় বন অধিদপ্তরের সেবা সহজীকরণ অথবা সেবায় ইনোভেশন বিষয়ে ৩ (তিন)টি সেবা (১) অনলইনে সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীদের লভাংশ বিতরণ (২) বন অধিদপ্তরের ইকোট্যুরিজম সাইট ও নার্সারীর তথ্যাদি সম্বন্ধে এ্যাপস তৈরী এবং (৩) বন্যপ্রাণী সার্কেলে মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীদের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য মোবাইল ট্রাকিং সিস্টেম চালুকরণের মাধ্যমে সহজীকরণ করা NQ
২৫	ন্যাশনাল ফরেস্ট ইনভেন্টরী এবং সেটেলাইটের মাধ্যমে ভূমি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি:	১)Strengthening National Forest Inventory and satellite Monitoring System in Support of REDD+ in Bangladesh ঐ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশে সকল অঞ্চলের নমুনা প্লট সমুহের সংগৃহীত ডাটা বিশ্লেষন ও খসড়া প্রতিবেদন প্রনয়ন করা হয়েছে। ২) Satellite Image ব্যবহার করে ভূমি ব্যবহার আচ্ছাদন মানচিত্র ২০১৫ প্রস্তুত সম্পন্ন করা হয়েছে।
২৬	এক্সপ্যানডিং দি প্রটেকটেড এরিয়া সিস্টেম টু ইনকরপোরেট ইমপরটেন্ট একুয়াটিক ইকোসিস্টেম প্রকল্প	১) এক্সপ্যানডিং দি প্রটেকটেড এরিয়া সিস্টেম টু ইনকরপোরেট ইমপরটেন্ট একুয়াটিক ইকোসিস্টেম প্রকল্পে ডলফিন কনজারভেশনের জন্য ০৭ টিম গঠন করা হয়েছে ও ০৩ টি রক্ষিত এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। ২) ২০১৮-২০১৯ সনে ১,০০০ জেলে পরিবারকে ৩৯,০০০ টাকার সমপরিমাণ টাকা সহায়তা সহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে

৩.১৯ : ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এর প্রধান অর্জনসমূহ

(১) সারাদেশে বৃাচ্ছাদনের পরিমান নিরূপণের জন্য বৃক্ষ ও বন জরীপের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।
(২) উপকূলীয় এলাকা জুড়ে স্থাপিত সবুজ বেষ্টনীর সম্প্রসারণ করা হয়েছে ।
(৩) বনভূমির ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে।
(৪) সুন্দরবন ও অন্যান্য বনাঞ্চলে Smart Patrolling এ প্রর্তনের মাধ্যমে বন অপরাধ দমন করা হয়েছে।

৩.২০ : জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা

প্রতিবছর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বন অধিদপ্তর কর্তৃক ৩ মাস ব্যাপী জাতীয় বৃরোপণ অভিযান উদযাপিত হয়ে থাকে। এই অভিযানের অংশ হিসাবে প্রতিবছর জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা (নির্বাচিত) পর্যায়ে বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হয়। ঢাকার আগারগাঁওস্থ আন্তর্জাতিক বানিজ্য মেলার মাঠে মাসব্যাপী জাতীয় বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২০ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার শুভ উদ্বোধন করেন। জাতীয় বৃক্ষমেলায় সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১১০টি স্টল স্থাপন করা হয়। বৃক্ষমেলায় ব্যাপক জনসমাগম হয়ে থাকে। জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০১৯ এ প্রায় ১৫ লক্ষ ৯১ হাজার ৮২৯ টি বিভিন্ন প্রজাতির চারা/উদ্ভিদ বিক্রয় হয়, যার বিক্রয় মূল্য প্রায় ১০ কোটি ৮১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৭১ টাকা। জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা উপলক্ষে শিশু কিশোরদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। জনসাধারণকে বৃরোপণে সচেতন করে তুলতে বৃক্ষমেলা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে।

৩.২১ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

প্রধানমন্ত্রী দেশের আয়তনের তুলনায় বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমি (Tree Cover) এর পরিমাণ ২৫ শতাংশে উন্নীত করার ঘোষণা দিয়েছিলন। বর্ণিত বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধির করার লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিম্নরূপঃ
দেশের অবক্ষয়িত বনভূমিতে ৫২ হাজার হেক্টর ব্লক বাগান সৃজন, প্রান্তিক ভূমিতে ৫ হাজার কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজন, উপকূলীয় অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ৬৩ হাজার হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজনের পরিকল্পনা রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে চলতি অর্থ বছরে ১কোটি চারা বিতরণ করা হবে। এছাড়া প্রতি বছরই বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২ হাজার হেক্টর ব্লক বাগান, ১ হাজার কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান এবং ৫০ লক্ষ চারা বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও ব্যক্তিগত নার্সারীতে প্রতি বছর প্রায়৮-১০ কোটি চারা উত্তোলন করা হয়। এ সমস্ত নার্সারী থেকে উত্তোলিত চারা বেসরকারী সংস্থা এবং সাধারণ জনগণ কর্তৃক নিজ উদ্যোগে সারাদেশে বৃক্ষরোপণ করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে বন অধিদপ্তর কারিগরি সহায়তা ও উৎসাহ প্রদানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে।

সারণি ৩.১৪ : অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

ক্রম	বিষয়	কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নকাল
১	বন সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মাটির ক্ষয়রোধ, পানি সংরক্ষণ, পানি বিশুদ্ধকরণ এবং জলবায়ুর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ	অবক্ষয়িত বন, জবরদখলকৃত বনভূমি পুনরুদ্ধারসহ সকল প্রকার বনভূমিতে বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭ম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনাতে পাহাড়ি অঞ্চল ব্যতিত অন্যান্য বনভূমিতে ১৪,০০০ হেক্টর ব্লক বাগান এবং ২০,০০০ কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	২০১৬-২০
২	উপকূলীয় এলাকায় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী তৈরি	উপকূলীয় এলাকায় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী তৈরি করার নিমিত্ত ৭ম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনাতে উপকূলীয় এলাকায় ৩০,০০০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান এবং ১,০০০ কিলোমিটার গোলপাতা সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	২০১৬-২০
৩	পার্বত্য এলাকায় সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ	৭ম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনাতে পার্বত্য এলাকায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে ৫০,০০০ হেক্টর বাগান সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	২০১৬-২০
৪	সংরক্ষিত বন ঘোষণা	আইচি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্থলভাগের ৫ শতাংশ এবং উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকার ৭ শতাংশ সংরক্ষিত এলাকার অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	২০১৬-২০
৫	বনভূমির ডিজিটাল ডাটাবেজ ও ম্যাপ প্রস্তুতসহ বনভূমির সীমানা নির্ধারণ	বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বনভূমির ডাটাবেজ ও ম্যাপ প্রস্তুতসহ বনভূমির সীমানা নির্ধারণ করার কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	২০১৬-২০

৩.২২ বাংলাদেশের বন মহা পরিকল্পনা (২০১৭-২০৩৭)

১৯৯৫ সনে বাংলাদেশের বন বিভাগ প্রথমবারের মতো ২০ বৎসরের জন্যে একটি বন মহাপরিকল্পনা প্রনয়ন করে যার একটি উদ্দেশ্য ছিল দেশের ২০ শতাংশ ভূমি বন আচ্ছাদনের ভিত্তিতে নিয়ে আসা। উক্ত মহা পরিকল্পনা বন ও বাস্তুতন্ত্রের অন্যান্য বিষয় যেমন Sustainable Forest Management জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন, ইকোসিষ্টেম সার্ভিসের ঝুকি, আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (GIS) ইত্যাদি উপর যথাথতভাবে গুরুত্ব দিতে সমর্থ হয়নি, ২০ বৎসরের পুরাতন উক্ত মহাপরিকল্পনায় ২০১৩ সালে হালনাগাদ করে পরবর্তী ২০ বৎসরের জন্য অর্থাৎ ২০১৭-২০৩৭ সাল পর্যন্ত করা হয়েছে। হালনাগাদ মহাপরিকল্পনা প্রনয়ণ দেশের এবং আর্ন্তজাতিক বিশ্লেষণ ও সংস্থার সহায়তার হালনাগাদ করা হয়েছে যা সহসা অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট দাখিল করা হবে।

চিত্র ৩.৩৩ : সাঙ্গুনদী।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট

www.bcct.gov.bd

৪.১ ভূমিকা:

জলবায়ু পরিবর্তন এবং এ সম্পর্কিত বহুমাত্রিক প্রভাব সমগ্র মানবজাতির উন্নয়নের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে পৃথিবী উষ্ণতর হচ্ছে এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজে কোন দ্বিমত নেই। ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে প্রতিনিয়ত নষ্ট হচ্ছে পৃথিবীর জলবায়ুর স্বাভাবিক আচরণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে বাংলাদেশ বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ একটি দেশ। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন এবং দেশের জনগণের ভবিষ্যত কল্যাণের কথা চিন্তা করে বর্তমান সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিকে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯ (বিসিসিএসএপি-২০০৯)। বিসিসিএসএপি ২০০৯ এ বর্ণিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) গঠন করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করাই এই তহবিলের মূল লক্ষ্য।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড পরিচালনার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ বলবৎ করা হয়। উক্ত আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১১ জন মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, অর্থ সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্য ও সিভিল সোসাইটির দুই জন বিশেষজ্ঞসহ মোট ১৭ জন সদস্য নিয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। উক্ত বোর্ডকে সহায়তা করার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকারক প্রভাব মোকাবেলায় দৃঢ় নেতৃত্বের জন্য ২০১৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পদক "Champions of the Earth" পদকে ভূষিত করা হয়। ২০১৮ সালে "পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়" এর নাম পরিবর্তন করে "পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়" করা হয়েছে- যা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বাংলাদেশ প্যারিস জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষর ও অনুসমর্থনকারী প্রথমসারির দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অন্যতম সদস্য হিসাবে ইউএনএফসিসিসি (UNFCCC) এর জলবায়ু পরিবর্তন আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৪.২ পরিচিতি:

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-২০১০ এর বিধান অনুযায়ী ২৪ জানুয়ারি ২০১৩ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) গঠন করা হয়। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ট্রাস্টি বোর্ডের এবং কারিগরি কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালনসহ ট্রাস্ট ফান্ডের সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদন করছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংস্থা প্রধান হিসাবে একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক রয়েছেন এবং তিনি ট্রাস্টের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও একজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, একজন সচিব ও দুই জন পরিচালক রয়েছেন। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্গানোগ্রামে মোট ৮২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংস্থান রয়েছে।

৪.৩ কার্যাবলি:

- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের সার্বিক ব্যবস্থাপনা;
- জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড এবং কারিগরি কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপন এবং কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় উপস্থাপন;
- ট্রাস্টি বোর্ড এর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা;
- ভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ফোকাল পয়েন্টদের সাথে সমন্বয় সাধন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত সুবিধাভোগী, সিভিল সোসাইটি, এনজিও, প্রাইভেট সেক্টর এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন;
- বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৪.৪ জনবল:

সারণি ৪.১ : বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের জনবল:

ক্রমিক	গ্রেড	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্যপদ
১	গ্রেড ২ হতে ৯	২৫	১৮	০৭
২	গ্রেড ১০	০৩	০১	০২
৩	গ্রেড ১১ হতে ১৬	২৯	২০	০৯
৪	গ্রেড ১৭ হতে ২০	২৫	২১	০৪
	মোট:	৮২	৬০	২২

৪.৫ ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

সারণি ৪.২ : বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

ক্রম.	কার্যক্রমের বিবরণ	২০১৮-১৯
১.	জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড এর সভা অনুষ্ঠিত হয়	০৩ টি
২.	জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় সরকারি প্রকল্পে অর্থায়নের পরিমান	২৭০.৯৫৬৯ কোটি টাকা
৩.	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা	১১২ টি
৪.	গৃহীত প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ ছাড়ের পরিমান	২০৫.৬৪ কোটি টাকা
৫.	অর্থছাড়কৃত প্রকল্প সংখ্যা	২৭৬টি
৬.	বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট হতে প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে	১৪৯টি
৭.	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা	৫৩ টি
৮.	প্রকল্প পরিচালক, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সংখ্যা	০৩টি
৯.	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-২০১০ অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ৩০০ কোটি টাকার ৩৪% সমপরিমাণ অর্থ স্থায়ী আমানত করা হয়েছে যার পরিমাণ	১০২.০ কোটি টাকা

৪.৬ সেমিনার, কর্মশালা, সভা ও উদ্ভাবন ধারণাঃ

৪.৬.১ 'শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিং কার্যক্রম:

'শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ' সংশ্লিষ্ট ব্রান্ডিং-এর দশটি উদ্যোগের মধ্যে "পরিবেশ সুরক্ষা" একটি। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ এবং ট্রাস্ট ফান্ডের কার্যক্রম জনগণের মাঝে তুলে ধরার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড হতে ৪৯৮.০০ কোটি (চার কোটি আটানব্বই লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী উদ্যোগ 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন' বিষয়ে প্রণীত ব্রান্ডিং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত ব্রান্ডিং পরিকল্পনার আওতায় গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরুপ;

- জেলা/উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন মেলায় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবদান হাইলাইট করে বিসিসিটির কার্যক্রম সম্বলিত ২৭০০০টি ক্যালেন্ডার, ০৮ প্রকারের ৩১৫০০ টি লিফলেট এবং ০৩ প্রকারের ৫৮০০টি ফেস্টুন বিতরণ করা হয়েছে।
- বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত পরিবেশ মেলা, ২০১৯ এ বিসিসিটির স্টলে 'শেখ হাসিনার নির্দেশ, জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ' শ্লোগান সম্বলিত ৩০০০ টি টি শার্ট বিতরণ করা হয়ছে। অধিক প্রচারের জন্য ৬৪টি জেলায় আরও ১০০০ টি টি শার্ট বিতরণ করা হয়েছে।
- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবদান এবং ট্রাস্ট ফান্ডের কার্যক্রম সম্বলিত ১টি টেলিভিশন বিজ্ঞাপন, ০২টি রেডিও বিজ্ঞাপন তৈরি করে প্রচার করা হয়েছে।
- পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার বিষয়ে স্কুল পর্যায়ের ০৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।
- পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় স্কুল পর্যায়ের ছাত্র ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জলবায়ু সম্পর্কিত প্রচারণামূলক একটি "জলবায়ু বাস" এর ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে যা ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সমগ্র দেশে চলবে।

৪.৬.২ বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে (COP-24) অংশগ্রহণ:

বিগত ০৩-১৪ ডিসেম্বর, ২০১৮ সালে পোলান্ডের ক্যাটোভিচ শহরে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (COP-24) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ ডেলিগেশনের সাথে অত্র ট্রাস্টের দুই জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ পক্ষে আকর্ষনীয় স্টল স্থাপনসহ বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের লজিস্টিক সহায়তা প্রান করে। বিসিসিটির পক্ষ থেকে স্টলে ও সাইড ইভেন্টে আগত দর্শনার্থীদের শুভেচ্ছা স্মারক এবং বিসিসিটির প্রকাশনাসমূহ বিতরণ করা হয়।

৪.৬.৩ কর্মশালা আয়োজন:

সারণি ৪.৩ : জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক নিম্নোক্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে

ক্র: নং	কর্মশালার শিরোনাম	অনুষ্ঠানের তারিখ	অংশগ্রহণকারী
১	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-১৯ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	২৭/০৯/২০১৮	৩৫
২	বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের শুদ্ধাচার কৌশল ২০১৮-১৯ শীর্ষক প্রশিক্ষণ	২৬/০৯/২০১৮	৬০
৩	সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ এবং তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১২/১১/২০১৮	৩৫
৪	ই-নথি ব্যবস্থাপনা	২৬/১১/২০১৮	২০
৫	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ও লজিকাল ফ্রেমওয়ার্ক শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	২০/১১/২০১৮	২৩
৬	"কম্পিউটার বেসিক" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	২৪-২৫/০৪/২০১৯	৩৫
৭	সরকারি কর্মচারি আইন/বিধিমালা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা	২৯/০৬/২০১৯	৬০

৪.৬.৪ পরিবেশ মেলায় অংশগ্রহণ:

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ০৫ জুন, ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাণিজ্য মেলার মাঠে পাঁচ দিনব্যাপী পরিবেশ মেলার আয়োজন করা হয়। প্রতিবারের ন্যায় এবারও উক্ত মেলায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট কর্তৃক একটি স্টল স্থাপন করা হয়। স্টলে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের চিত্রের ডামী, অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের প্রজেক্ট প্রোফাইল, ট্রাস্টের কার্যক্রমের উপর পুস্তিকা ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।

৪.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্যঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ ও তহবিলের সুদ দ্বারা বিভিন্ন সরকারি সংস্থার মোট ১১২টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং থিম অনুযায়ী অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলোঃ

৪.৭.১ মন্ত্রণালয়ভিত্তিক অনুমোদিত প্রকল্প:

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অনুমোদিত মোট ১১২টি প্রকল্পের মধ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; ৮৭টি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; ১০টি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; ৯টি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; ০২টি এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

সারণি ৪.৪ : মন্ত্রণালয়ভিত্তিক অনুমোদিত প্রকল্প

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৮৪	১৭৬৬৭.১৮
২	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১	১০০.০০
৩	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	১	১০০.০০
৪	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৯	১৪৪৫.৫৬
৫	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	১০	৫৪৫৬.০৯
৬	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১	২০০.০০
৭	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	২	৫৩০.০০
৮	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৩	৬০০.০০
৯	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১	৯৯৬.৮৬
	মোট	১১২	২৭০৯৫.৬৯

৪.৭.২ বিভাগভিত্তিক প্রকল্পঃ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ১১২টি প্রকল্পের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৯টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ২৫টি, বরিশাল বিভাগে ১৬ টি, রাজশাহী বিভাগে ১৬ টি, খুলনা বিভাগে ১৩টি, রংপুর বিভাগে ৮টি, সিলেট বিভাগে ৬ টি, ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি এবং একাধিক বিভাগের ৫টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। যার বিন্যাস নিম্নরুপ;

সারণি ৪.৫ : ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভাগভিত্তিক গৃহীত প্রকল্পের বিন্যাস

ক্র. নং	বিভাগের নাম	অনুমোদিত প্রকল্প	অনুমোদিত ব্যয়
১	ঢাকা	১৯	৪৯৯১.৮৬
২	চট্টগ্রাম	২৫	৭০৮০.৭৭
৩	বরিশাল	১৬	৪৮৭৮.১৮
৪	খুলনা	১৩	৩৩৪৫.৫৮
৫	রাজশাহী	১৬	২৬০০.০০
৬	রংপুর	৮	১৫০০.০০
৭	সিলেট	৬	১২৪৬.৫৬
৮	ময়মনসিংহ	৪	৮০০.০০
৯	একাধিক বিভাগ	৫	৬৫২.৭৪
		১১২	২৭০৯৫.৬৯

৪.৭.৩ থিমেটিক এরিয়া ভিত্তিক প্রকল্পঃ

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯ (বিসিসিএসএপি-২০০৯) এ ৬টি থিমেটিক এরিয়া রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অনুমোদিত ১১২টি প্রকল্পের মধ্যে অবকাঠামো থিমেটিক এরিয়ায় ৬৮টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। এছাড়া,খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য থিমেটিক এরিয়ায় ০৯টি; প্রশমন ও কম কার্বন উৎপাদন প্রযুক্তি থিমেটিক এরিয়ায় ২৩টি; গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা থিমেটিক এরিয়ায় ০৯টি এবং সক্ষমতা ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি থিমেটিক এরিয়ায় ০৩টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।

চিত্র ৪.১ : পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন

www.bfidc.gov.bd

৫.১ পরিচিতি

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৯ সালের ৩ অক্টোবর প্রকাশিত ৬৭ নং অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে বিএফআইডিসি পুনঃনামকরণ করা হয়। এটি দেশের অন্যতম প্রাচীন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা। এর প্রধান কার্যালয় ৭৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় নিজস্ব ভবনে অবস্থিত। ১৯৬০-৬১ সনে কাপ্তাইস্থ কাঠ (লগ) আহরণ প্রকল্পের মাধ্যমে এফআইডিসি'র যাত্রা শুরু হয়। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৬১-৬২ সালে বন বিভাগ হতে দেশের রাবার চাষ ও এর উন্নয়নের কার্যক্রম এফআইডিসি এর নিকট ন্যস্ত করা হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে বনজ সম্পদ আহরণ, কাঠশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, পাহাড়ী এলাকায় রাবার বাগান সৃজন, কাঁচা রাবার উৎপাদন ও বিপণন,

৫.২ ভিশন

রাবার কাঠ ও কাঠশিল্পকে টেকসই ও উন্নত করা।

৫.৩ মিশন

গবেষণা ও উন্নয়ন, কার্যকর প্রযুক্তির ব্যবহার, দতা অর্জন ও মানসম্মত সেবার মাধ্যমে রাবার ও কাঠশিল্পকে টেকসই করা এবং বিএফআইডিসিকে একটি প্রতিযোগিতামূলক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করা।

৫.৪ কার্যাবলী

- বন বিভাগ ও বিএফআইডিসি'র রাবার বাগান হতে বনজ সম্পদ ও রাবার কাঠ আহরণ;
- আহরিক কাঠের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিজনিং ও ট্রিটমেন্টকরণ;
- আসবাবপত্র, দরজা-জানালা, চৌকাঠ উৎপাদন করে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা;
- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রাবার চাষ ও রাবার উৎপাদনের মাধ্যমে রাবার চাষের সম্প্রসারণ পূর্বক রাবারে বাংলাদেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করণ;
- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদন।

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের এ সকল কার্যাবলী কৃষি (রাবার) ও শিল্প সেক্টরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

৫.৫ কৃষি (রাবার) সেক্টর

রাবার বাগান: বিএফআইডিসি ১৯৬২ সন থেকে এ পর্যন্ত ৩৩,১২৯ একর জমিতে বাণিজ্যিকভাবে রাবার বাগান সৃজনের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রাক্ষা, পরিবেশ দূষণ রোধ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি মোকাবেলা, ভূমিয় ও ভাঙ্গনরোধসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও সাশ্রয় এবং পশ্চাদপদ গ্রামীণ জনপদে অর্থনৈতিক কর্ম-চাঞ্চলের সৃষ্টি করেছে। বিএফআইডিসির মোট রাবার বাগানের সংখ্যা মোট গাছের সংখ্যা- ৩৮,৩৮,৮১৪ টি।

সারণি ৫.১: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রাবার বাগান সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

ক্রঃনং	বাগানের নাম	বাগান সৃষ্টির সন	বাগান সৃষ্টির পরিমাণ	উৎপাদন শুরুর সন
(ক)	**চট্টগ্রাম জোন :**			
১	রামু রাবার বাগান, কক্সবাজার	১৯৬১-৮৮	২,১৫৩	১৯৬৮
২.	রাউজান রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	১৯৬১-৮৮	১,২৮০	১৯৬৮
৩.	ডাবুয়া রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	১৯৬৯-৮৮	২,১২০	১৯৭৬
৪.	হলদিয়া রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	১৯৮৩-৮৮	২,২৪৬	১৯৯১
৫.	কাঞ্চননগর রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	১৯৮৩-৮৮	১,১৩০	১৯৯১
৬.	রাঙ্গামাটিয়া রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	১৯৮৬-৮৮	১,২৪১	১৯৯৪
৭.	দাঁতমারা রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	১৯৭০-৮৯	৩,৯৬৫	১৯৭৮
৮.	তারাখোঁ রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	১৯৮৩-৮৮	২,৪৩৬	১৯৯১
৯.	রাঙ্গুনিয়া রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	২০১২-১৩	৫৫০	
(খ)	**সিলেট জোন :**			
১০.	**ভাটেরা রাবার বাগান, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার**	১৯৬৬-২০১৫	২,৪৬৭	১৯৭৪

১১.	সাতগাঁও রাবার বাগান, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	১৯৭১-২০১৭	১,৭৭২	১৯৭৯
১২.	রুপাইছড়া রাবার বাগান, বাহুবল, হবিগঞ্জ	১৯৭৭-২০০৭	১,৮৩২	১৯৮৫
১৩.	শাহজীবাজার রাবার বাগান, মাধবপুর, হবিগঞ্জ	১৯৮০-২০০৯	২,০০৩	১৯৮৮
(গ)	**টাঙ্গাইল-শেরপুর জোনঃ**			
১৪.	**পীরগাছা রাবার বাগান, মধুপুর, টাঙ্গাইল**	১৯৮৭-৯৭	২,৯০৫	১৯৯৬
১৫.	চাঁদপুর রাবার বাগান, মধুপুর, টাঙ্গাইল	১৯৮৯-৯৭	২,৩৭৯	১৯৯৭
১৬.	সন্তোষপুর রাবার বাগান, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ	১৯৯৪-৯৭	১,০৩৬	১৯৯৭
১৭.	কমলাপুর রাবার বাগান, মধুপুর, টাঙ্গাইল	১৯৯৪-৯৭	৯৯৪	১৯৯৭
১৮.	কর্ণঝোড়া রাবার বাগান, শ্রীবর্দি, শেরপুর	১৯৯৫-৯৭	৬২০	২০০২
	সর্বমোট		৩৩,১২৯	

৫.৬ রাবার উৎপাদন

রাবার বাগানসমূহে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাবার উৎপাদনের ল্যমাত্রা ছিল ৫৬৮৮ মে.টন। উৎপাদিত হয়েছে ৫১২৭.৮৪৯ মে.টন। যা লক্ষ্য মাত্রার প্রায় ৯০%।

সারণি ৫.২: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএফআইডিসি'র রাবার বাগান সমূহের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

ক্রমিক নং	জোনের নাম	উৎপাদন (মে.টন)		
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	(%)
১	২	৩	৪	৫
(ক)	চট্টগ্রাম জোন	২৪২০.০০	২২৪৯.৯৯৭	৯৩%
(খ)	সিলেট জোন	১১৪৫.০০	১১৩৬.৭২২	৯৯%
(গ)	টাঙ্গাইল-শেরপুর জোন	২১২৩.০০	১৭৪১.১৩০	৮২%
	সর্বমোট	**৫৬৮৮.০০**	**৫১২৭.৮৪৯**	**৯০%**

৫.৭ রাবার সেক্টরের আয়-ব্যয়

রাবার সেক্টরে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট আয়ের পরিমাণ ৭,০২৫.৩৩ ল টাকা। ব্যয় ১০,৪১৮.০৯ লক্ষ টাকা। লোকসান ৩,৩৯২.৭৬ লক্ষ টাকা। ১৯৬১-৬২ সনে সৃজনকৃত বাগানে অর্থনৈতিকভাবে জীবনচক্র হারানো গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি(৬,৯৭,৬৬৮ টি গাছ), পর্যাপ্ত প্রেসার ট্রিটম্যান্ট প্লান্টের অভাব, গাছ অপসারণে দীর্ঘসূত্রিতা, উচ্চ ফলনশীল কোন দ্বারা রাবার বাগান সৃজনে ভূমির অভাব, আন্তর্জাতিক বাজারে রাবারের মূল্য হ্রাস, কারখানার যন্ত্রপাতির কাযকারিতা হ্রাস, সর্বোপরি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শ্রমিকদের ২০১৫ সালের পে-কমিশন অনুযায়ী বেতন ও মজুরী বৃদ্ধির কারণে এ লোকসান হয়েছে।।

৫.৮ রাবার সেক্টরে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আয়/ব্যয়ের বিবরণ

সারণি ৫.৩: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাবার সেক্টরে লাভ/ক্ষতির বিবরণ: (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	রাবার জোনের নাম	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
১.	চট্টগ্রাম জোন	৩,৩৩৮.৯৭	৪,৫৭৪.৯১	(-) ১,২৩৫.৯৪
২.	সিলেট জোন	১,৫৫৮.৩২	৩,৩৩০.২৩	১,৭৭১.৯১
৩.	টাঙ্গাইল-শেরপুর জোন	২, ১২৮.০৪	২,৫১২.৯৫	(-) ৩৮৪.৯১
	সর্বমোট	**৭.০২৫.৩৩**	**১০,৪১৮.০৯**	**(-) ৩,৩৯২.৭৬**

৫.৯ রাবার বিক্রয়

২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে মোট বিক্রীত রাবারের পরিমাণ ৫৭৯৬ মে.টন। যার মূল্য ৬৫,৬৪,৬৭,৩০৬.০০ টাকা।

সারণি ৫.৪: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাবার বিক্রয়ের বিবরণ:

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মে.টন)	টাকার পরিমাণ (টাকায়)
(ক)	দেশে	২৬৩৩	২৪,৩৭,৩৫,৫৯৭
(খ)	বিদেশে	৩১৬৩	৪৯.৩৮.৮৭৪
	সর্বমোট	**৫৭৯৬**	**৬৫,৬৪,৬৭,৩০৬**

৫.১০ শিল্প সেক্টর

বর্তমানে চলমান শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ৮টি। শিল্প ইউনিট কাঠের দরজা-জানালা, ডানেজ, রেলওয়ে স্লিপার, বৈদ্যুতিক খুঁটি, এ্যাংকর লগ, স্ট্যাবিলাইজার লগ, চৌকাঠ, আসবাবপত্র উৎপাদন করে বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করে আসছে।

৫.১১ শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিবরণ

সারণি ৫.৫: শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিবরণ:

ক্রমিক নং	ইউনিটের নাম ও অবস্থান	জমির পরিমান (একর)	স্থাপনকাল	উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ
১	ক্যাবিনেট ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট (সিএমপি), মিরপুর, ঢাকা	২.৬৬	১৯৬২-৬৫	দরজা-জানালা, পাল্লা, চৌকাঠ, আসবাবপত্র, সাইজ কাঠ ইত্যাদি তৈরী।
২	ইষ্টার্ণ উড ওয়ার্কস, তেজগাঁও, ঢাকা	০.৬৬	১৯৭৩ সনে পরিত্যক্ত হিসেবে অধিগ্রহণ করা হয়।	আসবাবপত্র তৈরী।
৩	সাংগুমাতামহুরী কাঠ আহরণ ইউনিট (এসএমপি), কালুরঘাট চট্টগ্রাম	২২.৯৫	১৯৬০-৬১	রাবার ও অন্যান্য গোল কাঠ, বল্লী, এ্যাংকরলগ ও জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ ও আন্ত:ইউনিটে সরবরাহ।
৪	কাষ্ঠ সংরক্ষণ ইউনিট (ডব্লিউটিপি), কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	১৪.০০	১৯৫৭-৫৮ সালে সিএন্ডবি কর্তৃক স্থাপিত ও ১৯৫৯-৬০ সালে বিএফআইডিসি'র নিকট হস্তান্তরিত।	রেলওয়ে স্লিপার, বৈদ্যুতিক খুটি, ক্রসআর্ম, এ্যাংকরলগ, ক্যাবলড্রাম তৈরী, বিভিন্ন কাঠ ও রাবার কাঠ চেরাই সিজনিং ও ট্রিটমেন্ট করা।
৫	ক্যাবিনেট ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট (সিএমপি), কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	২.২৫	১৯৬০-৬৩	দরজা-জানালা, পাল্লা, চৌকাঠ আসবাবপত্র, সাইজকাঠ ইত্যাদি তৈরী।
৬	ফিডকো ফার্ণিচার কমপ্লেক্স, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	৪.৮০	১৯৬২-৬৫	আসবাবপত্র, ফ্লাসডোর তৈরী।
৭	লাম্বার প্রসেসিং কমপ্লেক্স (এলপিসি) কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি পার্বত্যজেলা	২৪.১৪ (লীজ প্রাপ্ত)	১৯৬৬-৬৭	রেলওয়ে স্লিপার, বৈদ্যুতিক খুটি, ক্রসআর্ম, এ্যাংকরলগ, ক্যাবলড্রাম ও অন্যান্য কাঠজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও বিভিন্ন কাঠ ও রাবার কাঠ চেরাই, সিজনিং ও ট্রিটমেন্ট ।
৮	রাবার কাঠ প্রেসার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	২.৪৯	২০১৬-১৮	অন্যান্য কাঠসহ রাবার কাঠ চেরাই, সিজনিং ও ট্রিটমেন্ট ।

শিল্প সেক্টরে উৎপাদন : শিল্প সেক্টরে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উৎপাদন ল্যমাত্রা ছিল ৪,৮০,৮৩৪ ঘনফুট। অর্জন হয়েছে ৫,৩৭,২৫৭ ঘনফুট লক্ষ মাত্রার প্রায় ১১২%।

চিত্র ৫.১: রাবার বাগানে কষ আহরণ

৫.১২ শিল্প সেক্টরে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে উৎপাদন ল্যমাত্রা ও অর্জন

সারণি ৫.৬: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে শিল্প সেক্টরে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

ক্রমিক নং	ইউনিটের নাম	উৎপাদন (ঘনফুট)		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
০১	ক্যাবিনেট ম্যানুফ্যাকচারীং প্লান্ট, মিরপুর, ঢাকা	৩৮,৬৬৭	৪৮,৬১২	১২৬%
০২	ইষ্টার্ণ উড ওয়ার্কস, তেজগাঁও, ঢাকা	৩০,৮৩৪	৫২,১৩২	১৬৯%
০৩	ফিডকো ফার্ণিচার কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম	৩২,০০০	৪২,১৪৭	১৩২%
০৪	কাষ্ঠ সংরক্ষন ইউনিট, চট্টগ্রাম	৮২,৫০০	৫০,৪৮০	৬১%
০৫	ক্যাবিনেট ম্যানুফ্যাকচারীং প্লান্ট, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	৩০,৩৩৩	৩৯,৮৩৫	১৩১%
০৬	সাঙ্গু মাতামুহরী কাঠ আহরন ইউনিট, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	৮৪,৫০০	৯১,৭৪১	১০৯%
০৭	লাম্বার প্রসেসিং কমপ্লেক্স, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য জেলা।	১,৩৪,০০০	১,৭৭,১০৫	১৩২%
০৮	রাবার কাঠ প্রেসার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, শ্রীমঙ্গল	৪৮,০০০	৩৮,৬৬৭	৮০%
	সর্বমোট	**৪,৮০,৮৩৪**	**৫,৩৭,২৫৭**	**১১২%**

চিত্র ৫.২: বিএফআইডিসি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কাঠের আসবাবপত্র

৫.১৩ শিল্প সেক্টরে আয়/ব্যয়

শিল্প সেক্টরের ৮টি শিল্প ইউনিটে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট আয় ৮,৭৯৮.৯৯ লক্ষ টাকা ও ব্যয় ৬,৭২৮.৩৫ লক্ষ টাকা। লাভ ২,০৭০.৬৪ লক্ষ টাকা।

সারণি ৫.৭: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আয়/ব্যয়ের বিবরণ

ক্রমিক নং	ইউনিটের নাম	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি (+)/ (-)
০১	ক্যাবিনেট ম্যানুফ্যাকচারীং প্লান্ট, মিরপুর, ঢাকা	১,৫৭৬.৫৩	১,২১৪.৫৩	(+) ৩৬২.০০
০২	ইষ্টার্ণ উড ওয়ার্কস, তেজগাঁও, ঢাকা	১,৪০৬.৯৭	১,১৯৮.১৭	(+) ২০৮.৮০
০৩	ক্যাবিনেট ম্যানুফ্যাকচারীং প্লান্ট, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	১,১৭৬.৬৭	৮৩৩.১৭	(+) ৩৪৩.৫০
০৪	ফিডকো ফার্নিচার কমপ্লেক্স, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	১,৩৪৫.৩০	৮৪৩.১২	(+) ৫০২.১৮
০৫	কাষ্ঠ সংরক্ষন ইউনিট,কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	৭৪০.৪২	৬৪৫.১২	(+) ৯৫.৩০
০৬	সাঙ্গু মাতামুহরী কাঠ আহরন ইউনিট, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	৬৪৮.৯৮	৪৯১.২৫	(+) ১৫৭.৭৩
০৭	লাম্বার প্রসেসিং কমপ্লেক্স, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য জেলা।	১,৫৮১.৬৫	১,২৯৩.৯৪	(+) ২৮৭.৭১
০৮	রাবার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, শ্রীমঙ্গল	৩২২.৪৭	২০৯.০৫	(+) ১১৩.৪২
	সর্বমোট	**৮,৭৯৮.৯৯**	**৬,৭২৮.৩৫**	**(+) ২,০৭০.৬৪**

সারণি ৫.৮: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে লাভ/লোকসান বিবরণ

ক্রমিক নং	ইউনিটের নাম	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি (+)/ (-)
০১	০৩ টি রাবার জোন	৭,০২৫.৩৩	১০,৪১৮.০৯	(-) ৩,৩৯২.৭৬
০২	০৮ টি শিল্প ইউনিট	৮,৭৯৮.৯৯	৬,৭২৮.৩৫	(+) ২০,৭০.৬৪
	সর্বমোট ক্ষতি	**১৫,৮২৪.৩২**	**১৭,১৪৬.৪৪**	**(-) ১,৩২২.১২**

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কর্পোরেশনের মোট আর্থিক ক্ষতি ১৩২২.১২ লক্ষ টাকা।

৫.১৪ জনবল

সারণি ৫.৯: বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের জনবল

ক্রমিক নং	শ্রেণী/গ্রেড	অনুমোদিত	কর্মরত জনবল	শূন্যপদ
১	১ম শ্রেণী	২২৬	৬৮	১৫৮
২	২য় শ্রেণী	১৮৫	৫৫	১৩০
৩	৩য় শ্রেণী	৩৪০	১৪৫	১৯৫
৪	৪র্থ শ্রেণী	৫০৫	৪৮৫	২০
মোট		**১২৫৬**	**৭৫৩**	৫০৩
৫	শ্রমিক	৫২৭৭	নিয়মিত : ১৫৯৪ অনিয়মিত : ২৯৮৯	৬৯৪
সর্বমোট			**৪৫৮৩**	

৫.১৫ বিশেষ অর্জনঃ

প্রাকৃতিক রাবার উৎপাদনকারী দেশের সমন্বয়ে গঠিত আর্ন্তজাতিক সংস্থা The Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) এর ১২তম এবং International Rubber Research Development Board এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ রাবার নীতি ২০১০ ও বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন ২০১৩ প্রণয়ন এবং রাবার বোর্ড গঠন করা হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে ১৪.১১ কোটি টাকা ব্যয়ে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে একটি রাবার কাঠ প্রেসার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন ও চট্টগ্রামে রাউজান-রাঙ্গুনিয়া নামে ৫৫০.০ একর নতুন রাবার বাগান সৃজন করা হয়েছে।

৫.১৬ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- উচ্চফলনশীল ক্লোন আমদানী।
- নতুন প্রেসার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন।
- বিদ্যমান শিল্প কারখানা/রাবার বাগানের কারখানা আধুনিকায়ন।
- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসবাবপত্র তৈরী কারখানা স্থাপন।
- তেজগাঁও, ঢাকায় অবস্থিত নিজস্ব জমিতে বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ।

৫.১৭ প্রকল্পের বিবরণ

- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে নিম্নবর্ণিত ০২টি প্রকল্প ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সমাপ্ত হয়েছে।
- "Infrastructure Development of Bhatera Rubber Garden Damages Due to Flood at Kulaura
- Upazila Under Moulovibazar District"শীর্ষক প্রকল্পটি২০১৮ -১৯অর্থ বছরে ২৩৮.৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সমাপ্ত হয়েছে।
- "Pilot Plant Study and Production of Cement Bonded Particle Board in small scale industry as an environment friendly durable material শীর্ষক প্রকল্পটি ৩৫৫.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সমাপ্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.bfri.gov.bd

৬.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) দেশের বন গবেষণা বিষয়ক একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে "ফরেস্ট প্রোডাক্টস ল্যাবরেটরী" নামে চট্টগ্রামে এ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির প্রেক্ষিতে বনজ সম্পদ গবেষণার পাশাপাশি বন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করে ১৯৬৮ সালে বিএফআরআইকে বন বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত সংস্থা হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন ব্রদ্ধি, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ রক্ষা, জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, বন মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, উন্নত ও গুণগত মানসম্পন্ন বীজ ও চারা উৎপাদন, ঔষধি উদ্ভিদ ও বিপন্নপ্রায় উদ্ভিদের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ, বন ব্যাধি ও কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশের উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকি মোকাবেলায় বিশেষ অবদান রাখছে।

৬.২ উদ্দেশ্য

- বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক গবেষণা
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন ও বনজ সম্পদ বিপর্যয় রোধকল্পে গবেষণা
- উন্নতমানের বীজ ও চারা উৎপাদন, নার্সারি ও বন বাগানে পোকামাকড় ও রোগ বালাই দমন, বন্যপ্রাণীসহ জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং মৃত্তিকার উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা
- বাঁশ, বেত ও ভেষজ উদ্ভিদসহ অন্যান্য বনজ সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা
- কাঠ ও অকাষ্ঠল বনজ সম্পদের গুনাগুণ উন্নয়ন, সুষ্ঠু ব্যবহার ও বাণিজ্যিক পণ্য উদ্ভাবন বিষয়ক গবেষণা
- বন বিষয়ক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ-পর্যায়ে ভোক্তাগোষ্ঠিকে এবং দেশের বনবিদ্যা বিষয়ে গবেষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্টদের পরিজ্ঞাতকরণ

৬.৩ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের জনবল

সারণি ৬.১ : বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর মঞ্জুরীকৃত, পূরণকৃত ও শূন্যপদের বিবরণ

পদ (গ্রেড ভিত্তিক)	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	শূণ্য পদ
২য় হতে ৯ম	১০৩	৪৭	৫৬
১০ম গ্রেড	৪৩	২৮	১৫
১১ হতে ১৯ম	৪৩৫	২৪৩	১৯২
২০ম গ্রেড	২১২	১১৯	৯৩
মোট:	৭৯৩	৪৩৭	৩৫৬

৬.৪ প্রধান কার্যবলী

প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা কার্যক্রম বন ব্যবস্থাপনা ও বনজ সম্পদ উইং এর অধীনে ১৭ টি গবেষণা বিভাগ ও ১ টি শাখার আওতায় এবং নিম্নোক্ত ১৩ টি প্রোগ্রাম এরিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

BFRI is now conducting research under the following programme areas:

- Production of quality planting materials
- Plantation technique & forest management
- Breeding and tree improvement
- Bamboo and non-timber economic crops
- Biodiversity conservation
- Forest inventory, growth and yield
- Soil conservation and watershed management
- Social forestry and farming system research
- Forest pest and diseases
- Post harvest utilization-physical processing
- Post harvest utilization-chemical processing
- Climate change adaptation and mitigation
- Training and transfer of technology

৬.৫ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম এর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সদস্য পদ

Sl. No	Title	Country	সংস্থার সদস্য হওয়ার তারিখ
1.	Commonwealth Forestry Association	England	1994
2.	IUFRO (International Union of Forest Research Organization	Austria	1976
3.	APAFRI (Asia Pacific Forest Invasive Species Network)	Malaysia	2001
4.	INBAR (International Network for Bamboo and Rattan)	China	1998

সারণি ৬.২

৬.৬ গবেষণা কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বিএফআরআই এর কারিগরি কমিটির সুপারিশ ও উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদনক্রমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫৩টি গবেষণা স্টাডি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাস্তবায়িত ৫৩টি গবেষণা স্টাডির মধ্যে এ অর্থবছরে ১২ টি গবেষণা স্টাডি সমাপ্ত হয়েছে এবং নতুন ০৮টি গবেষণা স্টাডি গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্ভাবিত প্রযুক্তির তালিকা

সারণি ৬.৩ : ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নিম্নোক্ত ০২ (দুই) টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে

ক্র. নং	উদ্ভাবিত প্রযুক্তি/ তথ্য	বিভাগ
১	টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে ভুদুম বাঁশের (Dendrocalamus giganteus) branch nodal bud হতে direct regeneration এর মাধ্যমে চারা উৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে।	সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ
২	Nursery technique of Gutgutia	সিলভিকালচার রির্সাচ বিভাগ

৬.৭ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ/ সেমিনারের কর্মসূচির সার-সংক্ষেপ

বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৬১টি প্রশিক্ষণ ও ২৯টি সেমিনার/ ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও প্রশিক্ষণে সর্বমোট ৪০৭৩ জন ভোক্তা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যলয়ের অধ্যাপক, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষক ও বিশ্ববিদ্যালের ছাত্র-ছাত্রীসহ ৭৫৭ জন বিএফআরআই পরিদর্শন করেন।

প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ/সেমিনার	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৬১ টি	১৮৩৯ জন
ওয়ার্কশপ / সেমিনার	২৯ টি	২২৩৪ জন
পরিদর্শন	১৮ টি	৭৫৭ জন
মোট	১০৮টি	৪৮৩০ জন
মেলা	০৬	

৬.৮ পরামর্শ ও সেবামূলক কর্মকান্ডের তালিকা

সারণি ৬.৪

কাঠ ও উদ্ভিদের নমুনা সনাক্তকরণ, শক্তি সম্বন্ধীয় গুণাগুণ নির্ণয়, পোকা-মোকড় ও রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা, মৃত্তিকার নমুনা বিশ্লেষণ প্রভৃতি বিষয়ে ১৮২ টি পরামর্শ ও সেবা প্রদান করা হয়েছে।

সারণি ৬.৫

ক্রমিক নং	বিষয়	সেবা প্রদানের সংখ্যা
১.	কাঠ সনাক্তকরণ	৪২টি
২.	কাঠের ভৌত ও যান্ত্রিক গুণাবলী নির্ণয়	৬৬টি
৩.	উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরণ	২৮টি
৪.	আগর উৎপাদন, নিষ্কাশন, বাজারজাতকরণ বিষয়ক	২০টি
৫.	রাসায়নিক বস্তু প্রয়োগে কাঠ, বাঁশ, ছন ইত্যাদির আয়ুস্কাল বৃদ্ধি	০৭টি
৬.	অন্যান্য সেবা	১৯ট
	মোট	১৮২টি

৬.৯ চারা / বীজ বিতরণমূলক সেবা প্রদানের বিবরণ

বিএফআরআই এর নার্সারীতে উত্তোলিত উন্নতমানের বাঁশ, বেত , বনজ, ফলদ বৃক্ষ সহ ঔষধি উদ্ভিদের মোট ৬১,২৪৫টি চারা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া মাতৃবৃক্ষের বাগান থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের উন্নতমানের বীজ সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

সারণি ৬.৬ : বীজ বিতরণমূলক সেবা প্রদানের বিবরণ

ক্রমিক নং	বিষয়	বিভাগ	সংখ্যা
১.	বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশের চারা বিতরণ	সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ	২,৯৪৯টি
২.	ঔষধি উদ্ভিদের চারা বিতরণ	গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ	৪৫৫টি
		সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ	১০০টি
৩.	বেতের চারা বিতরণ	গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ	৮,২২০টি
৪.	বনজ বৃক্ষ প্রজাতির চারা বিতরণ	সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগ	২৩,৫৬২টি
		বীজ বাগান বিভাগ	১৪,০০০টি
		সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ	২,৭৮৫টি
৫.	ফলদ বৃক্ষের চারা বিতরণ	প্লান্টেশান ট্রায়াল ইউনিট বিভাগ	৯,১৭৪টি
	মোট চারা বিতরণ	৬১,২৪৫টি	
৬.	বিভিন্ন বৃক্ষ প্রজাতির বীজ বিতরণ	বীজ বাগান বিভাগ	৪৩কেজি

৬.১০ বিএফআরআই এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ এর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

বিএফআরআই এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ বিভিন্ন সংস্থায় (লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), বিএআরসিসহ বিএফআরআই এর অভ্যন্তরীণ নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

প্রশিক্ষণের বিষয়ের সংখ্যা (দেশ)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (দেশ)	প্রশিক্ষণের বিষয়ের সংখ্যা (বিদেশ)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (বিদেশ)	মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (দেশ ও বিদেশ)
৩৬টি	৮৬জন	০৮টি	১৩জন	১৫২জন

৬.১১ প্রকাশনা

বিএফআরআই কর্তৃক ২০১৮-১৯অর্থবছরে ৩২টি বৈজ্ঞানিক ও পপুলার আর্টিকেল বিভিন্ন দেশী-বিদেশী জার্নাল, বুলেটিন/ বুকলেট, নিউজলেটার-এ প্রকাশিত হয়েছে।

সারণি ৬.৭

বিভাগ	জার্নাল পেপার	বুলেটিন / বুকলেট	প্রসেডিংস পেপার	পপুলার আর্টিকেল	নিউজলেটার	মোট
বন ব্যবস্থাপনা উইং						
বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ	০১	-	-	০২	০২	০৫
বন ইনভেন্টরী বিভাগ	০২	-	-	-	-	০২
বন রক্ষণ বিভাগ		-	-	০১	০১	০২
ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগ	০৩			০১	-	০৪
প্লান্টেশান ট্রায়াল ইউনিট বিভাগ	০১					০১
গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ	০১	-	-	-	-	০১
প্লান্টেশন ট্রায়েল ইউনিট বিভাগ	০১			০২	০২	০৪

বিভাগ	জার্নাল পেপার	বুলেটিন/ বুকলেট	প্রসেডিংস পেপার	পপুলার আর্টিকেল	নিউজলেটার	মোট
সিলভিকালচার জেনেটিক বিভাগ	০৩	-				০৩
সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগ	০১	-	-	-	০৩	০৪
বীজ বাগান বিভাগ	০১	-	-	-	-	০১
ক) উপ মোট	১৪			০৬	০৭	২৭
বনজ সম্পদ উইং						
বন রসায়ন বিভাগ	০১	-	-	-		০১
মন্ড ও কাগজ বিভাগ	০১	-	-	-		০১
কাষ্ঠ শুষ্কিকরণ ও শক্তি নিরুপণ বিভাগ	০১	-	-	-		০১
কাষ্ঠ সংরক্ষণ বিভাগ	০২	-	-	-	-	০২
খ) উপ মোট	০৫					০৫
মোট (ক+খ)	১৯			০৬	০৭	৩২
সর্বমোট						৩২

৬.১২ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পুরস্কার অর্জন

সারণি ৬.৮ : ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পুরস্কার অর্জন

ক্রমিক নং	পুরস্কার/ সম্মাননার নাম ও প্রাপ্তির সন	পুরস্কার/ সম্মাননার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য
১.	"উন্নয়ন মেলা ২০১৮"	জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম	বিএফআরআই, চট্টগ্রম
২.	"বৃক্ষমেলা -২০১৮, চট্টগ্রাম"	চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ	বিএফআরআই, চট্টগ্রম
৩.	বাংলাদে শ একাডেমি অফ এ্যাগ্রিকালচার কর্তৃক প্রদত্ত "Achievement Award ২০১৮"	মাঠ পর্যায়ে দেশের বন ও বনজ সম্পদ বিষয়ক গবেষণা য় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ	বিএফআরআই, চট্টগ্রম
৪.	জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৯	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়: পরিে বশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ক্যাটাগরিতে পুরষ্কার অর্জন	বিএফআরআই, চট্টগ্রম
৪.	সংরক্ষণ ও গবেষণা ক্যাটাগরিতে বৃক্ষ রোপন -২০১৮	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাঁশের যোজিতপণ্য তৈরীর কৌশল উদ্ভাবন স্বরুপ প্রদত্ত জাতীয় পুরষ্কার অর্জন	ড. খুরশীদ আকতার, পরিচালক (দা.প্রা.), বিএফআরআই

৬.১৩ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের তালিকা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় ০২টি, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের অর্থায়নে ০২টি এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প (এনএটিপি) অর্থায়নে ০৩টিসহ নিম্নোক্ত মোট ০৭টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সারণি ৬.৯

ক্রমিক নং	উন্নয়ন প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	অর্থায়ন
১	নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলায় আঞ্চলিক বাঁশ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (আরবিআরটিসি) Establishment of Regional Bamboo Research and	০১.০১.২০১৬ হতে ৩১.১২.২০২০	জিওবি
২	মানসম্পন্ন বীজের উৎসের উন্নয়ন এবং পরিজ্ঞাতকরণ Quality Seed Source Development and its	০১.০৬.২০১৫ হতে ৩০.০৬.২০২০	জিওবি
৩	সুন্দরবনের মৌমাছির উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন Studies on the honey bees of the Sundarbans in relation	০১.০৭.২০১৭ হতে ৩০.০৬.২০১৮	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল
৪	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এলাকায় অবকাঠামোসমূহ উন্নয়ন	০১.০৭ ২০১৮ হতে ৩০.০৬.২০২০	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল
৫	চা বাগানের ছায়া প্রদানকারী গাছের রোগবালাই ও তার ব্যবস্থাপনা Studies on gummosis of shade trees in tea plantation	০১.০৪.২০১৭ হতে ৩০.০৯.২০১৮	PIU-BARC, NATP-2
৬	এগ্রোফরেস্ট্রির মাধ্যমে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার জুম সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন Agro-forestry for livelihood development of Jhumia community (shifting cultivators) in Chittagong Hill	০১.০৪.২০১৭ হতে ৩০.০৯.২০১৮	PIU-BARC, NATP-2
৭	বিপদাপন্ন ফরেষ্ট জেনেটিক রিসোর্সেস (ঔষধি উদ্ভিদসহ) এর অনুসন্ধান, সনাক্তকরণ, মাল্টিপ্লিকেশন এবং এক্স-সিটো কনজারভেশন Exploration, Identification Characterization, Multiplication and Ex-situ conservation of Endangered	০১.০৭.২০১৭ হতে ৩০.০৯.২০২০	PIU-BARC, NATP-2

৬.১৪ উল্লেখযোগ্য গবেষণা সাফল্য

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার বনাঞ্চলে সৃজিত আকাশমনি এবং ফরিদপুর ও রাজবাড়ি জেলায় ওডলটে সৃজিত মেহগিনি গাছের বর্ধন ও উৎপাদন হার নির্ণয়ের স্থাপিত স্থায়ী নমুনা প্লট হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সংগ্রহকৃত উপাত্ত বিশ্লেষনের কাজ চলমান। উপকূলীয় বনাঞ্চলে সৃজিত আন্ডার প্লানটিং ম্যানগ্রোভ প্রজাতি বৃক্ষের উৎপাদন ও বর্ধন হার নির্ণয়ে রাঙ্গাবালী ও চর কুকরি-মুকরি বনাঞ্চলে স্থাপিত স্থায়ী নমুনা প্লট হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে সংগ্রহকৃত উপাত্ত বিশ্লেষনের কাজ চলমান। দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে সৃজিত হাইব্রিড একাশিয়া ও জারুল গাছের এবং হাওর-বাওর অঞ্চলে জন্মানো হিজল ও করজ গাছের ভল্যুম নির্ণয়ের উপাত্ত সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষণ করে গাণিতিক সমীকরণ উন্নয়ন করা হয়েছে। নির্ণীত সমীকরণের সাহয্যে শুধু বেড় অথবা বেড় ও উচ্চতা জানা থাকলে এদের ভল্যুম নির্ণয় করা যায়। উক্ত গবেষণা কাজের চূড়ান্ত প্রতিবেন তৈরী করা হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত গবেষণা হতে তিনটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশের কাজ চলমান। উপকূলীয় বনাঞ্চলে সৃজিত কেওড়া গাছের ভল্যুম নির্ণয়ের মাঠ পর্য্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে উপকূলীয় বনাঞ্চলে সৃজিত দাড়ানো কেওড়া গাছের ভল্যুম নির্ণয়ের উপাত্ত সংগ্রহ

চিত্র ৬.১ : উপকূলীয় বনাঞ্চলে কেওড়া গাছের ভল্যুম নির্ণয়ের উপাত্ত সংগ্রহ

উপকূলীয় এলাকার অপেক্ষাকৃত উঁচু কেওড়া বনের অভ্যন্তরে বাঁশের দুইটি প্রজাতির যথা বাংলা বা বাইজ্যা *(Bambusa vulgaris)* বরাক *(B. balcooa)* বাঁশের পরীক্ষামূলক ৪.০ হেক্টর এবং জালি ও কেরাক বেতের ৪.০ হেক্টর বাগান উত্তোলন করা হয়। বিগত ২০১৭ এবং ২০১৮ সনের পরীক্ষামূলক বাগানের প্রাপ্ত ডাটা হতে দেখা যায় যে, বাংলা বাঁশের বেঁচে থাকার হার সন্তোষজনক এবং নতুন কোড়ল গজানোর হারও সন্তোষজনক তবে বরাক বাঁশের বাঁচন হার ও কোড়ল গজানোর হার সন্তোষজনক নয়। অন্যদিকে জালি বেতের ২০১৭ সনের বাগানের নতুন কোড়ল গজানোর হার সন্তোষজনক কিন্তু ২০১৮ সনের জালি এবং কেরাক বেতের নতুন কোড়ল গজাতে দেখা যায়নি । তবে জালি ও কেরাক বেতের বেঁচে থাকার হার সন্তোষজনক এবং বর্ধনহার ভাল পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র ৬.২ : রাঙ্গাবালির চর নজির এলাকায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উত্তোলিত বাঁশের বাগান

উপকূলীয় এলাকায় কেওড়া বনের অভ্যন্তরে গৌণ ম্যানগ্রোভ প্রজাতি যথা -আমুর, জিরবট, নোনা ঝাউ, ছনবলই, পুনিয়াল, সিংড়া, ঝানা, গরান এবং পানি কাপিলার ২০,০০০ টি. চারা উত্তোলন পূর্বক ৪.০০ হেক্টর বাগান উত্তোলন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-২০১৮ সনের পরীক্ষামূলক বাগানের প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, পানি কাপিলা, বলা, আমুর, সিংড়ার বেঁচে থাকার হার সন্তোষজনক।

চিত্র ৬.৩ : রাঙ্গাবালির সোনার চরে কেওড়া বাগানের গেওয়া প্রজাতির চারা

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী, ভোলা জেলার চর কুকরী-মুকরী, নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও নিঝুম দ্বীপে এবং চট্রগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন বয়সের কেওড়া বনের অভ্যন্তরে ১৪৪ টি স্থায়ী নমুনা প্লট স্থাপন করা হয়েছে। নমুনা প্লট হতে সংগৃহিত রিজেনারেশন ডাটা হতে দেখা যায় যে, উপকূলীয় এলাকার রাঙ্গাবালী এলাকায় মোট ১১ টি বৃক্ষ প্রজাতির হেক্টর প্রতি ১৮,০৭২ টি, চর কুকরী-মুকরী এলাকায় ১২ টি বৃক্ষ প্রজাতির হেক্টর প্রতি ৯,৮২৫ টি, হাতিয়া ও নিঝুম দ্বীপে ৬টি বৃক্ষ প্রজাতির হেক্টর প্রতি ৬১,৩১৯ টি এবং সীতাকুন্ড এলাকায় ৬টি বৃক্ষ প্রজাতির হেক্টর প্রতি মোট ১২,২৩৮ টি প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো গাছের চারা পাওয়া যায়।

উপকূলীয় চরাঞ্চলে কেওড়া বনের অভ্যন্তরে বনায়নের জন্য ম্যানগ্রোভ প্রজাতির মধ্যে সুন্দরী, গেওয়া, পশুর, খলসী, সিংড়া, হেঁতাল ও গোলপাতা উপযুক্ত প্রজাতি হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। আবার উঁচু ভূমিতে লাগানোর জন্য নন-ম্যানগ্রোভ প্রজাতির মধ্যে ঝাউ, রেইন ট্রি, খইয়া বাবলা, সাদা কড়ই, কালো কড়ই এবং বাবলা বনায়নের জন্য উপযুক্ত হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। উপকূলীয় উঁচু ভূমিতে পাম প্রজাতির মধ্যে তাল, নারিকেল এবং খেজুর উপযুক্ত প্রজাতি হিসাবে পাওয়া গেছে। ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বাগানগুলি বিশেষ করে সুন্দরী, গেওয়া, খলসী প্রজাতিগুলি উপকূলীয় এলাকায় বীজের উৎস হিসাবে কাজ করছে। উপকূলীয় বনভূমিতে উক্ত প্রজাতিগুলির প্রাকৃতিকভাবে রিজেনারেশন সৃষ্টি হচ্ছে। উপকূলীয় পূর্বাঞ্চলে উঁচু ভূমিতে ঝাউ, পায়রা, করনজা এবং বাবলা প্রজাতির মিশ্র বাগান সৃজনের মডেল উদ্ভাবন করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির ঔষধি ব"ক্ষের যেমন- কাঠবাদাম, অর্জুন, খয়ের, নিম, কদম, পিতরাজ, বহেরা, হরিতকি এবং বকাইন প্রজাতির বাগান উত্তোলন কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যে নোয়াখালী ও সীতাকুন্ড এলাকায় তাল, নারিকেল, সুপারি ও খেজুরের ২০০০ টি চারা নার্সারীতে উত্তোলন করা হয়েছে এবং ৩.০ হেক্টর দেশি পাম প্রজাতির পরীক্ষামূলক বাগান উত্তোলন করা হয়েছে।

চিত্র ৬.৪ : চর ওসমান বন গবেষণা কেন্দ্রে নার্সারীতে উত্তোলিত তালের চারা

ভোক্তাসাধারনের মাঝে বাঁশের চারা সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ থেকে কঞ্চি কলম পদ্ধতিতে বাঁশের ১৩ টি প্রজাতির ১২,০০০ চারা উত্তোলন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সরকারী রেভিনিউ সংগ্রহের মাধ্যমে সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তি পর্যায়ে ভোক্তাসাধারনের মাঝে ২,৫৪৯ টি বাঁশের চারা বিতরণ করা হয়েছে ও বিতরন প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। বাঁশের চারা সহজলভ্য হওয়ায় চারার চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতি বছর বাঁশ চাষে ভোক্তা সাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষপ্রজাতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অত্র বিভাগ থেকে ৯টি বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতির ৫,০০০ চারা উত্তোলন করা হয়েছে। IFESCU, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, কক্সবাজার রাডার ইউনিট এ উত্তোলিত ৪ একর বাগানে ৪৮ টি বিলুপ্ত প্রায় বৃক্ষ প্রজাতি সংরক্ষন ও রক্ষনাবেক্ষন করা হয়েছে। বাঁশ, বৃক্ষ ও ঔষধি উদ্ভিদের উন্নতমানের চারা উৎপাদন ও সংরক্ষনের উদ্দেশ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে বাঁশের ৩ টি প্রজাতির ১,৫০০ চারা মাটিতে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং ল্যাবে অধিকসংখ্যক চারা উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

চিত্র ৬.৫ : নার্সারী বেডে কঞ্চিকলম

চিত্র ৬.৬ : পলিব্যাগে বাঁশের চারা

টিস্যুকালচার প্রক্রিয়ায় ডায়বেটিক প্লান্ট (*Gynura procumbens*) এর চারা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। এছাড়া টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে আগর, বৈলাম ও তমালের অধিক সংখ্যক উন্নত চারা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন প্রক্রিয়া চলমান আছে। বাংলাদেশে রাবার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চ ফলনশীল রাবার গাছের গুনাগুন সম্পন্ন অধিক সংখ্যক চারা উৎপাদনে টিস্যুকালচার গবেষণা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

(ক) (খ) (গ)

চিত্র ৬.৭ : টিস্যু কালচারের মাধ্যমে বৈলাম (ক) ও আগর (খ) এর চারা উৎপাদন এবং লটকন (গ) এর ক্যালাস কালচার

বনায়ন খাতে বিনিয়োগের সফলতা যাচাইয়ের অর্থনৈতিক বিচার বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে প্রেক্ষাপটে রংপুর ও বগুড়া সামাজিক বন বিভাগে ২০০০-০১ হতে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে সৃজিত অংশগ্রহণমূলক বাগানকে স্টাডি এরিয়া হিসাবে নির্বাচন পূর্বক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা হয়। উত্তরাঞ্চলের সামাজিক বন বিভাগ ২টিতে উল্লেখিত অর্থবছরসমুহে বনায়ন খাতে বিনিয়োগের আয় হার উভয় সামাজিক বন বিভাগের বাগানে সুযোগ ব্যয়ের (১০%) দ্বিগুণের অধিক । সুতরাং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের ফলশ্রুতিতে এ খাতে গ্রামীণ অংশগ্রাহী দরিদ্র জনগোষ্ঠি আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ায় তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানে সচ্ছলতা যেমন এসেছে তেমনি পরিবেশের জীব-বৈচিত্র ও সমৃদ্ধ হয়েছে। অতএব, গৃহীত স্টাডির বিচার বিশ্লেষণ অংশগ্রহণমূলক বনায়ন খাতে ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নে অত্যন্ত ফলপ্রসু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- Nursery Pest and Disease Management" technology of Bangladesh Forest Research Institute (BFRI). প্রযুক্তিটি নার্সারি মালিকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ৮১% নার্সারি মালিক প্রশিক্ষণটি গ্রহনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রশিক্ষন প্রাপ্ত নার্সারি মালিকগন প্রতি একরে অতিরিক্ত ১,৪১,৬৬৯ টাকা লাভ করন এবং কীটনাশক কম ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দুষণ কম হয়। সুতরাং এ প্রযুক্তিটি মাঠ পর্যায়ে সফলভাবে সম্প্রসারিত করা হলে পরিবেশ দূষণ কমে আসবে এবং দেশ-জাতি আর্থিকভাবে লাভবান হবে। গুরুত্বপূর্ণ ১২ টি ঔষধি উদ্ভিদের প্রোপাগিউল সংগ্রহ করে নার্সারিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বজ্রাদাম, মহুয়া ও কুসুম এর সম্ভাব্য চারা উত্তোলন কৌশল বের করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন ডেল্ড্রো-ইকোলজিক্যাল অঞ্চলে বনায়নের জন্য স্থান উপযোগী প্রজাতি নির্ধারণ করা হয়েছে ফলে এদের উৎপাদন বৃদ্ধি সূচক নির্ধারণ সম্ভব হবে। বিপন্ন প্রায় উদ্ভিদ প্রজাতি ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

- মান সম্পন্ন বীজ ও চারার উৎপাদনে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- গুটগুটিয়া ও বৈলাম এর নার্সারি কৌশল নিরুপণ করা হয়েছে এবং অন্য বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতি গোদা, বরুন এবং বান্দরহোলার নার্সারি কৌশল গবেষণা চলমান রয়েছে।

- দেশীয় গুরুত্বপূর্ণ ২৯ টি বৃক্ষ প্রজাতির ৩০,০০০ হাজার চারা উত্তোলন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান (বন বিভাগ, সিটি কর্পোরেশন, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী), শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনজিও, চট্টগ্রাম রোটারী ক্লাব এবং ব্যক্তিপর্যায়ে সরকার নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ ও বিনামূল্যে বিতরণ সাপেক্ষে জুন/২০১৯ পর্যন্ত সর্বমোট ২৩,৫৬২ টি চারা সরবরাহ করা হয়েছে এবং ১,০৮,৩৯০/- রাজস্ব জমা দেওয়া হয়েছে ।

- শাল সহযোগী প্রজাতির বর্ধন হার সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে যা ধ্বংস প্রায় শাল বনের পুনরুদ্ধারের ও শাল সহযোগী প্রজাতি বনায়নের মাধ্যমে ধ্বংস প্রায় শাল বনের পুনঃ সংরক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে, ফলে শাল বন সংরক্ষণ, কাঠ, জ্বালানী কাঠের উৎপাদন বৃদ্ধি, হিউমাস উৎপাদন মাধ্যমে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি সম্ভব হবে।
  খাসিয়া পান চাষাবাদ পদ্ধতির জন্য সহায়ক বৃক্ষের উপযুক্ত ঢাল ছাটাইকরন নির্ণয় করা হচেছ যেটি সহায়ক বৃক্ষের বৃদ্ধি মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

- পাল্প উৎপাদন মাত্রা পরীক্ষণের লক্ষ্যে হেড কোয়াটার নার্সারিতে নলিতার চারা উত্তোলন কৌশল নিরুপণ করা হয়েছে এবং পরীক্ষামূলক বাগান সৃজনের জন্য সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগের চারটি গবেষণা কেন্দ্রে (কেওঁচিয়া-সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম; চাড়ালজানি-মধুপুর, টাঙ্গাইল, চরকাই-বিরামপুর, দিনাজপুর এবং লাউয়াছড়া-শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার) চারটি দূরত্বে (0.5 x 0.5 মি; 1.0x 1.0 মি.; 1.5 x 1.5 মি. এবং 2.0 x 2.0 মি.) প্রায় ৭ হেক্টর পরীক্ষামূলক বাগান সৃজিত হয়েছে।

- Influence of age on chemical pulping of gamar (Gmelina arborea) and akashmoni (Acacia auriculiformis) স্টাডির আওতায় ৮ বছর বয়সের আকাশমনি গাছের চিপস হতে তৈরী কাগজের সীটের ভৌত শক্তি বেশি পাওয়া গিয়েছে।

৬.১৫ গবেষণা কার্যক্রম

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ১২ টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া এই অর্থ বছরে নতুন ১৬ টি গবেষণা কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে এবং পূর্বে গৃহীত ৩৮ টি গবেষণা চলমান রয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সমাপ্ত গবেষণাসমূহের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো-

Sl. No.	Title of the Study	Division	Starting year	Ending year
1	Artificial Inoculation of agarwood (Aquilaria malaccensis Lam.) by Chemical Inducing Agent(s).	FCD	2014-15	2018-19
2	Regeneration status and floristic composition of Kaptai National Park	FBD	2016-17	2018-19
3	Nursery techniques of three medicinal plants: kusum (Schleichera oleosa), mahua (Madhuca indica) and box-badam (Sterculia foetida).	MFPD	2017-18	2018-19
4	Population Status and Conservation of Nocturnal Mammals and Birds in BFRI Campus	WL	2016-17	2018-19
5	Impact of participatory forestry on financial and livelihood of local people innorthern region of Bangladesh.s	FED	2016-17	2018-19
6	Preparation of volume tables of Acacia hybrid, hijol (Barringtonia acutangula),karoj(Pongamia pinnata)and jarul (Lagerstroemia speciosa)	FID	2016-17	2018-19

7	Effect of acacia and eucalyptus tree species on soil properties in three Agro Ecological Zones (AEZs) of Bangladesh	SSD	2016-17	2018-19
8	Popularization of agar deposition and oil extraction techniques of agar plant.	FCD	2016-17	2018-19
9	Influence of age on chemical pulping of gamar (Gmelina arborea) and akashmoni (Acacia auriculiformis)	P&P	2015-16	2018-19
10	Effect of heat treatment on physical and mechanical properties of ghora neem (Melia azedarach), jam (Syzygium cumini), rain tree (Samanea saman), jarul (Lagerstroemia speciosa) and akashmoni (Acacia auriculiformis) wood.	S &TPD	2016-17	2018-19
11	Suitability of uprooted tea plants (Camellia sinensis) for particleboard and pulp production.	VCWPD	2016-17	2018-19
12	Characterization and potential uses of mahogany (Swietenia macrophylla) wood for furniture and construction materials.	WWTED	2017-18	2018-19

৬.১৬ প্রশিক্ষন কার্যক্রম

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কার্যক্রম জনসম্মুখে তুলে ধরার জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৪৩ টি প্রশিক্ষন কোর্স/কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন শ্রেনি পেশার ১২৫৮ জন লোক অংশগ্রহন করে। এছাড়া জনসাধারন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে ২৪ টি মেলা আয়োজন করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১৮ টি প্রশিক্ষন কোর্স আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ৫৮৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি অংশগ্রহন করে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

www.bnh.gov.bd

৭.১ পরিচিতি

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম (বিএনএইচ) দেশের উদ্ভিদ প্রজাতি জরিপ, নমুনা সংগ্রহ, সনাক্তকরণ, ডকুমেন্টেশন ও শুষ্ক উদ্ভিদ নমুনা সংরক্ষণ এবং শ্রেণীবিদ্যা (Taxonomy) বিষয়ক একটি জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান। হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত তথ্যসমৃদ্ধ এসকল উদ্ভিদ নমুনা জাতীয় সম্পদ হিসেবে যুগ যুগ ধরে দেশের উদ্ভিদ বিজ্ঞান চর্চায় রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এসকল নমুনাসমূহ দেশীয় উদ্ভিদ প্রজাতি ও বৈচিত্র্য সঠিকভাবে সনাক্তকরণের এবং মূল্যায়নের অন্যতম ভিত্তি। প্রতিষ্ঠানটি দেশের বিলুপ্তপ্রায় ও ভেষজ উদ্ভিদসহ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ সম্পদের গবেষণা ও উন্নয়ন, এবং পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের যাত্রা শুরু হয় ১৯৭০ সালে 'বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইস্ট পাকিস্থান' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রকল্পটি 'বোটানিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ' নামে প্রথমে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং পরে বন, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭৫ সালের ১ জুলাই থেকে প্রকল্পটি 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠানটি ১ জুলাই ১৯৯৪ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের (বর্তমান নাম: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়) অধীনে ন্যাস্থ হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০০ তারিখে মিরপুর জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান প্রাঙ্গনে হারবেরিয়ামের নিজস্ব ভবনটির উদ্বোধন করেন। ১৬ অক্টোবর ২০০৪ সালে হারবেরিয়ামকে পরিদপ্তর হিসাবে ঘোষনা করা হয়।

৭.২ কার্যাবলী

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের কর্মকান্ড মূলত নির্মোক্ত ছয়টি সুনির্দ্দিষ্ট ভাগে সম্পন্ন হয়ে থাকে :

৭.২.১. উদ্ভিদ জরীপ, নমুনা সংগ্রহ এবং হারবেরিয়াম শীট প্রস্তুতকরণ

উদ্ভিদ জরীপ কার্যক্রম ন্যাশনাল হারবেরিয়াম থেকে সম্পাদিত কর্মকান্ডের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হারবেরিয়ামের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ সাধারণত ভাউচার হারবেরিয়াম শীট তৈরীর লক্ষ্যে নিয়মিত ভাবে দেশের বনভূমি, সমতলভূমি, জলাভূমি এবং পাহাড়ী এলাকাসহ বিভিন্ন ইকোসিস্টেমে জরীপের মাধ্যমে ছবি, তথ্য ও ফুল-ফল সমেত উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ করে থাকেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে গাছের ফল ও বীজ শুকিয়ে বোতলে অথবা রসালো ফুল, ফল, টিউবার বা অন্যান্য নরম অংশ স্পিরিটে সংরক্ষণ করে থাকেন। জরীপকালে বড় বৃক্ষ, গুল্ম ও লতা জাতীয় উদ্ভিদের ফুল-ফল, পাতা ও ডাল সমেত একটি অংশ এবং ছোট বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের সমগ্র অংশ সংগ্রহ করা হয়। প্রতিটি উদ্ভিদ হতে সাধারণত ৩-৪টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে, তবে বিরল প্রজাতির ক্ষেত্রে এমনভাবে নমুনা সংগ্রহ করা হয় যেন সেগুলো পরবর্তীতে বংশবিস্তার করতে পারে। সংগৃহীত প্রতিটি উদ্ভিদ নমুনার জন্য একটি কালেকশন নাম্বার দিয়ে এদের বৈজ্ঞানিক নাম, স্থানীয় নাম, পরিবার, সংগ্রহ স্থান ও তারিখ, গাছের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, লোকজ ব্যবহার, বাস্তুসংস্থান, প্রাচুর্য ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যাদি ফিল্ড নোটবুকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

চিত্র ৭.১: বগালেক-কেওক্রাডং, বান্দরবান হতে উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ

চিত্র ৭.২: লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, মৌলভীবাজার হতে উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ

চিত্র ৭.৩: পলি ফরেস্ট, রুমা, বান্দরবান হতে উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ

চিত্র ৭.৪: আদমপুর ফরেস্ট, মৌলভীবাজার হতে উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ

পরবর্তীতে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উদ্ভিদ নমুনাগুলোর অতিরিক্ত অংশ ছাটাই করে একটি নির্দিষ্ট মাপে কেটে পুরাতন খবরের কাগজে স্থাপন করা হয়। উদ্ভিদ নমুনা সমেত প্রতিটি কাগজের ফাঁকে একটি করে খবরের কাগজ পর পর রেখে সজ্জিত করা হয়। সর্বশেষে সজ্জিত নমুনার স্তূপটি প্লান্ট প্রেস জোড়ের মধ্যে রেখে দড়ি দ্বারা শক্ত করে চেপে বাঁধা হয়। এভাবে সংগৃহীত নমুনা সমেত প্লান্ট প্রেসটি সূর্যালোকে বা ইলেকট্রিক ড্রায়ারে রেখে শুকানো হয়। উদ্ভিদ নমুনাগুলো পরিপূর্ণভাবে শুকানো হলে প্রতিটি উদ্ভিদের ১টি নমুনা নির্দিষ্ট মাপের সুইডিশ বোর্ড পেপারের উপর গাম দিয়ে লাগিয়ে হারবেরিয়াম শীট প্রস্তুত করা হয়। অপরদিকে, প্রতিটি উদ্ভিদ হতে সংগৃহীত অবশিষ্ট দুই থেকে তিনটি নমুনা পৃথকভাবে ডুপ্লিকেট বক্সে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে, যা দেশের ও বিদেশের অন্যান্য হারবেরিয়ামের মধ্যে লোন (loan) এবং এক্সচেঞ্জ ম্যাটিরিয়্যাল (exchange material) হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ওপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত হারবেরিয়াম শীটে ফিল্ড নোটবুকে লিপিবদ্ধকৃত তথ্য সম্বলিত লেবেল, পকেট খামে স্থাপিত নমুনার কিছু অংশ (পাতা, ফুল ও ফল) এবং সংগ্রহের স্থান চিহ্নিত ম্যাপ লাগিয়ে একটি তথ্যপূর্ণ হারবেরিয়াম শীট প্রস্তুত করা হয়। এসকল হারবেরিয়াম শীট সংরক্ষণের পূর্বে মাইনাস ২০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৭২ ঘন্টা ফ্রিজিং করে ছত্রাক, এবং পোকা-মাকড়ের ডিম ও লার্ভা মুক্ত (নির্জীব করা) করা হয়।

৭.২.২. উদ্ভিদ শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত গবেষণা

উদ্ভিদ শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল- উদ্ভিদ প্রজাতি সনাক্তকরণ, শ্রেণী বিন্যাসকরণ, নতুন উদ্ভিদ প্রজাতি আবিষ্কার ও নামকরণ, এবং বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়করণ। মাঠ পর্যায়ে সংগ্রহীত উদ্ভিদ নমুনাসমূহ হারবেরিয়ামের বিজ্ঞানীগন সাধারণত হারবেরিয়াম কাপর্বোড-এ সংরক্ষিত ও সঠিকভাবে সনাক্তকৃত হারবেরিয়াম শীটের সাথে মিলিয়ে (match) সনাক্ত করে থাকেন। তবে সম্পূর্ণ অপরিচিত কিংবা জটিল নমুনা সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ফুল-ফলসহ অন্যান্য অংগসমূহ গবেষণাগারে ব্যবচ্ছেদপূর্বক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। পরবর্তিতে বিভিন্ন দেশের নির্ভরযোগ্য ফ্লোরার সাথে পর্যবেক্ষণকৃত বৈশিষ্ট্যসমূহের তুলনা করে সংগৃহীত উদ্ভিদ প্রজাতিগুলো সনাক্ত করা হয়ে থাকে। যে সকল উদ্ভিদ প্রজাতির বৈশিষ্ট ট্যাক্সোনমিক্যাল (taxonomical) গবেষণার মাধ্যমে ইতোমধ্যে আবিস্কৃত অন্য কোন উদ্ভিদ প্রজাতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় বলে প্রমানিত হয়, সেগুলোকে নতুন প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এভাবে গবেষণার মাধ্যমে কোন নতুন প্রজাতি আবিস্কার করা হলে আইসিবিএন অনুযায়ী উহার নামকরণ ও শ্রেণী বিন্যাসপূর্বক দেশী/বিদেশী জার্নালে প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে পারস্পারিক সাদৃশ্য/বৈসাদৃশ্য ও সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য হারবেরিয়ামের গবেষণাগারে ট্যাক্সোনমিক্যাল (ঃধীড়হড়সরপধষ) গবেষণার পাশাপাশি সাইটোলজিক্যাল (পুঃড়ষড়মরপধষ) ও এনাটমিক্যাল (ধহধঃড়সরপধষ) গবেষণা পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

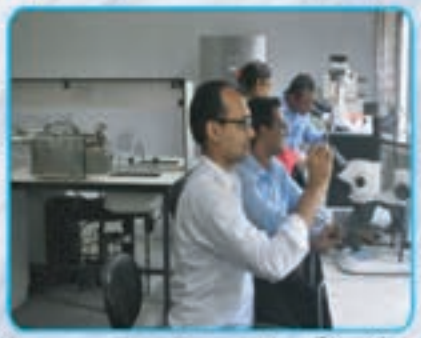

চিত্র ৭.৫: হারবেরিয়ামের বিজ্ঞানী কর্তৃক গবেষণাগারে উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরণ

চিত্র ৭.৬: হারবেরিয়াম কাপবোর্ডে সংগৃহীত উদ্ভিদ নমুনা পর্যবেক্ষণ

চিত্র ৭.৭: হারবেরিয়ামে সংগৃহীত উদ্ভিদ নমুনার চিত্রাঙ্কন

৭.২.৩. নমুনা সংরক্ষণ ও হারবেরিয়াম ব্যবস্থাপনা

ট্যাক্সোনমিক (taxonomic) গবেষণার মাধ্যমে সনাক্তকৃত সকল উদ্ভিদ নমুনা ক্রনকুইস্টের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী হারবেরিয়াম কাপর্বোড-এ সংরক্ষণের পূর্বে প্রতিটি হারবেরিয়াম শীটে একটি একসেশন নম্বর প্রদান করা হয়। প্রতিটি উদ্ভিদ নমুনাকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করতে এই একসেশন নম্বর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রতিটি প্রজাতির জন্য একটি স্বতন্ত্র (প্রয়োজনে একাধিক) ফোল্ডার তৈরী করে উক্ত প্রজাতির সকল নমুনা উহার ভিতর স্থাপন করা হয়। কাপবোর্ডে সংরক্ষিত প্রতিটি পরিবারের অধিন্যস্ত গণ এবং প্রজাতি সমূহকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজিয়ে রাখা হয়। উদ্ভিদ নমুনাসমূহ শুষ্কাবস্থায় সংগ্রহের পাশাপাশি উদ্ভিদের ফল ও বীজ শুষ্কাবস্থায় এবং রসালো ফুল-ফল, টিউবার ও অন্যান্য নরম অংশসমূহ স্পিরিট সহযোগে কাচের জারে ইথনোবোটানী মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। সংরক্ষিত নমুনাগুলো ছত্রাক ও কীট-প্রতঙ্গের আক্রমন হতে সুরক্ষার জন্য হারবেরিয়াম কক্ষটি সর্বদা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রাখার পাশাপাশি কাপবোর্ডে সংরক্ষিত নমুনায় নিয়মিত ছত্রাকনাশক ও কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়। সংরক্ষিত নমুনা হতে কীট-প্রতঙ্গকে দূরে রাখতে কাপড়ের থলের মধ্যে ন্যাপথলিনও রাখা হয়। এসকল পদক্ষেপ নেয়ার পরও নষ্ট হয়ে যাওয়া নমুনাসমূহ নথিভুক্ত করে অপসারন করা হয়। সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচর্যাকৃত তথ্যসমৃদ্ধ এ সকল উদ্ভিদ নমুনা জাতীয় সম্পদ হিসেবে যুগ যুগ ধরে সংরক্ষন করা হচ্ছে।

চিত্র ৭.৮: শুষ্কাবস্থায় প্রস্তুতকৃত ২টি হারবেরিয়াম শীট

৭.২.৪. ফ্লোরিস্টিক ডকুমেন্টেশন ও প্রকাশনা

হারবেরিয়াম কার্যক্রমের চতুর্থ পর্যায়ের কাজের আওতায় ইলেকট্রনিক ডাটাবেইজ (e-database) তৈরির লক্ষ্যে হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত উদ্ভিদ নমুনার সাথে সংযুক্ত লেবেলে লিপিবদ্ধ তথ্যসমূহ কম্পিউটারে ডকুমেন্টেশন করা হয়ে থাকে। এই ই-ডাটাবেইজ হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত যে কোন প্রজাতির প্রাপ্তিস্থান, প্রাচুর্য, দুস্প্রাপ্যতা, ফুল ও ফল ধারণের সময়, স্থানীয় নাম, লোকজ ব্যবহার ইত্যাদি তথ্য অনুসন্ধানে সহায়ক। হারবেরিয়াম শীটে লিপিবদ্ধ তথ্য এসব ফ্লোরিস্টিক রচনায় ব্যবহার করা হয়। হারবেরিয়ামের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন আঙ্গিকে তাঁদের কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে হারবেরিয়াম ও ল্যাবরেটরীতে নিয়মিতভাবে গবেষণা কাজ করে থাকেন। তাঁরা তাঁদের গবেষণা কাজের ফলাফল প্রধানতঃ ফ্লোরা অব বাংলাদেশ, বুলেটিন অব দ্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম, অন্যান্য ফ্লোরিস্টিক প্রকাশনাসহ জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক জার্ণালে প্রকাশ করে থাকেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে হারবেরিয়ামের আর্টিস্টগণ ফ্লোরিস্টিক প্রকাশনার জন্য হারবেরিয়াম শীটে রক্ষিত উদ্ভিদ নমুনা থেকে বোটানীক্যাল ইলাস্ট্রেশন অংকন করে থাকেন। সাম্প্রতিক সময়ে চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভাস্কুলার উদ্ভিদের উপর তিন খন্ডে এমন একটি ফ্লোরিস্টিক পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে।

চিত্র ৭.৯: 'ভাস্কুলার ফ্লোরা অব চিটাগাং এন্ড দ্য চিটাগাং হিল ট্রাক্টস' শীর্ষক প্রকল্পের আওতাধীন প্রকাশিত তিন খন্ডের একটি পুস্তক

৭.২.৫. উদ্ভিদ বৈচিত্র্য বিষয়ক কারিগরি সেবা প্রদান

ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো দেশের উদ্ভিদ প্রজাতির সঠিক সনাক্তকরণ, পরিসংখ্যান এবং অস্তিত্ব রক্ষার টেকসই কৌশল বের করা। হারবেরিয়ামের বিজ্ঞানীগণ দেশের নীতি নির্ধারণী পর্যায় হতে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি হতে আগত শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষক, চিকিৎসক, এনজিও কর্মীদের দেশীয় উদ্ভিদ প্রজাতি সনাক্তকরণ, একসেশন (accession) নম্বর প্রদান, ভাউচার নমুনা সংরক্ষণ, দেশীয় উদ্ভিদ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে আসছে। উদ্ভিদ শ্রেণীতত্ত্ব বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা কাজেও ন্যাশনাল হারবেরিয়াম সাহায্য প্রদান করে আসছে। দেশের বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ প্রজাতির টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে থাকে। উদ্ভিজ উপাদান আমদানি অথবা রপ্তানির ক্ষেত্রে ন্যাশনাল হারবেরিয়াম সঠিক প্রজাতি সনাক্ত করে সার্টিফিকেট প্রদান করতে পারে। কোন প্রকল্প, স্থাপনা, জলবায়ুর ক্ষতিকারক প্রভাব, প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা মানব সৃষ্ট কারণে দেশের কোন ফরেস্ট/ ইকোসিস্টেম/ এলাকা/ অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্থ হলে উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের উপর ইহার সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব নির্ণয়ে ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ভূমিকা পালনে সক্ষম।

চিত্র ৭.১০: হারবেরিয়ামে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতিসহ এর গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশিক্ষন প্রদান

৭.২.৬ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতাধর্মী (Collaboration) কার্যক্রম

ন্যাশনাল হারবরেয়িাম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতাধর্মী (Collaboration) নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের সাথে ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিব,যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, সরকারি হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ, সাধনা ঔষধালয়, রাজধানী হোমিও ল্যাবরেটরিজ, ডিপলেড ফার্মাকো লিমিটেড, বন অধিদপ্তর এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতাধর্মী (Collaboration) কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে থাকে।

৭.৩ জনবল

সারণি-৭.১: বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের কমকর্তা/কর্মচারী

ক্রমিক নং	শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূণ্যপদ
১.	গ্রেড ১-৯	১৯	১১	০৪
২.	গ্রেড ১০	০৩	০৩	-
৩.	গ্রেড ১১-১৬	১৮	১৬	০২
৪.	গ্রেড ১৭-২০	১২	১০	০২
	মোট =	৫২	৪০	১২

৭.৪ উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম এর উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড নিম্নরূপ:

সারণী-৭.২: একনজরে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম এর উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

একনজরে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম এর উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড	
কর্মকান্ডের বিবরণ	**২০১৮-২০১৯**
মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত জরীপ সংখ্যা	০৮ টি
জরীপ পরিচালিত এলাকার পরিমাণ	২৫ বর্গ কিলোমিটার
উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ	১৪৪০ টি
উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরণ	১৩৫০ টি
এক্সসেশন নাম্বার প্রদান	১৪৩৬ টি
উদ্ভিদ নমুনার ডাটাবেজ তৈরীকরণ	১১০০ টি
হারবেরিয়াম ও ল্যাবরেটরীতে পরিচালিত গবেষণার সংখ্যা	০২ টি
জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা	০৪ টি
হারবেরিয়াম কর্তৃক প্রকাশিত ‘ফ্লোরা অব বাংলাদেশের’	০৩ টি
নতুন আবিষ্কৃত উদ্ভিদ প্রজাতি/ভ্যারাইটি’র সংখ্যা	০৭ টি
উপকারভোগী সংস্থার সংখ্যা	৪২ টি
উপকারভোগী ব্যক্তির সংখ্যা	৪৫০ জন
নিয়োগকৃত জনবল সংখ্যা	৪ জন
মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা)	৩৭ জন

৭.৫ অর্জন

ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নরূপঃ

১. ন্যাশনাল হারবেরিয়াম 'সার্ভে অব ভাস্কুলার ফ্লোরা অব চিটাগাং এন্ড দ্য চিটাগাং হিল ট্রাক্টস্' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৫টি জেলার (চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি) উদ্ভিদ জরিপ কার্য এবং তথ্য ও ছবিসহ নমুনা সংগ্রহ কার্য সম্পন্ন করেছে। প্রকল্পের আওতায় ৪০,০০০ টি উদ্ভিদ নমুনা (ডুপ্লিকেটসহ ১,৫০,০০০ টি নমুনা) সংগ্রহ, সনাক্তকরণ ও সংরক্ষণ করেছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ২৯১৬ টি ভাস্কুলার উদ্ভিদের সচিত্র বর্ণনা সম্বলিত তিন খন্ডে 'ভাস্কুলার ফ্লোরা অব চিটাগাং এন্ড দ্য চিটাগাং হিল ট্রাক্টস্' শীর্ষক পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে। যাহাতে উক্ত এলাকায় প্রাপ্ত উদ্ভিদের সনাক্তকরণের পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক নাম, স্থানীয় নাম, বাংলা ও ইংরেজীতে বর্ণনা, বর্তমান অবস্থা, ব্যবহার, আবাসস্থল ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বর্ণিত পুস্তকে প্রকল্প এলাকার ৩৪৪ টি বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতি চিহ্নিত করে উহাদের সংরক্ষণ পদ্ধতি বাতলে দেওয়া হয়েছে। পুস্তকটি এ দেশের বোটানীক্যাল হিস্ট্রিতে একটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে।

২. হারবেরিয়ামের বিজ্ঞানীগণ বিশ্বের জন্য নতুন এমন ০৩ টি উদ্ভিদ প্রজাতি এবং ০৪ টি ভ্যারাইটি আবিষ্কার করেছেন যাহা দেশের ফ্লোরিস্টিক গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

৩. Araceae, Bromeliaceae এবং Canaceae পরিবার নিয়ে 'Flora of Bangladesh' শীর্ষক সিরিজের তিনটি সংখ্যা (সিরিজ নং- ৭৩, ৭৪ এবং ৭৫) প্রকাশ।

৪. চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া যায় এমন ২৯১৬ টি উদ্ভিদ প্রজাতির তথ্য ও ছবিসহ ই-ডাটাবেইজ প্রস্তুতপূর্বক 'Flora of Bangladesh' শীর্ষক ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

৫. উদ্ভিদ জরিপ কার্যক্রমের আওতায় বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলাধীন পলি ফরেস্ট (বগালেক ও কেওক্রাডং); সিলেট জেলার রাতারগুল জলাজঙ্গল ও খাদিমনগর ন্যাশনাল পার্ক; দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ ন্যাশনাল পার্ক, সিংরা ন্যাশনাল পার্ক, বীরগঞ্জ ন্যাশনাল পার্ক এবং রামসাগর ন্যাশনাল পার্ক; এবং নওগাঁ জেলার আলতাদীঘি ন্যাশনাল পার্ক হতে উদ্ভিদ জরিপ কার্যের মাধ্যমে ১৪৪০ টি উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ন্যাশনাল হারবেরিয়ামে ফুল-ফল, তথ্য এবং চিত্র সমেত ১৪৩৬ টি উদ্ভিদ প্রজাতির নমুনা সংরক্ষণ করা হয়েছে।

৬. দেশের ৪২ টি সংস্থা (কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান) হতে আগত ৪৫০ জন ছাত্র-শিক্ষক/গবেষক/দর্শনার্থীদের উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরণ ও উদ্ভিদ সম্পর্কিত তথ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৭. দেশের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় হতে আগত উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ৬৬৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে তাদের পাঠ্য পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হারবেরিয়ামে উদ্ভিদ নমুনা সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।

৯. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক আরো ১৪১৫ প্রজাতির উদ্ভিদ নমুনার এক্সসেশন নম্বর (Accession Number) প্রদান করা হয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশ হতে ৩টি উদ্ভিদ প্রজাতির নতুন রেকর্ড আবিষ্কার এর ছবি নিম্নরূপঃ

চিত্র ৭.১১
Alocasia hararganjensis

চিত্র ৭.১২
Typhonium elatum

চিত্র ৭.১৩
Alocasia salarkhanii

৭.৬ উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ

সারণি ৭.৩ : উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	অর্থায়ন
১.	Developing Bangladesh National Red List of plants & Developing Invesive plant Species (IAPs) Management Strategy For Selected Protected Areas	২০১৯-২০২২	৭.৪৫	সুফল প্রকল্প
২.	বরিশাল এবং সিলেট বিভাগের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতি জরিপ (এসভিএফবিএস)	২০১৯-২০২২	১৭.৫০	জিওবি

৭.৭ ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা

(ক) স্বল্প মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনার বিবরণ (২০১৯-২০২১)

১	রাতারগুল জলা-জঙ্গল এবং খাদিমনগর ন্যাশনাল পার্ক, সিলেট হতে উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মূল্যায়নের লক্ষ্যে জরিপ কার্য পরিচালনা করা।
২	সিংরা ন্যাশনাল পার্ক, বীরগঞ্জ ন্যাশনাল পার্ক এবং রামসাগর ন্যাশনাল পার্ক নবাবগঞ্জ ন্যাশনাল পার্ক, দিনাজপুর; আলতাদীঘি ন্যাশনাল পার্ক, নওগাঁ এবং কাদিগড় ন্যাশনাল পার্ক, ময়মনসিংহ হতে উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মূল্যায়নের লক্ষ্যে জরিপ কার্য পরিচালনা করা।
৩	ন্যাশনাল হারবেরিয়ামে সংরক্ষণের লক্ষ্যে ফুল-ফল, তথ্য এবং চিত্র সমেত ২৮০০ টি উদ্ভিদ প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ করা।
৪	হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত ৩০০০ টি উদ্ভিদ নমুনার ই-ডাটাবেইজ তৈরি করা।
৫	হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত ১২০০০ টি উদ্ভিদ নমুনার পরিচর্যা করা।
৬	প্যান্ট ট্যাক্সোনমিক গবেষণার মাধ্যমে ০৫টি নতুন উদ্ভিদ প্রজাতি/রেকর্ড আবিস্কার করা।
৭	'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' সিরিজের ০৯ টি সংখ্যা প্রকাশ করা।
৮	দেশী-বিদেশী সায়েন্টিফিক জার্নালে ৬টি ফ্লোরিস্টিক প্রবন্ধ ত্রকাশ করা।
৯	'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' সিরিজের ৬টি সংখ্যার ই-ফ্লোরা প্রস্তুত করা।
১০	বাংলাদেশের নির্বাচিত পাঁচটি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের এলিয়েন এন্ড ইনভেসিব উদ্ভিদ প্রজাতির জরিপ কার্য পরিচালনা করা এবং নিয়ন্ত্রনের কৌশলপত্র প্রণয়ন করা।

(খ) মধ্য মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনার বিবরণ (২০১৯-২০২৪)

১	বরিশাল ও সিলেট বিভাগের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতির জরিপ কার্য সম্পন্ন করা।
২	ন্যাশনাল হারবেরিয়ামে সংরক্ষণের লক্ষ্যে ফুল-ফল, তথ্য এবং চিত্র সমেত ৫০০০০টি উদ্ভিদ প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ করা।
৩	হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত ৫০০০০টি উদ্ভিদ নমুনার ই-ডাটাবেস তৈরি করা।
৪	বরিশাল ও সিলেট বিভাগের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহের উপর ২টি সচিত্র ফ্লোরিস্টিক পুস্তক প্রকাশ করা।
৫	আইইউসিএন রেড লিস্ট ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী দেশের ১০০০ উদ্ভিদ প্রজাতির রেড লিস্ট এসেসমেন্ট তৈরী করা।

(গ) দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনার বিবরণ (২০১৯-২০৩০)

১	সমগ্র দেশের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতির জরিপ কার্য সম্পন্ন করা।
২	‘ফ্লোরা অব বাংলাদেশ’ সিরিজের অবশিষ্ট সংখ্যাগুলো প্রকাশ করা।
৩	আইইউসিএন রেড লিস্ট ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী দেশের অবশিষ্ট উদ্ভিদ প্রজাতির রেড লিস্ট এসেসমেন্ট সম্পন্ন করা।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড

ww.rb.gov.bd

৮.১ পরিচিতি

বিগত ৫ মে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রণীত বালাদেশ রাবার বোর্ড আইন-২০১৩ (২০১৩ সালের ১৯নং আইন) এর মাধ্যমে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১৩ সালে অস্"ায়ীভাবে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের কার্যক্রম শুরু হলেও বোর্ডের নিজস্ব কোন জনবল ছিল না। এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অস্"ায়ী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এর চেয়ারম্যানকে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের চেয়ারম্যান এর অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। বোর্ড প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ছয় বছর পর গত মার্চ/২০১৯ মাসে বোর্ডের সচিব হিসেবে কর্মকর্তা পদায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের স্"ায়ী কার্যক্রম শুরু হয়। ইতোমধ্যে গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের ৭০টি পদ স"জন করা হয়। গত ০৯ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে বোর্ডে নতুন চেয়ারম্যান যোগদান করেন। উল্লেখ্য, তাঁর পদায়নের পূর্বে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ) বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের চেয়ারম্যান এর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। এছাড়া, বোর্ডের উপপরিচালক পদে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে একজন কর্মকর্তা যোগদান করেছেন। বর্তমানে বোর্ডের ৬৭(সাতষট্টি) টি পদ শূণ্য রয়েছে। উক্ত ৬৭(সাতষট্টি) টি পদের মধ্যে ৫১(একান্ন) টি পদে সরাসরি নিয়োগের বিধান সম্বলিত 'বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কর্মচারি প্রবিধানমালা-২০১৯' প্রনয়ণ করা হয়েছে এবং তা' চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। প্রবিধানমালা চূড়ান্তকরণের পর উক্ত পদসমূহে নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। অবশিষ্ট ৯(নয়) টি পদে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ করা হবে।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নিজস্ব কোন স্"ায়ী অফিস/স্"ান না থাকায় বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম এর চান্দগাঁওস্" রেস্ট হাউজের নীচ তলায় অস্"ায়ী অফিস স্"াপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছিল। কিন্" উক্ত স্"ানটি শহরের নিম্নাঞ্চল হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে ভারী বর্ষণের কারণে স"ষ্ট জলাবদ্ধতার কারণে গত সেপ্টেম্বর' ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ মাসে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, চান্দগাঁও, চট্টগ্রামের রেস্ট হাউজের নিচতলা হতে বাংলাদেশ বন গবেষণাগারের পশ্চিম পাহাড়ের ই-১১ বাংলোয় স্"ানান্তর করা হয়। বর্তমানে চট্টগ্রামস্" বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসে বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ৪টি পুরাতন ভবন বরাদ্দ গ্রহণপূর্বক অফিস স"জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালিত হ"ছে।

৮.২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়ন।

৮.৩ পরিচালনা পর্ষদ

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী সাপেক্ষে নিয়োজিত অন্যূন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা/মনোনীত ব্যক্তি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সকল বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে রাবার বোর্ড এর ২০(বিশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে।

৮.৪ কার্যাবলি

- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সংক্রান্ত নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নে সরকারকে সুপারিশ, পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
- সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সহযোগিতায় রাবার চাষ উপযোগী জমি চিহ্নিতকরণ;
- রাবার চাষে আগ্রহী উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাছাই এবং উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে জমি ইজারা বা বরাদ্দ প্রদানের নিমিত্ত সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;
- ইজারা বা বরাদ্দ চুক্তির শর্ত ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ;
- রাবার বাগান সৃজনে মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- রাবার বাগান সৃজন এবং রাবার শিল্প স্থাপন ও বিকাশে মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে ঋণ ও বীমা সুবিধা প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

- রাবার বাগানের মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- ক্ষতিকারক কৃত্রিম রাবার সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানী, বিপণন ও ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- রাবার বাগানের জমির অনুপযুক্ত অংশে (৩৫ ডিগ্রী ঢালের উপরে অথবা জলাবদ্ধ অংশে) ফলজ, বনজ বা ঔষধি বৃক্ষসহ অন্যান্য সহায়ক অর্থকরী ফসল উৎপাদনে প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রান;
- উৎপাদিত রাবার বিপণন ও রপ্তানীর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে ডাটাবেজ তৈরি ও হালনাগাদকরণ;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ;
- রাবার বাগান ও রাবার শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ও কর্মচারীদের ব্যবস্থাপনা;
- রাবার চাষ ও শিল্পের উপর গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান; এবং
- জীবনচক্র হারানো রাবার কাঠ আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে সহায়তা প্রদান।

৮.৫ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে রাবার চাষ

ক্রমিক	নাম	এলাকা (একর)
১.	সরকারী মালিকানায়	৩৬,৬৫৪
২.	ব্যক্তি উদ্যোগে	৩২,৫৫০
৩.	পার্বত্য চট্টগ্রাম	১৩,০০০
৪.	চা বাগান এবং ক্ষুদ্রচাষী	২০,৮০০
	মোট =	**১,০৩,০০৪**

তথ্যসূত্র: (১) বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন; (২) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং (৩) বাংলাদেশ রাবার গার্ডেন ওনার্স এসোসিয়েশন

বিশেষ দ্রব্য : আর্ন্তজাতিক বাজারে রাবারের মূল্য কমায় বেসরকারী পর্যায়ে কোন রাবার বাগান সৃজন করা হয়নি।

৮.৬ বিগত কয়েকটি অর্থ বছরের প্রাকৃতিক রাবার উৎপাদন তথ্যঃ

বৎসর	উৎপাদন (মেঃ টন)	বিক্রয় (মেঃ টন)	পরিমাণ(লক্ষ টাকা)
২০১৪-২০১৫	৪,৫১৮.৪৪	৪৮৩৭	৪৮৫১.৬৯২
২০১৫-২০১৬	৪,৯৭৭.৪৯	৬৭৫২	৬৮৮৭.৬২২
২০১৬-২০১৭	৫,৯৬৭.৮৫	৬৯৪০	৭৮৩৭.১৫১
২০১৭-২০১৮	৫,৬৪৯.৩৬	৫৯৯২	৬৭৭৩.৯৫৭
২০১৮-২০১৯	৫,১২৭.০০	৫৭৯৫	৬৫৬৪.৬৭৩

বিশেষ দ্রষ্টব্য: জীবনচক্র হারানো গাছের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে গত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে উৎপাদন কম হয়েছে।

নির্দেশনায়

জিয়াউল হাসান এনডিসি
সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সম্পাদনায়

ড.মোঃ আশফাকুল ইসলাম
যুগ্মসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

পরিমল সিংহ
যুগ্মসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

মোঃ আঃ রাজ্জাক সরকার
উপসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

কম্পোজ

মোঃ আরাফাত বিন ফেরদোউস চৌধুরী
প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

ডিজাইন

শেখ রুবায়েত হোসেন

প্রকাশ কাল

মার্চ ২০২০

মুদ্রন

সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.moef.gov.bd